सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

সমাজতত্ত্ব পরিচয়

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

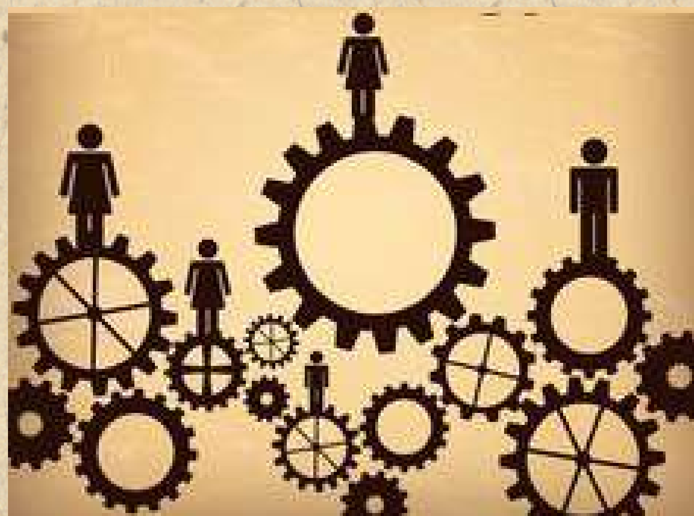

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

সমাজতত্ত্ব পরিচয়

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

এন সি ই আর টি-র Introducing Sociology পাঠ্যপুস্তকের ২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এন সি ই আর টি অনুমোদিত প্রথম বাংলা সংস্করণ-

প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৯

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ এবং অক্ষর বিন্যাস

পিংকি দেবনাথ।

মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা সরকার ।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১. ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, (এন সি ই আর টি) শিলং।

২. ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, (এন সি ই আর টি) ভুবনেশ্বর।

অনুবাদক

১. ড বিজন মণ্ডল, অধ্যাপক

২. সুদেষ্ণা চন্দ, সহ অধ্যাপিকা

৩. পল্লব দেব, শিক্ষক

৪. রশ্মীতা দেব, শিক্ষিকা

৫. আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা

পরিমার্জনা

১. সোনালি ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন শিক্ষিকা

২. সৌমিত্র কিশোর সরকার, শিক্ষক

৩. বিশ্বনাথ রায়, শিক্ষক

প্রা ক্-ক থ ন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গন্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে. এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং চারদেয়ালের মধ্যে তীব্রভাবে আবদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার প্রবণতা আবদ্ধ করে বিভিন্ন শিক্ষার করার বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে, ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে কিনা, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং

কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ন করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিংহ মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর, ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Social Science Textbooks at the Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor*, Department of History, University of Kolkata, Kolkata

Chief Advisor

Yogendra Singh, *Emeritus Porfessor,* Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Anjan Ghosh, *Fellow*, Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata

Arshad Alam, *Lecturer*, Centre for Jawaharlal Nehru Studies, Jamia Milia Islamia, New Delhi

Arvind Chouhan, *Professor*, Department of Sociology, Barkatullah University, Bhopal

Debal Singh Roy, *Professor*, Department of Sociology, Indira Gandhi National Open University, New Delhi

Dinesh Kumar Sharma, *Professor* (Retd.), NCERT, New Delhi

Jitendra Prasad, *Professor* (Retd.), Department of Sociology, Maharshi Dayanand University, Rohtak

M.N. Karna, *Professor* (Retd.), Department of Sociology, North Eastern Hill University, Shillong

Maitrayee Chaudhuri, *Professor*, Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Manju Bhatt, *Professor*, Department of Education in Social Sciences, NCERT, New Delhi

Pushpesh Kumar, *Doctoral Fellow*, Institute of Economic Growth, University of Delhi, Delhi

Rajesh Mishra, *Professor*, Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow

Rajiv Gupta, *Professor* (Retd.), Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur

S. Srinivasa Rao, *Assistant Professor*, Zakir Husain Centre for Educational Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Satish Deshpande, *Professor*, Department of Sociology, University of Delhi, Delhi

Soumendra Mohan Patnayak, *Professor*, Department of Anthropology, University of Delhi, Delhi

Subhangi Vaidya, *Assistant Director*, Regional Service Division, Indira Gandhi National Open University, New Delhi

Member-Coordinator

Sarika Chandrawanshi Saju, *Assistant Professor*, Regional Institute of Education (RIE), Bhopal.

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বার্তা

এই বইটি সমাজতত্ত্বে একটি প্রারম্ভিক আহ্বান। এখানে এই শাখার কোন ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ বিবরণ বোঝানো সম্ভব নয়। পরিবর্তে এটি সমাজতত্ত্ব কি করে এবং কিভাবে সেটা আমাদের সমাজকে এবং নিজের জীবনকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে— সেই সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে চায়। এই বই শিক্ষার্থীদের সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ, তার ধারণা এবং গবেষণার সরঞ্জাম সম্পর্কে পরিচয় করানোর আশা করে। এটা দেখাতে চায় সমাজতত্ত্ব একটি শাখা হিসাবে কিভাবে একটি ঘটনার বা তথ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যেমন সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের সমাজ সম্পর্কে একটি সাধারণ জ্ঞানীয় ধারণা এবং বোঝাপড়া আছে। কিভাবে সমাজতত্ত্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে সাধারণ জ্ঞান থেকে আলাদা যা সমাজে বিদ্যমান? এটা কি তার পদ্ধতি ও ধারণার জন্য ভিন্ন? এটা কি এই কারণে ভিন্ন যে এটা সবসময় জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং মঞ্জুর করার জন্য গৃহীত কোন কিছুকেই গ্রহণ করে না?

আমরা এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন যোগ করতে পারি। সমাজতত্ত্ব এমন একটি বিষয় যা আমাদেরকে সমাজ যেভাবে কাজ করে, সেটা কেন এবং কিভাবে করে, তা বুঝতে সাহায্য করে এবং সে সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়। তাই সমাজ তত্ত্বে ব্যবহৃত পরিভাষা এবং ধারণাগুলো স্পষ্টভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে, যেহেতু সমাজতত্ত্ব বোঝার জন্য এগুলো আমাদের অপরিহার্য সাধন বা সরঞ্জাম।

সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজতত্ত্বের ফলস্বরূপ, যেটা ছাড়াও এটাকে বিচিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক পদ্ধতির দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়। এই একাধিকত্বই ইহার শক্তি। সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এগুলোকে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝা যেতে পারে। তর্ক-বিতর্ক প্রায়শই কোন ঘটনাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

সমাজতত্ত্বের বহুল উদ্দীপনা এবং প্রশ্ন করার প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে এই বই পড়ুয়াদের ক্রমাগত চিন্তা করতে এবং সেটা প্রতিফলিত করতে, সমাজে কি ঘটছে এবং ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সঙ্গে কি ঘটছে তার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে নিয়োজিত রাখে। তাই এই পাঠ্যবইয়ের আভ্যন্তরীণ কাজগুলো পাঠ্য সামগ্রীর একটি অভিন্ন অংশ। পাঠ্যসামগ্রী এবং কাজ মিলে একত্রে গঠিত হয় একটি সুসংহত সম্পূর্ণ। একটা ছাড়া অন্যটা বুঝা সম্ভব নয়। এখানে সমাজ সম্পর্কে প্রস্তুত-তথ্য প্রদান করাই উদ্দেশ্য নয়, সেই সঙ্গে সমাজকে বুঝতে সাহায্য করাই এটার উদ্দেশ্য।

সমাজ নিজেই একটি বহুল, বিচিত্র এবং অসম। এই পাঠ্যবই-এ এই ধরণের জটিলতাকে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণ এবং কাজ উভয়েই দ্বারাই এটা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই কাজগুলো পাঠ্যবইয়ের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তাসত্ত্বেও সকল পাঠ্যবইয়ের মতো এটাও একটা প্রারম্ভ বা শুরু। সেই সঙ্গে আরও উদ্দীপনাপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে সংগঠিত হবে। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা সম্ভবত আরও অনেক ভালো উপায়, কাজ এবং উদাহরণের চিন্তা করতে পারবে এবং কিভাবে পাঠ্যবইকে আরও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারবে।

Acknowledgements

The National Council of Educational Research and Training acknowledges Karuna Chanana, *Professor* (Retd.), Zakir Husain Centre for Educational Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Abha Awasthi, *Professor* (Retd.), Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow; Madhu Nagla, *Lecturer*, Department of Sociology, Mahrishi Dayanand University, Rohtak; Disha Nawani, *Lecturer*, Gargi College, New Delhi; Vishvaraksha, *Professor*, Department of Sociology, University of Jammu, Jammu; Sudershan Gupta, *Principal*, Govertment Higher Secondary School, Paloura, Jammu; Mandeep Chaudhary, *PGT (Retd.) Sociology*, Guru Harkishan Public School, New Delhi; Rita Khanna, *PGT Sociology*, Delhi Public School, New Delhi; Seema Banerjee, *PGT Sociology*, Laxman Public School, New Delhi; Madhu Sharan, *Project Director*, Hand-in-Hand, Chennai; Balaka Dey, *Programme Associate*, United Nations Development Programme, New Delhi; Niharika Gupta, *Freelance Editor*, New Delhi; Jesna Jayachandaran, *Research Scholar*, Jawaharlal Nehru University, New Delhi for providing their feedback and inputs.

Acknowledgements are due to Savita Sinha, former *Professor* and *Head*, Department of Education in Social Sciences for her support.

The Council expresses gratitude to Jan Breman and Parthiv Shah for using photographs from their book, *Working in the mill no more*, published by Oxford University Press, Delhi. Some photographs were taken from the Department of Tourism, Government of India, New Delhi; National Museum, New Delhi; *The Times of India*, *The Hindu*, *Outlook* and *Frontline*. The Council thanks the authors, copyright holders and publishers of these reference materials. The Council also acknowledges the Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi for allowing to use photographs available in their photo library. Some photographs were given by John Suresh Kumar, Synodical Board of Social Service; J. John of *Labour File*, New Delhi; V. Suresh Chennai and R.C. Das of Central Institute of Educational Technology, NCERT, New Delhi. The Council acknowledges their contribution.

Special thanks are due to Vandana R. Singh, *Consultant Editor*, NCERT for going through the manuscript and suggesting relevant changes.

The Council also gratefully acknowledges the contributions of Mamta, *DTP Operator*; Shreshtha, *Proof Reader* and Dinesh Kumar, *Incharge*, Computer Station in shaping this book. We are also grateful to Publication Department, NCERT for all their support.

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০ ৩২ও ২২৬)

১) সাম্যের অধিকার:

* আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
* জাতি,ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
* সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
* অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২) স্বাধীনতার অধিকার :

* বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
* শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
* সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
* ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
* ভারতের যেকোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
* যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার।
* জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার:

* কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
* চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্যকোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

* সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কারোর প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেক ধর্মাচরণের পূর্ণ অধিকার এবং সমানাধিকার পাবে।
* যেকোনো ধর্মের প্রসারে অর্থ দান করার স্বাধীনতা।
* রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না।
* সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাতে যোগদানের স্বাধীনতা।
* ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

* ভারতের যেকোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা-লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
* ধর্ম জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি যাহায্য প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

* মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টে ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে– প্রয়োজনে বিশেষ লেখ জারি করতে পারবে।

হেবিয়াস কর্পাস, ম্যাণ্ডামাস, সারশিয়োরেরাই, প্রহিবিশন ও কুয়ো ওয়ারান্টো।

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বার্তা

১। সমাজতত্ত্ব এবং সমাজ ১

২। শব্দাবলি, ধারণাসমূহ এবং সমাজতত্ত্বে তাদের ব্যবহার ২৪

৩। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা লাভ ৪০

৪। সংস্কৃতি এবং সামাজিকীকরণ ৬৩

৫। সমাজতত্ত্বে করণীয় : গবেষণা পদ্ধতিসমূহ ৮২

প্রথম অধ্যায়

সমাজতত্ত্ব এবং সমাজ

Sociology and Society

ভূমিকা :

তোমাদের মতো নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু ধারণা দিয়ে শুরু করা যাক্। প্রায়শই একটি উপদেশ দেওয়া হয়, "কঠোরভাবে পড়াশুনা কর এবং তুমি জীবনে ভালো থাকবে।" দ্বিতীয় উপদেশ যেটা প্রায়শই দেওয়া হয়, "তুমি যদি এই বিষয় বা বিষয়গুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়াশোনা করো, তাহলে ভবিষ্যতে তুলনামূলকভাবে ভালো চাকরির সুযোগ পাবে।" তৃতীয়টি বলতে হয়, "যেহেতু তুমি একটি ছাত্র, বিষয় হিসাবে মনে হয় না এটি সঠিক নির্বাচন" অথবা "ছাত্রী হিসাবে তুমি কি মনে করো তোমার বিষয় নির্বাচন বাস্তবসম্মত? চতুর্থটি, "তোমার পরিবারের কাছে তোমার একটি চাকরি বা কাজ খুবই প্রয়োজন, তবু কেন এমন একটি পেশা নির্বাচন করলে, যার জন্যে দীর্ঘ সময় লাগবে" অথবা "তোমার পারিবারিক ব্যবসায় যোগদান করতে কেন এই বিষয়ে পড়তে চাইছো?

ধারণাগুলো এবার পরীক্ষা করা যাক। তুমি কি মনে কর প্রথম উপদেশটি অন্য তিনটি উপদেশকে অস্বীকার করে? প্রথম উপদেশটি ধারণা দেয় যে যদি তুমি খুব কঠোরভাবে পড়াশোনা কর তাহলে তুমি খুব ভালো থাকবে এবং ভালো চাকরি পাবে। দায়িত্বটি ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় উপদেশটি ধারণা দেয় যে, ব্যক্তি প্রচেষ্টার বাইরে যে চাকরির বাজার আছে, তা স্থির করে দেয় কোন বিষয় নির্বাচন চাকরি বাজারে তোমার সুযোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি করবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপদেশটি বিষয়টিকে আরো জটিল করে তোলে। এটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয় বা চাকরির বাজার নয় যা পার্থক্য টা দেখায়— আমাদের লিঙ্গ এবং পরিবার অথবা সামাজিক পঠভূমিও।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা একটি বৃহৎ ব্যাপার, কিন্তু আবশ্যিকভাবে পরিণত বা ফলাফলকে সংজ্ঞায়িত করে না। যেহেতু আমরা দেখি সেখানে অন্যান্য সামাজিক উপাদানগুলোও আছে যা চরম ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে আমরা উল্লেখ করেছি 'চাকরির বাজার', 'আর্থ-সামাজিক পঠভূমি', এবং 'লিঙ্গ'। তুমি কি অন্যান্য উপাদানের কথা মনে করো? আমরা জানতে চাইবো, "কোন্টা ভালো চাকরি কে স্থির করে দেবে?" কোন্টা "ভালো চাকরি" সব সমাজেই কি অনুরূপ খেয়াল বা ধারণা আছে? অর্থই কি বিচারের মান বা নীতি? অথবা এটা কি সম্মান, সামাজিক স্বীকৃতি, বা ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি যা চাকরির মূল্যকে স্থির করে দেয়? কৃষ্টি এবং সামাজিক নিয়মের কি কোনো ভূমিকা আছে?

ভালোভাবে থাকতে প্রত্যেকটি ছাত্র অবশ্যই কঠোরভাবে পড়াশোনা করবে। কিন্তু সামাজিক

উপাদানগুলো তাদের কতখানি ভালোভাবে গড়ে তোলে। চাকরির বাজার অর্থনীতির প্রয়োজনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়।
সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির দ্বারা আর্থিক পরিচালনা স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যেকটি ছাত্র বা ছাত্রীর সুযোগ এই উভয় বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমাণ এমনকি তার পরিবারের সামাজিক পটভূমি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইহা প্রারম্ভিক চেতনা দেয় যে সমাজতত্ত্ব কীভাবে মানব সমাজকে একটি অন্তঃ সম্পর্কিত সমষ্টি হিসাবে আলোচনা করে। এবং কীভাবে সমাজ এবং ব্যক্তি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিষয় নির্বাচনের সমস্যা প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর জন্যে একটি ব্যক্তিগত ঝঞ্ঝাট বা হয়রানির উৎস। এটা হল একটি সর্ব সাধারণের বিচার্য বিষয় যা একটি যৌথ অস্তিত্ব হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে নিজেই স্পষ্ট বা প্রতীয়মান। সমাজতত্ত্বের একটি কাজ হল জনসাধারণের বিচার্য বিষয় এবং ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে অন্তঃ সম্পর্কগুলো তুলে ধরা। এটাই হল এই অধ্যায়ের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমরা আগেই দেখেছি যে, একটি ‘ভালো চাকরি’ ভিন্ন সমাজে ভিন্ন জিনিস বা স্বতন্ত্র বিষয়ে বোঝায়। সামাজিক সম্মান যা নির্দিষ্ট ধরনের চাকরির সংগে যুক্ত আছে অথবা ব্যক্তির সংগে যুক্ত নয়, নির্ভর করে ছেলের বা মেয়ের ‘প্রাসঙ্গিক সমাজের’ কৃষ্টি বা সংস্কৃতির উপর। আমরা ‘প্রাসঙ্গিক সমাজ’ বলতে কি বুঝি? ব্যক্তি যে সমাজের অন্তর্গত তাকেই কি বোঝায়? ব্যক্তি কোন সমাজের অন্তর্গত? এটা কি প্রতিবেশিত্ব ? এটা কি সম্প্রদায়? এটা কি জাতি বা উপজাতি? এটা কি পিতা বা মাতার পেশাগত বৃত্ত বা পরিধি? এটা কি জাতি (nation)? দ্বিতীয়ত, এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আধুনিক সময়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তি কীভাবে একাধিক সমাজের অন্তর্গত এবং সমাজগুলো কিভাবে অসম। তৃতীয়ত, এই অধ্যায়ে সমাজকে একটি গঠনতান্ত্রিক আলোচনা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা ধর্মীয় এবং দার্শনিক প্রতিফলন থেকে আলাদা এমনকি সমাজ সম্পর্কীয় প্রাত্যহিক ধারণার পর্যবেক্ষণ থেকেও আলাদা। চতুর্থত, সমাজ সম্পর্কীয় আলোচনার স্বতন্ত্র্য দিকটি আরো সুন্দরভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা বৌদ্ধিক ধ্যান-ধারণা ও পার্থিব বিষয়ের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই যার মধ্যেই সমাজতত্ত্বের জন্ম ও পরবর্তী কালে তার বিকাশ। এই সকল ধারণা ও পার্থিব বিকাশ মূলতঃ পাশ্চাত্যের কিন্তু বিশ্বব্যাপী পরিণতি বা ফলাফলের সংগে যুক্ত। পঞ্চমত, আমরা দেখি ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব বিশ্বব্যাপী দিক এবং রীতিনীতি থেকেই উদ্ভুত। এটা মনে করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের প্রত্যেকের একটি চরিতকথা বা জীবনকথা আছে, যা একটি বিষয়েরও থাকে। কোনো বিষয়ের ইতিহাস সেই বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে। শেষত, সমাজতত্ত্বের পরিধি এবং অন্যান্য বিষয় বা বিজ্ঞানের সংগে সম্পর্ক আলোচনা করা হবে।

II

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা বা বিবেচনা: ব্যক্তিগত সমস্যা এবং জনমুখী বিষয় (The Sociological Imagination: the Personal Problem and the Public Issue)

আমরা একগুচ্ছ ধারণা দিয়ে শুরু করেছিলাম যাতে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ছিলাম কীভাবে ব্যক্তি ও সমাজ দ্বন্দ্বমূলকভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত। এটি হল একটি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ যার সঙ্গো সমাজতত্ত্ববিদরা কয়েক পুরুষের উপর যুক্ত আছেন। সি. রাইট মিলস-এর সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার দর্শন সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে কীভাবে ব্যক্তিগত ও জনমুখী বিষয়গুলি জটিল অবস্থায় একে অপরের সংগে যুক্ত।

কাজ- ১

মিলস সম্পর্কে যত্নসহকারে তোমার মুলপাঠ সম্বলিত পুঁথি থেকে পড়ো। তারপর নীচে দৃষ্টিসংক্রান্ত বা দর্শন-সংক্রান্ত চিত্র ও রিপোর্ট পরীক্ষা করো। তুমি কি লক্ষ্য করেছ গরিব এবং গৃহহীন দম্পতির দর্শন সংক্রান্ত চিত্র কেমন? সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনা বা কল্পনা গৃহহীনতাকে জনমুখী বিষয় হিসাবে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। তুমি কি গৃহহীনতার কারণগুলো কী হবে তা চিহ্নিত করতে পারো?

কর্মে নিযুক্তির সম্ভবনা, গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন ইত্যাদি উদাহরণের জন্য তোমার শ্রেণির বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্ভাব্য কারণগুলোর উপর খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারে। এইগুলো আলোচনা করো। তুমি কি লক্ষ্য করেছ কীভাবে রাষ্ট্র গৃহহীনতাকে একটি জনমুখী বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে যাতে দৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, উদাহরণ স্বরূপ ইন্দিরা আবাস যোজনা?

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা বা বিবেচনা ইতিহাস এবং জীবন কথা উপলব্ধি করতে এবং সমাজে এই দুইয়ের সম্পর্ককে তুলে ধরতে সমর্থ করে ওটাই ইহার করণীয় কাজ এবং অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি.... সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনার কাজ হল 'পরিবেশের ব্যক্তিগত অশান্তি বা ঝামেলা' এবং 'সামাজিক কাঠামোর জনমুখী বিষয়গুলোর' মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা। অন্যদের সংগে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সীমা বা মাত্রা বা বিন্যাস এবং ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যেই অশান্তি বা ঝামেলার উদয় হয়, তাদের করতে হবে নিজেদের সঙ্গে এবং সমাজ জীবনের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দীর মধ্যে সে যেখানে প্রত্যক্ষভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে সচেতন বিচার্য বিষয়গুলো ভিতরের জীবনের সীমারেখা ছাড়িয়ে এবং ব্যক্তিগত স্থানীয় পরিবেশ অতিক্রম করে বিষয়ী হয়ে ওঠে।

সমসাময়িক ইতিহাসের ঘটনাগুলি হল ব্যক্তি পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের সাফল্য ও ব্যর্থতার ঘটনা সমূহ। যখন একটি সমাজ শিল্পায়িত, তখন একজন কৃষক হল একজন শ্রমিক, একজন সামন্তরাজ মিটে যায় বা ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। যখন শ্রেণিগুলি জেগে ওঠে বা মিলিয়ে যায়, তখন একজন ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত বা বেকার, যখন বিনিয়োগের আনুপাতিক হার উর্দ্ধমুখী বা নিম্নমুখী, তখন ব্যক্তি নতুন জীবন পায় বা ভেঙে পড়ে। যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন বিমা বিক্রয়কারী রকেট নিক্ষেপকারী হয়ে ওঠে, গুদাম করণিক, একজন জাহাজ নাবিক হয়ে ওঠে, একজন স্ত্রীলোক একা বাঁচে, পিতা ছাড়া একটি শিশু বড়ো হয়। হয় ব্যক্তির জীবন, নয় সমাজজীবন উভয়কে বোঝাপড়ার মধ্যেই বুঝতে হয় ... (মিলস্ ১৯৫৯)

এক গৃহহীন দম্পতি।

ইন্দিরা আবাস যোজনা চালু হয়েছিল ১৯৯৯-২০০০ থেকে যা সরকারের গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রণালয়ের (মোরড MORD Ministry of Rural Development) এবং হাডকোর (HUDCO বা Housing and Urban Development Corporation) একটি বৃহৎ পরিকল্পনা যার মাধ্যমে গরীব ও গৃহহীনদের বিনামূল্যে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া। তুমি কি অন্যান্য জনমুখী বিষয়গুলো মনে করতে পারো যা ব্যক্তিগত সমস্যা ও জনমুখী বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরতে পারে?

III

সমাজগুলোর মধ্যে অসমতা এবং বহুত্বতা (PLURALITIES AND INEQUALITIES AMONG SOCIETIES)

আমরা সমসাময়িক বিশ্বের অন্তর্গত, কোনো একটি অর্থে একাধিক 'সমাজের' অন্তর্গত।

যখন ভিতরের বিদেশিরা 'আমাদের সমাজ'কে উল্লেখ করে তখন আমরা 'ভারতীয় সমাজ'-কে বোঝাই, কিন্তু যখন প্রতিবেশী ভারতীয়রা 'আমাদের সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করে তখন আমরা একটি ভাষাগত বা গোষ্ঠীগত জনসম্প্রদায়কে, একটি ধর্মীয় বা জাতিগত বা উপজাতি সমাজকে নির্দেশ করি।

আমরা কোন্ 'সমাজ' সম্পর্কে বলছি এই বৈচিত্রটা তুলে ধরা দুঃসাধ্য। কিন্তু সম্ভবতঃ সমাজের মানচিত্রতার দুঃসাধ্যতা শুধু মাত্র সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যেই সীমাবন্ধ নয় যেহেতু নীচের মতামত তাই দেখাবে। মহান ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় যখন তাঁর চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করছিলেন, তখন কোন্ দিকটা আলোকপাত করতে হবে, তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছিলেন ।

তুমি তোমার চলচ্চিত্রে কী তুলে ধরবে? তুমি কীসে বিরত থাকবে? তুমি কি শহরকে ত্যাগ করবে এবং গ্রামে যাবে যেখানে অসীম ক্ষেতে গোরু চরে এবং রাখালরা বাঁশি বাজায়। তুমি একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারো যেটা হবে নিখুঁত ও সতেজ এবং যেখানে নাবিকের (boatman) গানের রুচিকর ছন্দ আছে। অথবা তুমি কি অনেক পিছনে মহাকাব্যের সময়ে ফিরে যাবে। যেখানে দেবতা এবং অপদেবতা মহাযুদ্ধে পক্ষ নেয় যেখানে ভাই ভাইকে হত্যা করেছিল..... অথবা বর্তমানে যেখানে তুমি আছ, বরং সেখানেই কি তুমি থাকবে, এই বিস্ময়করের হৃদয়ে, পরিপূর্ণ, বিভ্রান্তকর নগরে, অর্কেস্ট্রার জন্য সুর সংযোজিত মাথা ঝিম্‌ঝিম করানো অর্থহীন আওয়াজ এবং পরিবেশে?

এই প্রশ্নটা যা সমাজের কেন্দ্রবিন্দু, তাহা সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য। অধিকন্তু, আমরা সত্যজিৎ রায়ের মতামত গ্রহণ করতে পারি এবং বিস্ময়কর বস্তু বা ঘটনা হল তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত গ্রাম অলীক বা অবাধ কল্পনা প্রসূত কিনা। নীচে বর্ণিত গ্রামের দলিতদের উপর একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিপরীতমুখী পার্থক্যকে তুলে ধরা আকর্ষণপূর্ণ হবে।

প্রাথমিক সময়ে আমি তাকে দেখেছিলাম যে সে একটি ছোটো খড়, ডালপাতা দিয়ে ছাওয়া গ্রামের চায়ের দোকানের সামনে রাস্তার ধূলাময়লার উপর বসেছিল, তার পাশে দৃষ্টি আকর্ষক বৈশিষ্টসূচক গ্লাস ও ডিস--- দোকানদারকে একটি মৌন সংকেত দিচ্ছে যে একজন অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য ব্যক্তি একটু চা কিনতে চাইছে।

মুলি হল একজন পানচিবানো কালো দাঁত বিশিষ্ট লম্বা চুলওয়ালা চল্লিশ বছরের বৃদ্ধ যে দ্রুতবেগে ক্রোধ সহকারে চলে গিয়েছিল (ফ্রিম্যান ১৯৭৮)।

সম্ভবতঃ অমর্ত্য সেনের একটি উক্তি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দেয়, কেমন ভাবে সমাজের মধ্যে পার্থক্যকে তুলে ধরতে 'অসাম্য' হল কেন্দ্রবিন্দু বা মধ্যমণি।

কিছু ভারতীয় ধনী, বেশির ভাগ নয়। কিছু খুব ভালোই শিক্ষিত, অন্যরা অশিক্ষিত। কিছু সহজে ভোগবিলাসী জীবন কাটায়, অন্যরা একটু পুরস্কারের জন্য কঠোর জীবন কাটায়। কিছু রাজনৈতিকভাবে খুবই শক্তিশালী, অন্যরা কোনোকিছুতেই প্রভাব ফেলতে পারে না। কিছু লোকের জীবনে উন্নয়নের বিরাট সুযোগ আছে, অন্যরা সেই সবের অভাব বোধ করে। কিছু লোক নিরাপত্তা কর্মী বা পুলিশের শ্রদ্ধা পায়, অন্যরা আবর্জনার মতো ব্যবহার পায়। এই গুলো বিভিন্ন ধরনের অসাম্য, এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আন্তরিক মনোযোগ দরকার (সেন ২০০৫ ঃ ২১০-১১)

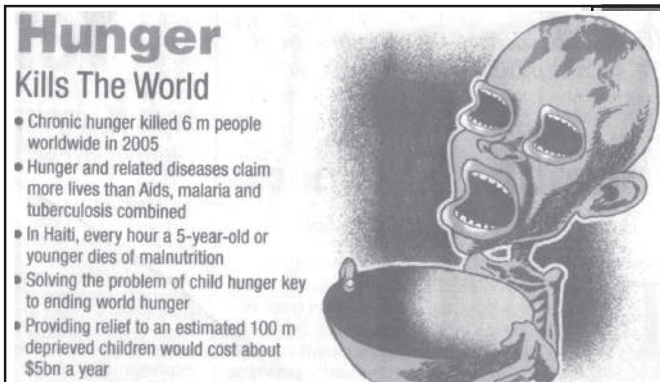

Hunger
Kills The World

- Chronic hunger killed 6 m people worldwide in 2005
- Hunger and related diseases claim more lives than Aids, malaria and tuberculosis combined
- In Haiti, every hour a 5-year-old or younger dies of malnutrition
- Solving the problem of child hunger key to ending world hunger
- Providing relief to an estimated 100 m deprieved children would cost about $5bn a year

Bust that fat...

India is ranked amongst the top ten obese countries in the world. And what's startling is that Delhiites like to gorge on food that leads to weight-related problems.

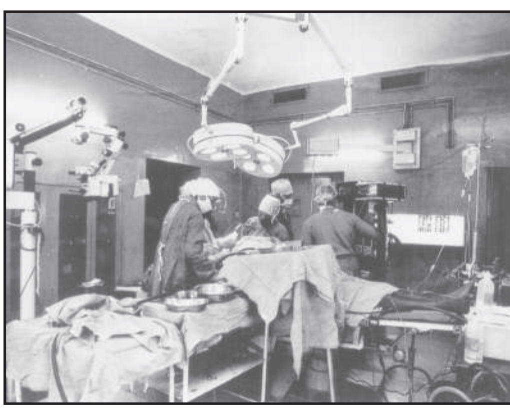

দৃশ্যপঠগুলো আলোচনা করো কী ধরনের বিভিন্নতা এবং অসাম্যতা তারা তুলে ধরে?

কাজ -২

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নিরীক্ষণ জরিপ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ধারণা দেয় যে শুধুমাত্র ৩১ শতাংশ মানুষ শৌচালয়ের সুযোগ পেয়েছে। সামাজিক অসাম্যের অন্যান্য সূচকগুলোও তুলে ধরো, উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি।

IV

সমাজতত্ত্ব পরিচয় (Introducing Sociology)

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়ে গেছে এবং সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হল সমাজ একটি আন্তঃ সম্পর্কীয় সমষ্টি। ব্যক্তির পছন্দ ও চাকরির বাজারের উপর আমাদের আলোচনা দেখায় যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং ব্যক্তি কীভাবে ইহার দ্বারা চাপ অনুভব করে এবং কিছু মাত্রা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে পারে। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সংস্কৃতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করবে।

সমাজতত্ত্বের কিছু মূল শব্দাবলি এবং ধারণা সমূহের উপরও আলোকপাত করবে যা তোমাদের সমাজ সম্পর্কে ধারণালাভ করতে সমর্থ করে তুলবে। সমাজতত্ত্ব হল মানুষের সমাজজীবনের, গোষ্ঠীর এবং সমাজসমূহের আলোচনা। ইহার বিষয়বস্তু হল সামাজিক জীব হিসাবে আমাদের নিজস্ব আচার-আচরণ।

সমাজতত্ত্ব সর্বপ্রথম এই বিষয়গুলো তুলে ধরছে না। মানুষ যেখানে বাস করে, সেখানের সমাজ ও গোষ্ঠীতে সর্বদা পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিফলন ঘটিয়েছে। সব যুগের এবং সভ্যতার আইনসভার সভ্যরা বা আইন প্রণেতারা, ধর্মীয় শিক্ষকরা এবং দার্শনিকদের লেখা থেকে এটি স্পষ্টত: প্রতীয়মান এই মানবিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের জীবিকা এবং সমাজ সম্পর্কীয় চিন্তা কোনোভাবেই শুধু দার্শনিক ও সমাজচিন্তাবিদ্‌দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা সবাই আমাদের নিজস্ব প্রাত্যহিক জীবন এবং অন্যদের জীবিকা সম্পর্কে, আমাদের নিজস্ব 'সমাজ' সম্পর্কে এবং অন্যদের 'সমাজ' সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। এগুলো হল আমাদের প্রত্যেকদিনের ধারণা বা কল্পনা, আমাদের সাধারণ জ্ঞান, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাঁচি, আমাদের জীবনও বাঁচে। যাই হোক, সমাজ সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্বের পর্যবেক্ষণ ও ধারণা সমাজকে দার্শনিক প্রতিফলন সমূহ এবং সাধারণ জ্ঞান উভয় দিক থেকে আলাদাভাবে তুলে ধরে।

ধর্মীয় চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকদের প্রায়শই পর্যবেক্ষণ হল একটি ভালো সমাজ সম্পর্কে, বাঁচার কাম্যপথ সম্পর্কে এবং মানব আচার আচরণের কোন্‌টি নৈতিক বা অনৈতিক তা সম্পর্কে। সমাজতত্ত্ব ও স্বাভাবিক নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তারা যা হওয়া উচিত শুধু নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের উপর আলোকপাত করে না এর লক্ষ্য হল মানুষ যা অনুসরণ করবে। বাস্তব সমাজে তারা যেভাবে কাজ করে ইহা তার সাথেই যুক্ত। (তৃতীয় অধ্যায়ে তুমি দেখবে ধর্মীয় সমাজতত্ত্ব কিভাবে আধ্যাত্মিক আলোচনা থেকে আলাদা) সমাজে উপর অভিজ্ঞতামূলক আলোচনা যা সমাজতত্ত্ববিদরা করে থাকেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যাই হোক এর অর্থ এই নয় যে সমাজতত্ত্ব মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত নয়। এর একমাত্র অর্থ হল যে যখন একজন সমাজতত্ত্ববিদ সমাজ নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সেই সমাজতত্ত্ববিদ দেখতে চান এবং এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চান যেগুলোর উপর তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ নাও থাকতে পারে। পিটার বার্জার এই বিষয়ে একটি অস্বাভাবিক কিন্তু ফলপ্রসূ তুলনা তুলে ধরেছেন।

যেকোনো রাজনৈতিক বা সামরিক দ্বন্দ্বে বিরোধী পক্ষের গোয়েন্দা বিভাগের দ্বারা খবরাখবর করায়ত্ব করার সুযোগ থাকে। কিন্তু এটাই হল একমাত্র অনুরূপ কারণ যে সুগোয়েন্দা নিরপেক্ষ খবরা খবরের অন্তর্গত। যদি একজন গুপ্তচর বা গোয়েন্দা তার উর্ধ্বতনের আদর্শ এবং লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রিপোর্ট দেয় বা বিবরণ পেশ করে, তবে সেই রিপোর্ট শত্রুর কাছে শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু তা গুপ্তচর বা গোয়েন্দার স্বপক্ষে যাবে ....., যদিও শত্রুপক্ষ তা করায়ত্ত করবে। একইভাবে সমাজতত্ত্ববিদ হলেন প্রকৃত অর্থে একজন গোয়েন্দা। তাঁর কাজ হল একটি নিশ্চিত ভূখণ্ড সম্পর্কে যতটা সম্ভব নিখুঁত রিপোর্ট পেশ করা (বার্জার, ১৯৬৩ ঃ ১৬-১৭)

ইহার অর্থ কি এই যে সমাজতত্ত্ববিদ এর আলোচনার লক্ষ্য সম্পর্কে অথবা সমাজতাত্ত্বিক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে যে গবেষণা কার্য, তার উপর তাদের কোনো সামাজিক দায়িত্ব নেই। সমাজের অন্যান্য নাগরিকের মতো তার অবশ্যই দায়িত্ব আছে। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা কোনো সমাজতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা নয়। এটা হল জীববিজ্ঞানীর মতো যার জীবনবিদ্যার জ্ঞান মারতে বা আরোগ্য লাভ করতে প্রয়োগ করা হয়। এর অর্থ এই নয় যে জীববিজ্ঞানী তাঁর জনসেবার ক্ষেত্রে দায়িত্বমুক্ত। কিন্তু এটি একটি জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্ন নয়।

শুরু থেকেই সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক মন্তব্যসমূহ টীকা সমূহ বা দার্শনিক প্রতিফলণসমূহ বা সাধারণজ্ঞানবিশিষ্ট পর্যবেক্ষণের মতো নয়, সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত নিয়মনীতিতে বাঁধা বা নিয়ন্ত্রিত। ইহার অর্থ হল সমাজতত্ত্ববিদ যে তথ্য বা উপাত্তের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে (প্রকল্পিত) বক্তব্যে পৌঁছায় তা অন্য গবেষকদের সেই গবেষণার ফলাফল পুনরায় মিলিয়ে দেখতে অথবা পুনরায় বিকাশ ঘটাতে অনুমতি প্রদান করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যকে নিয়ে, পরিমাণগত এবং গুণগত গবেষণা নিয়ে সমাজতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য বিতর্ক আছে। আমাদের এর মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে যা প্রাসঙ্গিক তা হল সমাজতত্ত্বে ইহার (সামাজিক ঘটনার) পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ যা অন্যরা (গবেষকরা) নিয়মনীতি অনুসরণ করে মিলিয়ে দেখতে পারবে। পরবর্তী অংশে বা অধ্যায়ে সাধারণ জ্ঞান এবং সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরবো যা আবার সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিসমূহের ভূমিকা, বিধিব্যবস্থা, নিয়মনীতির উপর গুরুত্ব দেবে যাতে সমাজতত্ত্ব তার সমাজের পর্যবেক্ষণের পথ দেখাতে পারে বা পথ নির্দেশ করতে পারে। এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় তোমাকে ওয়াকিবহাল বা সচেতন করবে সমাজতত্ত্ববিদরা কী করে এবং কেমনভাবে তাঁরা সমাজের আলোচনা তুলে ধরেন। সমাজতত্ত্ব এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের সবিস্তার আলোচনা তোমাকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির উপর স্পষ্ট ধারণা দেবে।

V

সমাজতত্ত্ব এবং সাধারণ জ্ঞানের ধারণা (SOCIOLOGY AND COMMON SENSE KNOWLEDGE)

আমরা দেখেছি আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক পর্যবেক্ষণ থেকে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান কেমনভাবে পৃথক। অনুরূপভাবে সাধারণ জ্ঞানের পর্যবেক্ষণ থেকে সমাজতত্ত্ব পৃথক। সাধারণত সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা যাকে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা বলা যায়, তা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। আচার-আচরণের প্রকৃতিগত ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত ধরে-নেওয়ার-উপর, যা একজন আচরণের জন্য প্রাকৃতিক যুক্তিকে বাস্তবিকই চিহ্নিত করতে পারে।

দার্শনিক চিন্তা ও সাধারণ জ্ঞানের পর্যবেক্ষণ এবং ধারণা থেকে এইভাবে সমাজতত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে। এটা সবসময় এমনকি সাধারণভাবে বিবেচনামূলক বা

কাজ - ৩

নীচে দারিদ্রের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা গৃহহীনদের উপর আলোচনা করেছি। অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা করো এবং সেগুলো কীভাবে সমাজ তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক দিক দিয়ে আলোচনা করা যায়, তা ভেবে দেখো।

দূরকল্পনা প্রসূত ফলাফলের দিকে ধাবিত হয় না। কিন্তু একমাত্র গণসংযুক্তির মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করে অর্থপূর্ণ এবং সন্দেহাতীত সংযুক্তিতে পৌঁছান যেতে পারে। শুধুমাত্র বিরল উপায়ে নাটকীয়ভাবে বিচ্ছিন্নতার মধ্যদিয়ে এবং সাধারণত ধাপে ধাপে শ্রীবৃদ্ধিতে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের সুবিকাশ ঘটেছে।

ধারণাসমূহ, পদ্ধতি এবং উপাত্ত সমাজতত্ত্বের প্রধান অংশ, যা সুচারুভাবে নির্দ্বিধায় সমশ্রেণিভুক্ত। এটা সাধারণ জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না। সাধারণ জ্ঞান অপ্রতিফলিত যেহেতু সেটা নিজের উদ্ভব সম্পর্কে প্রশ্নতোলে না। অথবা অন্যভাবে, ইহা নিজেকে জিজ্ঞেস করে না: "আমি কেন এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি?" আমাদের সম্পর্কে, আমাদের যেকোনো বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সমাজতত্ত্ববিদ অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে— কতখানি স্বস্নেহে লালিত পালিত — "ততটাই কি বাস্তবসম্মত?" একটি বৃহত্তর বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার ঐতিহ্য থেকেই সমাজতত্ত্বের প্রশ্নমূলক এবং প্রণালীবদ্ধ বা প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে বা বেরিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী বা ধরনের উপর যে গুরুত্ব বা জোর দেওয়া হয় তা বুঝতে পারবে যদি আমরা সময়ে ফিরে যাই। এবং সামাজিক অবস্থা বা প্রসঙ্গকে বোঝা যা থেকে সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপঠ সমাজতত্ত্ব হিসাবে জন্ম নিয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এসো আমরা সমাজতত্ত্বের গঠনে বৌদ্ধিক ধ্যান-ধারণার ভূমিকা কী তা সংক্ষেপে তুলে ধরি।

ব্যাখ্যা	প্রাকৃতিক	সমাজতাত্ত্বিক
দারিদ্রের	মানুষ গরীব কারণ তারা কাজকে ভয় পায়, 'সমস্যা- জর্জরিত পরিবার' থেকে আসে, ঠিক ঠিক বাজেট তৈরি করতে অসমর্থ, নিম্নমানের বুদ্ধিমত্তা এবং স্থান পরিবর্তনের অনীহা থেকে ভোগে।	শ্রেণি বিভক্ত সমাজে অসাম্য কাঠামো সমসাময়িক দারিদ্র্যের কারণ এবং তারা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যারা নিম্নমানের মজুরি এবং পুরানো অনিয়মিত কাজের কষ্টে ভোগে বা জর্জরিত। (জয়রাম ১৯৮৭)

সন্দেহাতীত সংযোগগুলো?

ভারতবর্ষের অনেক অংশের অন্তর্গত, অনেক সমাজে পর্যায়ক্রমিক বংশধররা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি পিতার কাছ থেকে ছেলের কাছে যায়। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই ধরে নেওয়া হয়। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার না পাওয়ার কথা মনে রেখে ভারত সরকার কার্গিলযুদ্ধের বছরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভারতীয় সৈনিকদের মৃত্যুতে অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ তাঁদের বিধবা স্ত্রীদের কাছে যাবে যাতে তারা পায়।

এই সিদ্ধান্তের অনিচ্ছাকৃত ফল সম্পর্কে সরকার নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারেনি। অনেক বিধবা মহিলাদের তাঁদের স্বামীর ভাইদের (বা দেওর) সঙ্গে জোরপূর্বক বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে স্বামীর ভাই বা (বর্তমান স্বামীরা) বয়সে কিশোর এবং আইনসম্মত বৌদিরা (বর্তমানা স্ত্রী) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা ছিল। এটা করা হয়েছিল যাতে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিপূরণ মৃতুব্যক্তির পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তুমি কী মনে করতে পারো অন্যান্য এই ধরনের সামাজিক কার্যের বা সরকারি সিদ্ধান্তের বা অনিচ্ছাকৃত পরিণতির?

VI

সমাজতত্ত্বের গঠনে বৌদ্ধিক ধ্যান-ধারণা (The Intellectual Ideas that Went into the Making of Sociology)

গোড়ার দিকের ভ্রমণকারীরা, উপনিবেশিক প্রশাসকরা, সমাজতত্ত্ববিদরা এবং সামাজিক নৃতত্ত্ববিদের প্রাক্-আধুনিক সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ সামাজিক গঠন বা Findings এবং প্রাকৃতিক বিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত এবং যাঁরা সমাজগুলিকে বিভিন্নভাগে ভাগ করতে চেয়েছিলেন এবং সামাজিক বিকাশের পর্যায়গুলোর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছিলেন। অনুরূপ বৈশিষ্টগুলো অগাস্ট কোঁত, কালমাক্স এবং হার্বার্ট স্পেনসারের মতো উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকের সমাজতত্ত্ববিদদের লেখনীতে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের সমাজগুলিকে সেই ভিত্তিতে বিভক্ত করার প্রচেস্টা করা হয়েছিল, তা উদাহরণ স্বরূপঃ—

- *প্রাক্-আধুনিক সমাজের প্রকারভেদ যথা শিকারি এবং সংগ্রাহক, মেষপালক এবং কৃষিকার্য, কৃষি সংক্রান্ত এবং অশিল্পায়িত সভ্যতা।*
- *আধুনিক সমাজের স্বরূপ যেমন শিল্পায়িত সমাজসমূহ।*

এই ধরনের বিবর্তনবাদী দর্শন থেকে মনে হয় যে পশ্চিম প্রয়োজন সাপেক্ষভাবেই সবচেয়ে এগিয়ে আছে এবং সভ্য। অ-পাশ্চাত্য সমাজগুলিকে প্রায়শই কম উন্নত এবং বন্য (অসভ্য, অশিক্ষিত) সমাজ হিসাবে দেখা হয়। ভারতীয় উপনিবেশিক অভিজ্ঞতাকে এই আলোকে দেখতে হবে। ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব এই চাপা উত্তেজনাকে প্রতিফলিত করে যা ''ব্রিটিশ উপনিবেশিকবাদের ইতিহাসে এবং ইহার বৌদ্ধিক ও আদর্শগত সাড়া দিতে পিছনের দিকে যেতে হয় ...' (সিং ২০০৪ ঃ ১৯)। সম্ভবত এই ত্রুটির কারণে, ভারতীয় সমাজতত্ত্ব বিশেষভাবে চিন্তাশীল এবং এর প্রয়োগক্ষেত্রে জয়মুখী অভিব্যক্তিকে তুলে ধরে (চৌধুরী ২০০৩)। তুমি ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত হবে, সমাজিক ধারণার সম্পর্কে এবং প্রয়োগিক দিক সম্পর্কে আরো সবিস্তারে জানতে পারবে *সমাজের ধারণা (এন সি ই আর টি ২০০৬)* বই-এ।

জৈব বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের ধারণাগুলি গোড়ার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় একটি প্রাধান্যশীল প্রভাব। সমাজকে একটি জীবিত প্রাণীসত্ত্বার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং এই সকল প্রাণী জীবনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক ভাবে ইহার বৃদ্ধিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। গঠনতন্ত্রের অংশবিশেষের সমষ্টি হিসাবে এইভাবে সমাজকে দেখা, যেখানে প্রত্যেকটি অংশবিশেষ নির্দিষ্টভূমিকা পালন করে এবং পরিবার ও স্কুলের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং কাঠামোসমূহ যথা সামাজিক স্তরবিন্যাসকে প্রভাবিত করে। আমরা এটা উল্লেখ করেছি এখানে কারণ বৌদ্ধিক ধারণা যা সমাজতত্ত্বের গঠনে সাহায্য করেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সমাজতত্ত্ব কীভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতাকে আলোচনা করে।

জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকবর্তিকা, সপ্তদশ এবং অস্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে ইউরোপের বৌদ্ধিক আন্দোলন, যুক্তি এভং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের উপর জোর দিয়েছিল। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের বিরাট অগ্রগতিও হয়েছিল এবং উত্তরোত্তর দৃঢ় প্রত্যয় বা বিশ্বাস জন্ম নেয় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি সমূহ মানবিক বিষয়ের আলোচনায় প্রসার বা সংযোগ ঘটানো যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, দারিদ্রতাকে যথা সম্ভব 'প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ঘটনা' হিসাবে দেখা হয়, মানুষের অজ্ঞতা অথবা শোষণের কারণে 'সামাজিক সমস্যারূপে' দেখা শুরু হয়েছিল।

যাই হোক, দারিদ্রতাকে আলোচনা ও প্রতিবিধান বা প্রতিকার করা যেতে পারে। ইহা আলোচনার একটি পথ হল সামাজিক সমীক্ষা যা এই প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানবিক ঘটনাগুলো বিভাজ্যকরণ এবং পরিমাপ করা যেতে পারে। পঞ্চম অধ্যায়ে সামাজিক

সমীক্ষা বা সর্বেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আধুনিককালের গোড়ার দিকের চিন্তাবিদরা দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করেছিলেন যে সবরকমের সামাজিক প্রতিকূলতার সমাধানে জ্ঞানের প্রগতি শপথ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরাসি পণ্ডিত, অগাস্ট কোঁত্ (১৭৯৪-১৮৫৭), সমাজতত্ত্বের জনক হিসাবে বিবেচিত, বিশ্বাস করতেন যে মানবতার কল্যাণে সমাজতত্ত্ব তার অবদান রাখবে।

VII

পার্থিব বিচার্য বিষয়গুলো যা সমাজতত্ত্বকে গড়ে তুলেছিল

(The Material Issues that Went into the Making of Sociology)

শিল্পবিপ্লব একটি নতুন, অর্থনৈতিক কাজের গতিশীল গঠন- ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রযোগে এবং বহুল পরিমানে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের পিছনে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল চালিকা শক্তি। ধনতন্ত্রবাদ নতুন মনোভাব এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঝুঁকি গ্রহণকারী উদ্যোগীরা এখন ঊর্দ্ধমুখী, ধারাবাহিক লাভের কাজে নিযুক্ত। বাজারগুলো উৎপাদিত জীবনের মূল যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এবং উৎপাদিত দ্রব্য, পরিসেবা ও শ্রম পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়েছে যার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হিসাব দ্বারা নির্ধারিত হয়।

নতুন অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে আলাদা যা থেকে ইহা পরিবর্তিত হয়েছিল। ইংল্যান্ড ছিল শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। শিল্পায়ন কতখানি সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এনেছে তা বুঝতে হবে প্রাক্ শিল্পযুগের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন থেকে। শিল্পায়নের আগে কৃষি এবং বস্ত্রশিল্প ছিল ব্রিটিশদের প্রধান পেশা। বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করত। আমাদের নিজেদের ভারতীয় গ্রামগুলির মতো কৃষক এবং ভূমি মালিক, কামার এবং চামারকর্মী, তাঁতি এবং কুমার, মেষ পালক, চা, শরবত ও মদের ভাঁটিকার বা চোলাইকার ছিল। সমাজ ছিল ছোটো বা ক্ষুদ্র। ইহা ছিল ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যস্ত, যা বলতে গেলে, বিভিন্ন লোকের মর্যাদা এবং শ্রেণিগত অবস্থান স্পষ্টত

সংজ্ঞায়িত ছিল। সব গতানুতিক সমাজের মতো এটাকেই ঘনিষ্ঠ মিথস্ক্রিয়ার আন্ত:ক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। শিল্পায়নের সাথে সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলোও পরিবর্তিত হয়েছে।

নতুন শৃঙ্খলার সবচেয়ে মৌলিক দিকগুলি হল শ্রমের মর্যাদার হ্রাস বা হানি করা। পরিবার, গ্রাম এবং গিল্ডের নিরাপত্তামূলক এক্তিয়ার থেকে কাজকে আলাদা করা। প্রগতিশীল এবং সংরক্ষণশীল উভয় চিন্তাবিদরা দক্ষ কারিগর বা হস্তশিল্পীর জন্য নয়, সাধারণ শ্রমিকদের মর্যাদার পতনে আতঙ্কিত হয়েছিলেন।

নগরকেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিল এবং ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ইহার অর্থ এই নয় যে ঐ সময়ে মহানগরীগুলো ছিল না। কিন্তু শিল্পায়নের পূর্বে তাদের চরিত্র ছিল আলাদা। শিল্পকেন্দ্রিক শহরগুলো সম্পন্ন নতুন ধরনের নগরবিশ্বের জন্ম দিয়েছিল। এটা ভুসা বা ঝুল মাখান ঝুলকালি মাখানো বেজায় নোংরা কারখানা দ্বারা।

অতিমাত্রায় ভিড় করা নতুন শিল্প শ্রমিকদের বস্তি দ্বারা নিম্নমানের শৌচালয় এবং সাধারণ জঘন্য, বিবর্ণ ও দারিদ্র পীড়িত অবস্থার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। ইহা নতুন ধরনের সামাজিক আন্তঃ ক্রিয়ার দ্বারাও চিহ্নিত ছিল।

পরের পাতায় হিন্দি সিনেমার গান শহরের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং পার্থিব উভয় দিকগুলি করায়ত্ত করে নিয়েছে।

সিনেমা সি আই ডি ১৯৫৬ থেকে :—

অ্যায়ে দিল হ্যায় মুসকিল জিনা ইয়াহা
জরা হট্ কে, জরা বাচ কে, ইয়ে
হ্যায় বোম্বে মেরী জান
কাহিন বিল্ডিং কাহিন ট্রাম,
কাইন মোটর, কাহিন মিল,
মিলতা হ্যায় ইহান সাব কুচ ইক মিলতা

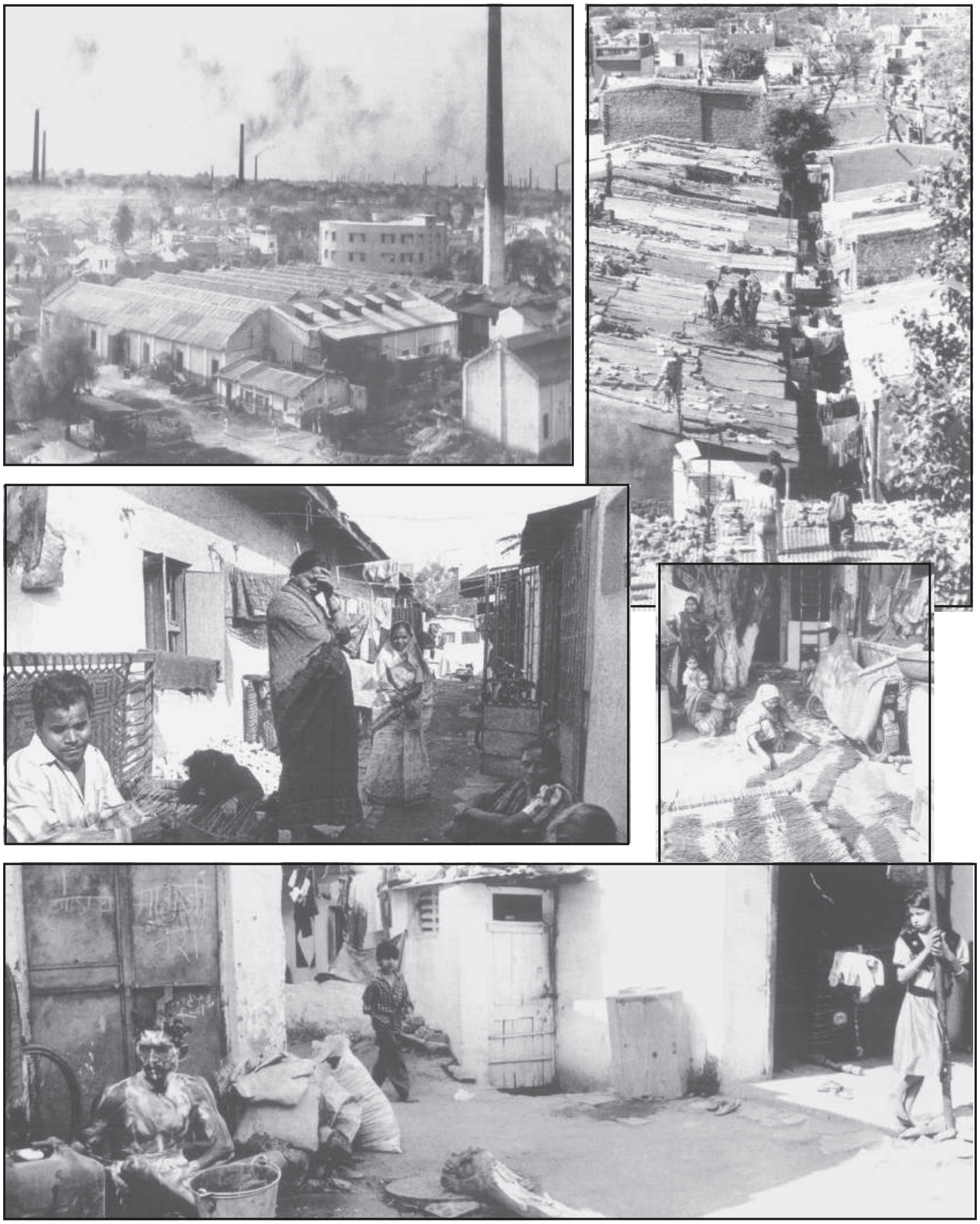

শ্রমিক শ্রেণির প্রতিবেশি থেকে বস্তি অঞ্চলগুলো পর্যন্ত।

নাইন দিল
ইনসান কা নাহিন কাহিন নাম-ও-
নিশান
কাইন সাত্তা, কাইন পাত্তা কাইন চোরি
কোহিন রেস
কাহিন ডাকা, কাহিন পাশ, কাহিন
ঠোকার কাইন ঠেস
বেকারো কে হ্যায় কৈ কাম ইয়েন
বেজার কো আবারা ইয়ান খেতে হ্যায় হ্যায়
খুড খাতে গালে সোবকে খাহে ইসকো বিসনেস
এক চিজ কে হ্যায় কৈ নাম ইয়ান
গীতা বুড়া দুনিয়া হো হ্যায় কেহেতো
অ্যায়সা বোলা তু না ব্যান
যো হ্যায় কোর্তা হো হ্যায় বার্তা হ্যায়
ইয়ানকা ইয়ে চলন

একই বক্তব্যের শব্দান্তরে প্রকাশ :

প্রিয় হৃদয়, জীবন এখানে বড়োই কঠিন, তুমি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে, তুমি কোথায় যাচ্ছো, যদি তুমি তোমাকে রক্ষা করতে চাও, আমার প্রিয়! এটা হল বোম্বে! তুমি অট্টালিকা দেখবে, তুমি ট্রাম দেখবে, তুমি মোটর গাড়ি দেখবে, তুমি মিল বা কারখানা দেখবে, তুমি এখানে মানবহৃদয় ছাড়া সবকিছু দেখবে। এখানে মানবিকতার কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ নেই। সুতরাং এখানে যা কিছু করা হয় সবই অর্থহীন এটা হয় ক্ষমতা বা অর্থ, বা চুরি বা প্রতারণা বা ঠকান। ভবঘুরে বা যাযাবর ব্যক্তির মতো গৃহহীন উপহাস বা বিদ্রূপের জীবন, কিন্তু তারা যখন একে অপরের গলা কেটে চলেছে, একেই বলে ব্যবসা। এই জায়গায় একই কাজকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশদের যন্ত্রচালিত দ্রব্যের বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় হস্তশিল্পীরা ধ্বংস হয়েগিয়েছিল, তাদের প্রসারিত উন্নত দেশীয় শিল্প কারখানাগুলিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়নি। এই হস্তশিল্পীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকেরা বিকল্প জীবিকা হিসাবে মূলত কৃষিকে গ্রহণ করেছিল। (দেশাই : ১৯৭৫ : ৭০)

কাজ - ৪

শিল্পবিপ্লব কতখানি ব্রিটেনকে পূর্বপ্রাধান্যশীল গ্রামীণ সমাজ থেকে নগরসমাজে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছিল তা নোট কর বা টীকা বন্দি কর। এই প্রক্রিয়া কি ভারতের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য বা পরিচয়কে তুলে ধরে? ১৮১০ ঃ শতকরা কুড়ি শতাংশ মানুষ নগরে ও শহরে বাস করে। ১৯১০ ঃ শতকরা আশি শতাংশ মানুষ নগরে ও শহরে বাস করে।

ভারতের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়ার প্রভাব অর্থপূর্ণভাবে আলাদা, শহর কেন্দ্রিক বিকাশ ঘটেছিল, কিন্তু তাও ঘটেছিল ব্রিটিশদের উৎপাদিত মালপত্র প্রবেশের পর, বেশির ভাগ মানুষ কৃষিকার্যে চলে গিয়েছিল।

কারখানা এবং ইহার যান্ত্রিক শ্রমবিভাজনকে স্থানীয় জনসম্প্রদায় পরিবার, কারিগর এবং কৃষকদের ধ্বংস করে দেওয়ার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হয়েছিল। কলকারখানাগুলো অধ্যাবধি শুধুমাত্র ব্যারাক এবং জেলখানা নামে পরিচিত ছিল যা একটি স্থায়ী শৃঙ্খলিত কর্ণেল নেতৃত্বাধীন সৈন্যদলের আদিরূপ বা মূল আদর্শ হিসাবে ধরা যায় বা কল্পনা করা যায়। মার্ক্সের মতো চিন্তাবিদদের মতে, কলকারখানা হল দমনমূলক। তা সত্ত্বেও সম্ভাব্য স্বাধীনতার সুযোগ ছিল। এখানে শ্রমিকরা তুলনামূলক ভালো অবস্থায় যাওয়া জন্যে সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা এবং যৌথভাবে কাজ করার শিক্ষা লাভ করেছিল।

আধুনিক সমাজগুলির আবির্ভাবের আর একটি সূচক হল সাজিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে ঘড়ির সময়ের নব গুরুত্ব। এই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শাব্দিতে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল যেভাবে বেগমাত্রার সঙ্গে কৃষি এবং কারখানায় শ্রমিকরা ব্যাপকহারে গতানুগতিক (পূর্ব আধুনিক) কাজের ধরন থেকে সময় ও ক্যালেন্ডারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তা খুবই আলাদা বা দেখার মতো। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের আগেই কাজের ছন্দ যে সব উপাদানের দ্বারা গঠিত হয়েছিল সেগুলি হল দিবালোকের নির্দিষ্টসময়,

কাজের মধ্যে স্বল্পকালীন ছেদ, এবং অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব অথবা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বাধাসমূহ। কলকারখানার উৎপাদন সময়ের সঙ্গে শ্রমের সামঞ্জস্যবিধানকে নির্দেশ করে ইহা শুরু হয়েছিল যথাসময়ে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্টঘণ্টা ধরে চলত। অধিকন্তু, ঘড়ি কাজের একটি নতুন ত্বড়িত অবস্থা বা জরুরি অবস্থাকে অনুপ্রাণিত করে। নিয়োগকর্তা এবং নিয়োগকারী উভয়ের কাছেই 'সময় হল অর্থ: এটা অতিবাহিত হয় না, কিন্তু খরচ হয়।'

কাজ - ৫

একটি ডাক ও আহ্বান কেন্দ্রে, কলকারখানায় এবং গতানুগতিক গ্রামে কাজ কিভাবে সংগঠিত হয় দেখাও।

কাজ - ৬

ভারতীয় গ্রামের এবং শহরের জীবনযাত্রায় শিল্পায়িত ধনতন্ত্রবাদ কীভাবে পরিবর্তন এনেছিল, তা দেখাও।

VIII

আমরা কেন ইউরোপের সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করব? (WHY SHOULD WE STUDY THE BEGINNING AND GROWTH OF SOCIOLOGY IN EUROPE?)

শিল্পায়ন ও ধনতন্ত্রবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দিতে যখন ইউরোপের সমাজ প্রবল বিক্ষোভপূর্ণ বা আলোড়ণপূর্ণ অবস্থার মধ্যদিয়ে গিয়েছিল, তখন থেকেই সমাজতত্ত্বের বেশিরভাগ বিষয় সমূহ এবং সম্পর্কিত দিকগুলো সময়ের নিরিখে বেশ পুরানো দিনের। বেশির ভাগ বিষয়সমূহ যা তখন তুলে ধরা হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ, নগরায়ণ বা শিল্পকারখানার উৎপাদন, সব আধুনিক সমাজেই সম্পর্কযুক্ত বা প্রাসঙ্গিক, এমনকি যদিও তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ পৃথক বা ভিন্ন হতে পারে। বস্তুত ভারতীয় সমাজ তার উপনিবেশিক অতীত এবং অবিশ্বাস্য বৈচিত্রকে নিয়ে পৃথক বা স্বতন্ত্র বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভারতের সমাজতত্ত্ব এটিকে প্রতিফলিত করে।

যদি এই রকমই হবে, তবে কেন। সেই সময়ের ইউরোপ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে? শুরুতে কেন এইটি প্রাসঙ্গিক? এই উত্তর আপেক্ষিকভাবে সহজ। ভারতীয় হিসাবে আমাদের অতীত ব্রিটিশ ধনতন্ত্রবাদ এবং উপনিবেশিকবাদের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত। পশ্চিমের ধনতন্ত্রবাদ বিশ্বব্যাপী বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য বা অবিচ্ছেদ্য। পরের পাতার বেষ্টনীর মধ্যে অনুচ্ছেদগুলো তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু দুটি সূত্রই এইভাবে দেখায় যে পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্রবাদ বিশ্বে প্রভাব ফেলেছিল। আর কে লক্ষণের মরিশাস ভ্রমণের পূর্ণবিবরণ অতীতের উপনিবেশ ও বিশ্বজগতের উপস্থিতিকে তুলে ধরে।

> এখানে আফ্রিকানরা এবং চীনবাসীরা, বিহারী ডাচরা, পার্শিয়ান এবং তামিলরা, আরবীয়ানরা ফরাসি এবং ইংরেজ সবাই একে অপরের সঙ্গে হাসিখুসির সঙ্গে অতিবাহিত করে চলেছে ... উদাহরণ স্বরূপ, একজন তামিল, যার বিভ্রান্তিকর দক্ষিণ ভারতীয় চেহারা ছিল এবং একটি লোভনীয় নামও ছিল, রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দন, যে প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাজের ছিল। আমি তার সঙ্গে তামিলভাষায় কথা বলি সে আমাকে ভয়ঙ্করভাবে কাটাকাটা বা ছেঁড়া ইংরেজিতে ভারী ফরাসি উচ্চারণভঙ্গীতে প্রত্যুত্তরে অবাক করে দিয়েছে। মিঃ গোবিন্দনের তামিলে কোনো দখল নেই এবং অনেক বছর আগেই তার গলা থেকে তামিল স্বর চলে গেছে (লক্ষণ ২০০৩)।

> **ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজগুলোতে এর বিশ্বময় অসম রূপান্তর**
>
> সপ্তদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে আনুমানিক ২৪ মিলিয়ন আফ্রিকান ক্রিতদাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১১ মিলিয়ন আমেরিকাতে গিয়ে টিকে গিয়েছিল এবং জনসংখ্যার এই বিরাট বিচরণ আধুনিক ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য। তাদেরকে তাদের অস্তিত্ব বহনকারী বাড়ি এবং সংস্কৃতি থেকে টানিয়া সরাইয়া ফেলা হয়েছিল, আতঙ্ক জনক অবস্থায় — বিশ্বময় নির্বাসিত বা দ্বীপান্তরিত করা হয়েছিল এবং ধনতন্ত্রবাদের পরিসেবায় কাজ করতে হয়েছিল। ক্রীতদাসত্ব হল একটি চিত্রানুগ বা স্পষ্ট উদাহরণ, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আধুনিকতার বিকাশে মানুষকে কিভাবে ধরা হয়েছিল। ১৮০০ সালে ক্রীতদাসদের প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই ভারতে ১৮০০ সালে বৃটিশরা চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের জাহাজে করে নিয়েছিল দূর-দূরান্তে বস্ত্র ও চিনি শিল্পের কারখানাগুলো চালিয়ে রাখার জন্য যেমন দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনাম, অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজে, অথবা ফিজি দ্বীপে। ভি. এস নাইপল, একজন মহৎ ইংরেজ লেখক, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তিনি হাজারের মধ্যে একজনের বংশধর, যাদের দূর দূরান্তের দ্বীপে নেওয়া হয়েছিল, যা তাদের কেউ দেখেনি এবং যারা না ফিরতে পেরে মারা গিয়েছিল।

IX

ভারতে সমাজতত্ত্বের বিকাশ

(THE GROWTH OF SOCIOLOGY IN INDIA)

আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ এবং শিল্পায়নের অপরিহার্য অঙ্গা হল উপনিবেশিকবাদ। ধনতন্ত্রবাদ এবং আধুনিক সমাজের অন্যান্যদিকগুলোর উপর পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদদের লেখাগুলো এই কারণে ভারতের সামাজিক পরিবর্তনকে বুঝতে প্রাসঙ্গিক। তা সত্ত্বেও আমরা যেহেতু নগরায়ণের প্রসঙ্গে দেখেছি, উপনিবেশিকবাদ নির্দেশ করে যে ভারতে শিল্পায়নের প্রভাব পাশ্চাত্যের মতো একইভাবে প্রয়োজন মেটাতে গড়ে ওঠেনি। কার্লমাক্সের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবের উপর মন্তব্য এই পার্থক্যকে তুলে ধরে।

> *ভারত বিশ্বের জন্য বস্ত্রশিল্প উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মশালা বা কারখানা, স্মরণাতীতকাল থেকে এখনো পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সাথে তুলাযন্ত্রের পণ্যদ্রব্যে প্লাবিত বা সমৃদ্ধ করেছে। তার নিজস্ব উৎপাদন পরে ইংল্যান্ড থেকে বাদ পড়েছে, অথবা সবচেয়ে নির্মম বা অমানবিক শর্তে অংশগ্রহণ করেছে মাত্র, ব্রিটিশ উৎপাদন ছোটো ও নামমাত্র পরিসরে তার দায়িত্ব পালন করেছিল, যাতে একদা সুপ্রসিদ্ধ দেশীয় কাপড় শিল্পের ধ্বংস তাড়াতাড়ি নেমে আসে। (মার্ক্স ১৮৫৩ উল্লেখিত দেশাই ১৯৭৫)*

ভারতীয় সমাজের উপর পাশ্চাত্যের লেখনী ও ভাবনার সাথে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের যোগাযোগ যে ছিল, তা সবসময় সত্য নয়। এই ধারণাগুলো উপনিবেশিক অফিসার এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিত উভয়ের বর্ণনা বা বিচার বিশ্লেষণে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকের মতে ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্যে সমাজের বিপরীত ছিল । আমরা এখানে শুধু একটি উদাহরণ তুলে ধরেছি যেভাবে ভারতীয় গ্রামকে অপরিবর্তনীয় হিসাবে বোঝানো হয়েছিল এবং প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছিল বা বর্ণনা করা হয়েছিল।

সমসাময়িক ভিক্টোরিয়ান বিবর্তনবাদী ধারণা মনে রেখে, পাশ্চাত্যের লেখকরা "সমাজের শৈশবতা" বলে উল্লেখ করে ভারতীয় গ্রামকে একটি কিছুর অবশিষ্ট অতিসামান্য পরিমান টুকরো বা সংখ্যা অথবা টিকে থাকা হিসাবে দেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দিতে তারা ভারতকে ইউরোপীয় সমাজের অতীত হিসাবে দেখেছিল।

অধিকন্তু, ভারতের মতো উপনিবেশিক উত্তরাধিকারী দেশগুলিতে একটি অন্যতম প্রামাণ্য বা সাক্ষি হল প্রায়ই সামাজিক নৃতত্ব এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা হয় । একটি গৃহীত আদর্শ পাঠ্যপুস্তকে সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা হল, "মানবিক গোষ্ঠী ও সমাজের আলোচনা, যা নির্দিষ্ট ভাবে শিল্পায়িত বিশ্বের বিশ্লেষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়" (গিডেনস ২০০১ ঃ ৬৯৯)। সামাজিক নৃতত্ত্বের একটি আদর্শ পাশ্চাত্যের সংজ্ঞা হবে অপাশ্চাত্য সরল সমাজের অধ্যয়ন এবং তাই "অন্যান্য" সংস্কৃতির আলোচনা। ভারতে এই গল্প সম্পূর্ণ আলাদা। এম এন শ্রীনিবাস দুঃখজনক মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন :

> *ভারতের মতো দেশে, তার আয়তন ও বৈচিত্যতার সাথে আঞ্চলিকতা, ভাষাগত, ধর্মগত, অঞ্চলগত, গোষ্ঠীগত (জাতিগোষ্ঠী সহ), এবং গ্রামও শহরের আয়তনের মধ্যে, দশসহস্র বা অসংখ্য 'অন্যান্য .... পার্থক্য আছে।' একটি সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যে যেমন ভারতে, 'অন্যান্য' আক্ষরিক অর্থে অপ্রত্যাশিত বিরোধীতা করা বা অবতীর্ণ হওয়া পরবর্তী প্রবেশদ্বার... (শ্রীনিবাস ১৯৬৬ ঃ ২০৫)।*

অধিকন্তু, ভারতে সামাজিক নৃতত্ত্ব ধীরে ধীরে আদিম মানুষদের প্রাক্ পেশার আলোচনা থেকে শুরু করে কৃষকদের, জাতিগত গোষ্ঠীর,সামাজিক শ্রেণির, প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো এবং দিকগুলো, আধুনিক শিল্পায়িত সমাজের আলোচনা পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের মধ্যে কোন অনমনীয় বিভাজ্যতা অবস্থান করে না, পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এই দুই বিষয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত: আধুনিক ও গতানুগতিক ভারতের গ্রাম ও মহানগরী বা রাজধানীর প্রকৃত বৈচিত্রকে এই কারণে বর্ণনা করে বা তুলে ধরে।

X

সমাজতত্ত্বের পরিধি এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গো ইহার সম্পর্ক

(The Scope of Sociology and its Relationship to other Social Science Disciplines)

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ইহা সামাজিক কর্মীদের মধ্যে বা ব্যক্তিদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া বা মিথঃস্ক্রিয়ার আলোচনায় আলোকপাত করে, যেমন দোকানদারের সঙ্গো ক্রেতার, শিক্ষকদের সঙ্গো ছাত্রদের, দুই বন্ধুর মধ্যে বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। অনুরূপভাবে জাতীয় বিষয়গুলি যেমন বেকারি বা বেকারত্ব, বা জাতিগত দ্বন্দ্ব, অথবা গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা, বা উপজাতি জনগণের বনজসম্পদের উপর অধিকার সম্পর্কে রাজ্যনীতির প্রভাব, ইত্যাদির উপর আলোকপাত করতে পারে। অথবা বিশ্বময় সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি যেমন শ্রমিক শ্রেণির উপর নতুন নমনীয় শ্রম আইনগুলোর প্রভাব, অথবা যুবশক্তির উপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব, অথবা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ ইত্যাদির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারে। সমাজতত্ত্ব বিষয়টি যা সংজ্ঞা দেয় শুধুমাত্র তাকেই আলোচনা করে না (যথা পরিবার, ব্যবসায়ীদের সংগঠন বা গ্রামগুলো) কিন্তু কেমন করে একটি নির্বাচিত ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে। সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে একটি বিজ্ঞান, যার মধ্যে নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসও অন্তর্গত। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিভেদরেখাগুলো পরিস্কার নয় এবং সবাই একটি নির্দিষ্টঅংশের সাধারণ স্বার্থের মাত্রা, ধারণাসমূহ এবং পদ্ধতি সমূহ দেওয়া নেওয়া করে। এটা বোঝা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ যে বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে পার্থক্য কিছুটা দূর পর্যন্ত অবাধ বা সার্বভৌম এবং নীতি বা আচার আচারণে অত্যন্ত অনুদার

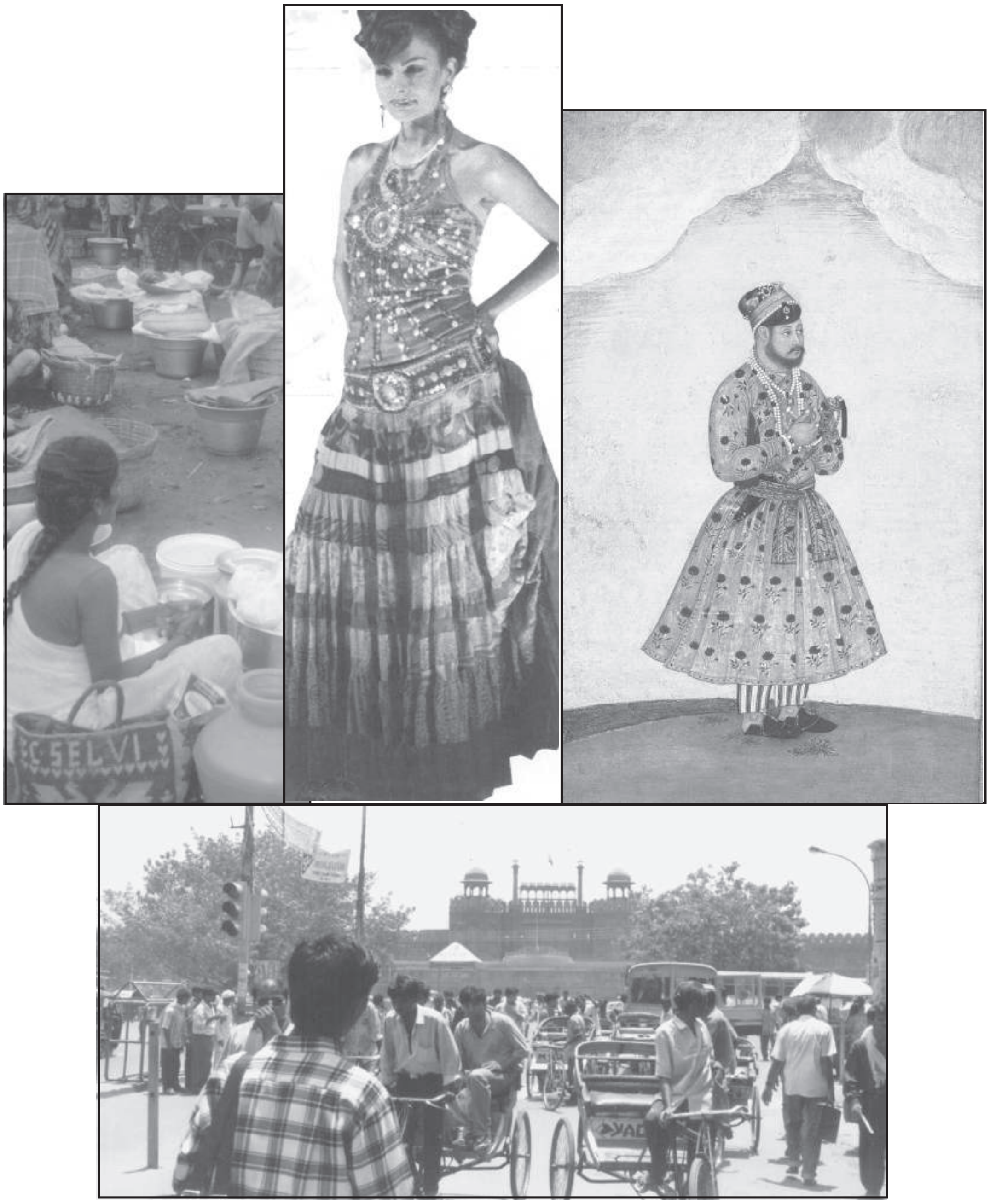

তুমি কেমনভাবে চিন্তা করো ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি পোশাক/ফ্যাশান ঢং বা কায়দা, বাজারস্থান এবং নগর পথের উপর আলোচনা করবে তা বিবৃত করো।

বা সংরক্ষণশীল। সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে সম্পর্ককে পৃথক করে দেখানোর জন্যে পার্থক্যকে অতিরঞ্জিত করতে হয় এবং সাদৃশ্যগুলো আরো উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে হয়। অধিকন্তু, নারীবাদী তত্ত্বসমূহে বিজ্ঞানগুলোর অন্তঃসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ কেমনভাবে পারিবারিক সমাজতত্ত্বের সাহায্য ছাড়া অথবা লিঙ্গ সংক্রান্ত শ্রমবিভাজন ছাড়া রাষ্টবিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে লিঙ্গ সংক্রান্ত ভূমিকা ও তাদের প্রয়োগের উপর আলোচনা করেন।

সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি (Sociology and Economics)

অর্থনীতি হল দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন এবং পরিসেবার আলোচনা। শাশ্বত বা আধুনিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় খাঁটি অর্থনৈতিক চালকের অন্তসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে, মূল্য বা দামের সম্পর্ক, চাহিদা ও যোগান, অর্থের প্রবাহ বা ধারা উৎপাদিত ও অনুমোদিত দ্রব্যের অনুপাত এবং অনুরূপ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। গতানুগতিক অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে বা উৎসবিন্দুতে 'অর্থনৈতিক কার্যকে' সংকীর্ণ অর্থে বোঝা হয়েছে। যেমন সমাজে -দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের ও সেবার বণ্টন। অর্থনীতিবিদরা, যাঁরা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে মালিকানার বৃহত্তম কাঠামো এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের সম্পর্কের মধ্যে বোঝার চেষ্টা করেন। যাই হোক, সম্পূর্ণ নির্ভুল বা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক আচরণের জন্য আইন গঠন করাই হল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রাধান্যশীল ঝোঁক বা প্রবণতার লক্ষ্য।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক আচরণকে একটি বৃহত্তর সামাজিক নীতি, মূল্যবোধ, প্রয়োগ এবং

কাজ -৭

- *তুমি কি মনে করো বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনগুলো মানুষের ভোগের ধরনকে প্রভাবিত করে?*
- *তুমি কি মনে করো 'ভারস জীবনের' ধারণার সংস্থা শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে সংজ্ঞায়িত বা সংজ্ঞা দেওয়া যায়?*
- *তুমি কি মনে করো 'ব্যয়' এবং 'জমার' অভ্যাস সংস্কৃতিকভাবে গড় উঠে?*

স্বার্থের প্রেক্ষাপটে দেখে। আইনগত যৌথ সংস্থায় শাখা প্রবন্ধক বা ব্যবস্থাপক এই বিষয়ে সচেতন। বিজ্ঞাপন শিল্পে বৃহত্তর বিনিয়োগগুলি প্রত্যক্ষভাবে ভোগের ধরন এবং জীবনশৈলীর পুনগঠনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গো যুক্ত। অর্থনীতিতে যে ঝোঁক যেমন নারীবাদী অর্থনীতি উৎসবিন্দুকে বিস্তীর্ণ বা প্রশস্ত করে, লিঙ্গাকে সমাজের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠিত নীতি হিসাবে তুলে ধরে। উদাহরণ স্বরূপ, বাড়ির মধ্যেকার কাজ কিভাবে বাইরের জগতের উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গো যুক্ত, তা তারা দেখার চেষ্টা করে।

অর্থনীতিতে সংজ্ঞায়িত পরিধি উন্নতমানের উৎসকেন্দ্র, সঙ্গাতিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসাবে এর বিকাশকে সহজতর করতে সাহায্য করেছিল। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা প্রায়শই অর্থনীতিবিদদের তাদের পরিভাষার স্পষ্টতা বা নির্ভুলতার জন্য এবং তাদের পরিমাপের যথার্থতার জন্য ঈর্ষা করে। তাদের তাত্ত্বিক কাজের প্রয়োগিক উপদেশগুলির ফলাফলের অনুবাদ করার ক্ষমতা জনমুখী নীতিগুলোর অর্থ প্রকাশ করে। তথাপি অর্থনীতিবিদ বা ভবিষ্যতবাণী করতে পারেন না কারণ ব্যক্তিগত আচরণ, সংস্কৃতিক নীতিসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানিক বাধাকে অবহেলা করেন যা সমাজতত্ত্ববিদরা তাদের আলোচনায় রাখেন।

Pierre Bourdieu লিখেছিলেন ১৯৯৮ *সালে একটি সত্য অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সর্বাগ্রে অর্থনীতির*

Do y
actua
consu

Do yo
defin
econo

Do y
'savir
forme

দাম বা মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে শুধুমাত্র যৌথ সংস্থার ব্যয়ের দিকে নয়, অপরাধসমূহ, আত্মহত্যা এবং আরো অনেক কিছুর উপর লক্ষ্য রাখবে।

আমাদের একটি সুখের অর্থনীতিকে এগিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যা সব লভ্যাংশের উপর হিসাব রাখবে, ব্যক্তিগত এবং যৌথ, পার্থিব এবং প্রতীকমূলক, কাজের সঙ্গে সংযুক্ত (যেমন নিরাপত্তা), এবং পার্থিব এবং প্রতীকমূলক মূল্য অকাজের সঙ্গে সংযুক্ত অথবা অনিশ্চিত নিরাপত্তাহীন নিয়োগ (উদাহরণ স্বরূপ ঔষধের ব্যবহার বা খরচ ঃ ফ্রান্স স্নায়ুর উত্তেজনা শান্ত করার জন্য এবং নিদ্রা যাবার জন্য ট্রানকুইলাইজার ঔষধ ব্যবহারে বিশ্ব রেকর্ড করেছে), (সুয়েজবার্গের উল্লিখিত ২০০৩)

অর্থনীতির মতো নয়, সমাজতত্ত্ব সাধারণতঃ প্রয়োগমূলক সমাধান দেয় না। কিন্তু এটি প্রশ্নমূলক এবং জটিল প্রেক্ষাপটকে উৎসাহ দেয়। এটি মূল অনুমানগুলোকে প্রশ্ন করতে সাহায্য করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রয়োগিক উপায়ে নয়, বরং ওই উপায়ে প্রশ্নসূচক একটি আলোচনাকে সহজ বা সহজতর করে দেয় কিন্তু লক্ষ্যের সামাজিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই। আধুনিক প্রবণতা হল সমাজতত্ত্বের বৃহত্তর এবং জটিল প্রেক্ষাপট এই উভয় কারণে অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের পুনরুত্থান বা পুনরোদয় দেখা গেছে।

সমাজতত্ত্ব আগের তুলনায় আরো পর্যাপ্ত অথবা পরিচ্ছন্ন সামাজিক অবস্থার বোঝাপড়াকে তুলে ধরে। এটা করা যেতে পারে হয় তো প্রকৃত জ্ঞানের পর্যায়ে অথবা যে ঘটনা কেন ঘটছে তা উন্নতভাবে লাভ করার মাধ্যমে (অন্যভাবে, তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে)।

সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Sociology and Political Science)

অর্থনীতিতে যেমন ঠিক সেইভাবে সমাজতত্ত্ব ও রাষ্টবিজ্ঞানের মধ্যে পদ্ধতিবিদ্যা এবং প্রেক্ষাপটের উত্তরোত্তর আন্তক্রিয়া দেখা গেছে। গতানুগতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাথমিকভাবে দুটি উপাদানের উপর আলোকপাত করেছিলঃ রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কোনো শাখাই রাজনৈতিক আচরণের ব্যাপক যোগাযোগের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাত্ত্বিক অংশটি সাধারণতঃ সরকারের উপর ধারণাগুলির আলোকপাত করে। প্লেটো থেকে মার্ক্স পর্যন্ত, যদিও প্রশাসনিক পাঠ্যক্রমগুলো বাস্তব ঘটনাক্রমের চেয়ে সরকারের বিধিবদ্ধ কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজতত্ত্ব সমাজের সবদিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে একান্তভাবে নিয়োজিত বা অনুরক্ত, যেখানে গতানুগতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্ষমতার আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ যা বিধিবদ্ধ সংগঠনে বাস্তবায়িত। সমাজতত্ত্ব সরকারের মধ্যেকার প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তঃ সম্পর্কগুলির উপর জোর দেয়, যেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকারের মধ্যেকার প্রক্রিয়াগুলির উপর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

যাইহোক, সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সাথে দীর্ঘদিন ধরে একই বিষয়ের উপর গবেষণা চালিয়ে গেছে। ম্যাক্স ওয়েবারের মতো সমাজতত্ত্ববিদরা রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব নামে চিহ্নিত বিষয়ে কাজ করেছিলেন। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে উত্তরোত্তরভাবে মূল রাজনৈতিক আচরণের উপর অনেক কাজ হয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিককালের ভারতীয় নির্বাচনে ভোটাধিকারের রাজনৈতিক ধরনের ব্যপকতা লক্ষ্য করা

কাজ -৮

আলোচনার বিভিন্ন রূপগুলি তুলে ধরো যেগুলো শেষ সাধারণ নির্বাচনকালে পরিচালন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে তুমি সম্ভবতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাবে। কেমনভাবে বিষয়গুলো আন্তঃক্রিয়া করে এবং একে অপরের উপর পারস্পরিকভাবে প্রভাব ফেলে, তা আলোচনা করো।

গেছে। রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যপদ, সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থনের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি, রাজনীতিতে লিঙ্গের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাস (Sociology and History)

ঐতিহাসিকরা নিয়মমাফিকভাবে বেশিরভাগ অতীতকে নিয়ে আলোচনা করেন, সমাজতত্ত্ববিদরা সমসাময়িক বা আধুনিক সময়কে নিয়ে আলোচনা করতে অনেক বেশী কৌতূহলী বা মনোযোগী। আগের ঐতিহাসিকরা বাস্তব ঘটনাগুলো, যা কেমনভাবে ঘটেছে, তা তুলে ধরার মধ্যে পরিতৃপ্ত ছিলেন, আর সমাজতত্ত্বে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কেন্দ্রবিন্দু।

ইতিহাস মূর্ত বা বাস্তব পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে, অন্যদিকে সমাজতত্ত্ববিদ অনেক বেশি মূর্ত-বাস্তবের চেয়ে বিমূর্ত, শ্রেণিবিভক্ত এবং সাধারণসূত্র নিয়ে আলোচনা করে। আজকের ঐতিহাসিকরা সমানভাবে তাঁদের বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও ধারণা ব্যবহার করে।

গতানুগতিক ইতিহাস হল যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ-রাজাদের উপর আলোচনা। ঐতিহাসিকরা ভূমিসম্পর্ক বা পরিবারের মধ্যে লিঙ্গ সম্পর্ককে নিয়ে তুলনামূলক কম আলোচনা করেছেন যা কম জাঁকজমক পূর্ণ ও কম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী আকর্ষণীয় ঘটনা। কিন্তু সমাজতত্ত্ব এই সব বিষয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছে। যাই হোক আজকের ইতিহাস অনেক বেশি সমাজতাত্ত্বিক এবং সামাজিক ইতিহাস হল ইতিহাসের উপাদান। এটি শাসকদের ভূমিকা, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজতন্ত্রের চেয়ে সামাজিক ধরন, লিঙ্গ সম্পর্ক, লোকনীতি, প্রথা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর আলোচনা করে।

> **কাজ-৯**
>
> *খুঁজে বের করো কীভাবে ঐতিহাসিকরা শিল্পের ইতিহাস, ক্রিকেটের ইতিহাস, পরিধেয় বস্ত্র এবং ফ্যাশনের ইতিহাস, স্থাপত্যশিল্প এবং আবাসন শৈলীর ইতিহাস লিখেছিলেন।*

সমাজতত্ত্ব এবং মনোবিদ্যা (Sociology and Psychology)

মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান হিসাবে প্রায়শই সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিকে নিয়ে সম্পর্কিত। এটি ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষা, প্রেরণা এবং স্মৃতি, স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়ার সময়, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভীতি নিয়ে আলোচনা করতে বেশি মনোযোগ দেয়। সামাজিক মনোবিদ্যা, যা সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সেতু বন্ধন করে, প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিকে নিয়ে মনোনিবেশ করে, কিন্তু ব্যক্তি যেভাবে তার সামাজিক গোষ্ঠি ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌথভাবে আচার আচরণ করে তাকে নিয়েও আলোচনা করে।

সমাজতত্ত্ব সমাজের সংগঠিত আচার -আচরণকে তুলে ধরার চেষ্টা করে, যাতে করে সমাজের বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র, তাদের পরিবার ও আত্মীয়তার কাঠামো, তাদের সংস্কৃতি, নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। এটা তুলে ধরা দরকার যে ডুর্কহেইম যিনি সমাজতত্ত্বের পরিধি এবং পদ্ধতিবিদ্যার পরিষ্কার সম্পর্ক তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর সুপরিচিত আত্মহত্যা তত্ত্বের আলোচনা রেখেছিলেন যেখানে পরিসংখ্যান দিয়ে এই সব ব্যক্তিদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছিলেন যারা আত্মহত্যা করেছে বা করার চেষ্টা করেছে।

Activity 9

Find out how historians have
written about the history of art, of

সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ব (Sociology and Social Anthropology)

বেশিরভাগ দেশে প্রত্মবিদ্যা, দৈহিকনৃতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ভাষাবিদ্যার অনেক শাখা, এবং "সরল সমাজের" জীবনের প্রায় সবদিকের আলোচনা নিয়ে নৃতত্ব গড়ে উঠেছে। এখানে আমাদের আলোচিত বিষয় হল সামাজিক নৃতত্ব এবং সাংস্কৃতিক নৃতত্ব, যা সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সমাজতত্ত্ব আধুনিক, জটিল সমাজগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে সামাজিক নৃতত্ত্ব সরল সমাজগুলোকে তুলে ধরে।

আমরা আগেই দেখেছি যে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি নিজস্ব ইতিহাস বা জীবনকথা আছে। সামাজিক নৃতত্ব এক সময়ে পশ্চিমে গড়ে উঠেছিল যখন ইহার অর্থ ছিল যে পাশ্চাত্যের অনুশীলনে দক্ষ-সামাজিক নৃতত্ত্ববিদরা অ-ইউরোপীয় সমাজগুলোকে অসভ্য, নির্মম, এবং উদ্ভট হিসাবে চিন্তা করেছিল। যারা আলোচনা করছে আর যারা আগে আলোচনা করেছিল এই দুয়ের মধ্যে অসম সম্পর্ক আগে উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আমরা যেহেতু 'দেশীয়' অর্থে ভারতীয় বা সুদানীজ, বা নাগা বা সাঁওতাল যারা এখন নিজেদের ভাষায় কথা বলে এবং নিজেদের সমাজের উপর লেখালিখি করে। অতীতের নৃতত্ত্ববিদরা সরল সমাজের উপর বিস্তারিতভাবে নথি তৈরি করেছেন যা আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত গঠন প্রণালীকে তুলে ধরে। বাস্তবে তাঁরা সবসময় ঐসমাজগুলোকে পাশ্চাত্যের আধুনিক মডেল সমাজের, যা বিশেষভাবে উচ্চতাসূচক তীরচিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত, তুলনা করে চলেছেন।

অন্যান্য পরিবর্তনগুলো সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রকৃতিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে। আধুনিকতা, যা আমরা দেখেছি, এমন এক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যেখানে বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়াগুলো ছোটো গ্রামগুলোর উপরও প্রভাব ফেলেছিল। সবচেয়ে প্রতীয়মান উদাহরণ হল উপনিবেশিক বাদ। ব্রিটিশ উপনিবেশিক বাদের সময়ে বেশিরভাগ বিচ্ছিন্ন ভারতীয় গ্রামে দেখা গিয়েছিল যে, ভূমি আইন ও প্রশাসনিক পরিবর্তন, এর রাজস্ব নির্যাস উদ্বৃত্ত অংশ পরিবর্তিত হয়েছিল, এর শিল্প উৎপাদন ধ্বংস হয়েছিল।

আসামের চা শ্রমিক, যারা চা পাতা তোলে।

কাজ -১০

দেখাও ভারতের সাঁওতাল জনসম্প্রদায়ের শ্রমিকদের পুর্ব-পুরুষরা যাঁরা আসামের চা বাগিচায় কাজ করতেন তারা কোথা থেকে এসেছেন? আসামে কখন চা চাষ আবাদ শুরু হয়েছিল? উপনিবেশিকবাদের আগে ব্রিটিশরা কি চা পান করতেন?

সমসাময়িক বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়াগুলোর আবার প্রবণতা বা ঝোঁক হল 'পৃথিবীর সঙ্কুচিত অবস্থা বা রূপ'। সরল সমাজের উপর আলোচনার ধারণা এইজন্য ছিল, কেননা সেটা আবদ্ধ ছিল। আমরা জানি আজকের দিনে এটার দরকার নেই।

সামাজিক নৃতত্ত্বে সরল, নিরক্ষর সমাজের গতানুগতিক আলোচনায় এই বিজ্ঞানের বিষয়সূচি ও পাঠ্যসূচির উপর একটি ব্যাপক প্রভাব ছিল। সামাজিক নৃতত্ত্ব সমাজকে (সরল সমাজগুলোকে) সামগ্রিক অংশ ধরে নিয়েই এটার বিভিন্নদিকগুলো নিয়ে আলোচনা জারি রাখতে চায়। যতদূর পর্যন্ত তারা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিল, সেটা এলাকার ভিত্তিতে ছিল, উদাহরণস্বরূপ, আন্দামানদ্বীপ, নিউয়ের বা মেলানেশিয়া। সমাজতত্ত্ববিদরা জটিল সমাজগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশগুলো তুলে ধরে যেমন আমলাতন্ত্র, অথবা ধর্ম বা জাতি ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া যেমন সামাজিক সচলতা।

সামাজিক নৃতত্ত্বে গবেষণা কার্যের ঐতিহ্যগত চরিত্র বর্তমান, জন সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনযাত্রার উপর আলোচনা এবং মানবজাতির বিবরণ সংক্রান্ত গবেষণা পদ্ধতি সমূহ। সমাজতত্ত্ববিদ মূলত নির্ভর করে সমীক্ষা বা সবেক্ষণ পদ্ধতি, এবং পরিসংখ্যান প্রদত্ত গুণগত উপাত্ত এবং প্রশ্নাবলি পদ্ধতির উপর পঞ্চম অধ্যায়ে এই দুই ঐতিহ্যের আরো ব্যাপক আলোচনা তুলে ধরা হবে।

আজকে এই জটিল ও সরল সমাজের পার্থক্যে অনেক বেশি গভীর চিন্তার পুর্নচিন্তার প্রয়োজন ভারতবর্ষ হল গ্রাম ও শহর, জাতি ও উপজাতি, শ্রেণি ও জনসম্প্রদায় সম্বলিত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার জটিল মিশ্রণ। শহর দিল্লির বুকেও গ্রামগুলোর বাসা বাঁধার অধিকার আছে বা অধিকারের সঙ্গে বাস করে। দেশের বিভিন্ন শহর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার খরিদ্দার বা মক্কেলদের আমন্ত্রণ/ ডাক / আহ্বান কেন্দ্রগুলো সেবা করে থাকে।

ভারতীয় সমাজতত্ত্ব উভয় ঐতিহ্যের কাছে অনেক বেশি ঋণী। ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদরা কোনো একটি সংস্কৃতির পরিপেক্ষিতে না করে উভয় দিকদিয়েই আলোচনা করেছেন। আধুনিক ভারতের জটিল পৃথক সমাজগুলোর শহর এবং সামগ্রিকভাবে উপজাতিদের আলোচনা এই উভয় দিক তুলে ধরা হয়েছে।

এটা আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, সরল সমাজের পতনের সাথে সাথে সামাজিক নৃতত্ব তার স্বাতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলবে এবং সমাজতত্ত্বের সাথে মিশে যাবে। যাই হোক, এক্ষেত্রে উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে সার্থক বা ফলপ্রসূ আদান প্রদান ঘটেছে, এবং আজকে পদ্ধতিগুলো ও প্রায়োগিক উপায়গুলো প্রায়ই উভয় বিষয় থেকে নেওয়া হয়। বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্রের উপর নৃতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে, যা সামাজিক নৃতত্বের গতানুগতিক বিষয়বস্তু থেকে খুবই আলাদা। অন্যদিকে, সমাজতত্ত্বও গুণগত ও পরিমাগত প্রায়োগিক উপায়গুলো ব্যবহার করে আধুনিক সমাজের জটিলতাগুলোর ব্যক্তিগত ও সম্পষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষ অর্থে এই আলোচনা জারি রাখবো। ভারতে সমাজতত্ত্বও সামাজিক নৃতত্ত্বের মধ্যে একটি গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

শব্দকোশ

ধনতন্ত্র : বাজারী বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি গঠনতন্ত্র। 'মূলধন' বা 'পুঁজি' বলতে সম্পত্তিকে বোঝায় যার অন্তর্গত হল টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, এবং যন্ত্রপাতি যা বিক্রির জন্য মালপত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় অথবা লাভ করার আশায় বাজারে বিনিয়োগ করে। এই ব্যবস্থাদি সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উৎপাদনের উপায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বান্দ্বিক : পরস্পর বিরোধী সামাজিক শক্তির ক্রিয়া বা অস্তিত্ব, উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং সামাজিক বাধা বা অবরোধ।

অভিজ্ঞতামূলক অনুষ্ঠান বা তদন্ত : একটি উপাত্ত ভিত্তিক অনুসন্ধান যা সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার কোনো ক্ষেত্রে চালানো হয়।

নারীবাদী তত্ত্বগুলি : একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট যাতে সামাজিক বিশ্বের বিশ্লেষণে লিঙ্গগত কেন্দ্রীকতার উপর জোর দেওয়া হয়।

সমষ্টিগত সমাজতত্ত্ব / বৃহত্তর সমাজতত্ত্ব :
সামাজিক গঠনতন্ত্র, অথবা সংগঠন সমূহ ও বৃহত্তর গোষ্ঠীসমূহের আলোচনা।

ব্যক্তিনিষ্ঠ সমাজতত্ত্ব : মুখোমুখি আন্ত:ক্রিয়া বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় মানবিক আচরণের আলোচনা।

সামাজিক বাধা বা অবরোধ :— একটি শব্দ যা সমাজসমূহ বা গোষ্ঠী সমূহের উপাত্তকে নির্দেশ করে যেখানে আমরা একটি অংশ বিশেষ হিসাবে আমাদের আচরণের উপর শর্ত সাপেক্ষে প্রভাব ফেলে থাকি।

মূল্যবোধ :— ধারণা সমূহকে তুলে ধরে যা ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠীসমূহের কাছে কাম্য বা অকাম্য, নায্য বা অনায্য, ভালো অথবা মন্দ। মানবিক সংস্কৃতিতে মূল্যবোধের বিভিন্নতা মূল দিকগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে।

অনুশীলনী

১। সমাজতত্ত্বের উদ্ভব এবং বিকাশের আলোচনা কেন গরুত্বপূর্ণ?

২। 'সমাজ' শব্দটির বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করো। ইহা কেমনভাবে তোমার সাধারণ জ্ঞানের বোঝাপড়া থেকে আলাদা?

৩। আজকে বিষয়গুলোর মধ্যে কীভাবে ব্যাপকহারে দেওয়া নেওয়া চলছে, তা বিবৃত করো।

৪। তুমি, অথবা তোমার বন্ধুরা বা আত্মীয় পরিজনরা যে ব্যক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ, তা চিহ্নিত করো। একটি সমাজতাত্ত্বিক বোঝাপড়া তুলে ধরো।

Readings

Berger, Peter L. 1963. *Invitation to Sociology : A Humanistic Perspective*. Penguin, Harmondsworth.

Bierstedt, Robert. 1970. *Social Order*. Tata Mc. Graw-Hill Publishing Co. Ltd, Mumbai.

Bottomore, Tom. 1962. *Sociology : A Guide to Problems and Literature.* George, Allen and Unwin, London.

Chaudhuri, Maitrayee. 2003. *The Practice of Sociology.* Orient Longman, New Delhi.

Desai, A.R. 1975. *Social Background of Indian Nationalism.* Popular Prakashan, Mumbai.

Dube, S.C. 1977. *Understanding Society : Sociology : The Discipline and its Significance :* Part I. NCERT, New Delhi.

Freeman, James M. 1978. 'Collecting the Life History of an Indian Untouchable', from Vatuk, Sylvia. ed., *American Studies in the Anthropology of India.* Manohar Publishers, Delhi.

Giddens, Anthony. 2001. *Sociology.* Fourth Edition, Polity Press, Cambridge.

Inkeles, Alex. 1964. *What is Sociology? An Introduction to the Discipline and Profession.* Prentice Hall, New Jersey.

Jayaram, N. 1987. *Introductory Sociology*. Macmillan India Ltd, Delhi.

Laxman, R.K. 2003. *The Distorted Mirror*. Penguin, Delhi.

Mills, C. Wright. 1959. *The Sociological Imagination.* Penguin, Harmondsworth.

Singh, Yogendra. 2004. *Ideology and Theory in Indian Sociology.* Rawat Publications, New Delhi.

Srinivas, M.N. 2002. *Village, Caste. Gender and Method : Essays in Indian Social Anthropology.* Oxford University Press, New Delhi.

Swedberg, Richard. 2003. *Principles of Economic Sociology.* Princeton University Press, Princeton and Oxford.

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দাবলী, ধারণাসমূহ এবং সমাজতত্ত্বে তাদের ব্যবহার

(TERMS, CONCEPTS AND THEIR USE IN SOCIOLOGY)

I

ভূমিকা

আগের অধ্যায়টি আমাদের সমাজ ও সমাজতত্ত্ব উভয় ধারণা সম্পর্কেই অবগত করেছে। আমরা দেখেছি যে, সমাজতত্ত্বের প্রধান কাজ হল সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে উদ্ঘাটন করা। আমরা আরও দেখেছি যে ব্যক্তি সমাজে স্বাধীন ভাবে অবস্থান করে না বরং তারা কতগুলো সম্মিলিত সংগঠন যেমন পরিবার, উপজাতি, জাতি, শ্রেণি, বর্গ বা দেশের অংশ। এই অধ্যায়ে আমরা আরও বিভিন্ন বিষয় যেমন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীগুলোর প্রকৃতি, অসাম্যের প্রকৃতি, স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অবস্থান, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি, ব্যক্তির বিভিন্ন ভূমিকা পালন এবং তাদের অধিকৃত মর্যাদা সম্পর্কে ধারণালাভ করব।

অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা সমাজ কীভাবে কাজ করে তা উদ্ঘাটন করব। এটি কি সংহতিপূর্ণ নাকি দ্বন্দ্বময়? মর্যাদা ও ভূমিকা কি নির্দিষ্ট? সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কীভাবে কাজ করে? কী কী ধরনের অসাম্যের অস্তিত্ব রয়েছে? এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায় কেন এগুলো বোঝার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট শব্দ ও ধারণার প্রয়োজন? কেন সমাজতত্ত্বে কিছু বিশেষ শব্দাবলির প্রয়োজন বিশেষত যখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে মর্যাদা ও ভূমিকা বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করি?

কোনো একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেমন ধরা যাক পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা, যা এমন কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে যেগুলো বেশিরভাগ মানুষেরই অজানা এবং যেগুলোর জন্য সাধারণ ভাষায় কোনো শব্দ নেই। সেক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে অবশ্যই কিছু পারিভাষিক শব্দাবলি গঠন করতে হবে। তাসত্ত্বেও, সমাজতত্ত্বে পারিভাষিক শব্দাবলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর বিষয়বস্তু সুপরিচিত এবং এগুলোকে প্রকাশ করার জন্য শব্দ রয়েছে। আমাদের চারপাশে থাকা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমরা এতটাই সুপরিচিত যে আমরা তাদের সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ভাবে দেখতে পারি না। (বার্জার, ১৯৭৬:২৫)। উদাহরণস্বরুপ, আমরা যেহেতু পরিবারের মধ্যে থাকি তাই আমাদের ধারণা হতে পারে যে আমরা পরিবার সম্পর্কে সবকিছু জানি। এক্ষেত্রে এটি সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানকে মিলিয়ে ফেলা বা এক করে ফেলা হবে যে বিষয়টি আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আগের অধ্যায়ে আমরা আরো দেখেছি কীভাবে একটি বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বের একটি জীবন কথা বা ইতিহাস রয়েছে।

আমরা দেখেছি কীভাবে কিছু বস্তুগত ও বৌদ্ধিক ঘটনাক্রম সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার পরিধিকে গঠন করেছে। একইভাবে সমাজতাত্ত্বিক ধারণাগুলোরও বলার মতো কিছু গল্প রয়েছে। অনেক ধারণাই সামাজিক চিন্তাবিদ্‌দের প্রাক আধুনিক থেকে আধুনিক সমাজের পরিবর্তনকে বোঝা ও চিত্রায়িত করার প্রচেষ্টার অপরিহার্য ফলস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতাত্ত্বিকরা পর্যবেক্ষণ করেন যে সরল, ক্ষুদ্র ও প্রাচীন সমাজগুলোকে বেশি নিবিড় ও মুখোমুখি মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন এবং আধুনিক, বৃহৎ সমাজগুলোকে প্রথাগত মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তাই তারা প্রাথমিক ও গৌণগোষ্ঠীর জনসম্প্রদায়, সমাজ ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য করেন। অন্যান্য ধারণা যেমন স্তরবিন্যাস বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সমাজের মধ্যে সুসংগঠিত অসাম্য সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের ভাবনাকে প্রতিফলিত করে।

ধারণাগুলো সমাজের মধ্যেই সৃষ্টি হয়। তবুও সমাজে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী থাকে তেমনি বিভিন্ন ধারণা ও ভাবনাও থাকে। সমাজতত্ত্ব নিজেও বিভিন্ন ভাবে সমাজ এবং আধুনিকতার সাথে সাথে সৃষ্ট সমাজের নাটকীয় পরিবর্তনকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝার চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের সূচনা পর্বেও কীভাবে সমাজসম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ও প্রতিযোগিতামূলক ধারণা ছিল। যেখানে কার্ল মার্ক্সের কাছে সমাজ অধ্যয়নের মূল ধারণা ছিল শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রাম সেখানে দুখাইমের মূল ধারণাটি ছিল সামাজিক সংহতি ও যৌথ বিবেক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতত্ত্ব কাঠামোমূলক কার্যবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় যারা সমাজকে অপরিহার্যভাবে সমন্বয়পূর্ণ মনে করেন। তারা সমাজ ও জীবদেহের তুলনামূলক আলোচনাকে কার্যকরী মনে করেন। তারা দেখান কীভাবে বিভিন্ন অংশ একটি সমগ্রকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কাজ করে। অন্যান্যরা, বিশেষত মার্ক্সের দ্বারা প্রভাবিত দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদেরা সমাজকে অবশ্যম্ভাবী রূপে দ্বন্দ্বময় মনে করেন।

সমাজতত্ত্বে কেউ কেউ মানুষের আচরণকে বোঝার জন্য ব্যক্তি থেকে আলোচনা শুরু করেছেন অর্থাৎ ক্ষুদ্র মিথষ্ক্রিয়ায় আলোকপাত করেছেন। অন্যেরা বৃহৎ কাঠামোগুলো যেমন শ্রেণি, জাতি, বাজার, রাষ্ট্র অথবা সম্প্রদায় থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। মর্যাদা ও ভূমিকার মত ধারণাগুলো ব্যক্তি থেকে শুরু হয়। অপরপক্ষে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা স্তরবিন্যাসের ধারণাগুলো শুরু হয় বৃহত্তর প্রসঙ্গ থেকে যার মধ্যে ইতোমধ্যেই ব্যক্তি অবস্থান করে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমাজতত্ত্বে আলোচিত এই শ্রেণিবিভাগ ও প্রকারভেদগুলো আমাদের বাস্তবকে বোঝার উপকরণ হিসাবে কাজ করে। এগুলো হল সেই চাবিকাঠি যার সাহায্যে সমাজ অধ্যয়নের তালা খোলা যায়। এগুলো আমাদের উপলব্ধির প্রবেশপথ, কিন্তু কোনো চূড়ান্ত উত্তর নয়। কিন্তু যদি সেই চাবিতে মরচে পড়ে, বেঁকে যায়, তালায় না ঢোকে বা জোরে করে ঢোকাতে হয় তবে কী হবে? সেক্ষেত্রে আমাদের এই চাবিটা বদলাতে হবে বা ওরমধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। সমাজতত্ত্বে আমরা বিভিন্ন ধারণা ও বিভাগকে ব্যবহার করি ও সেগুলো সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলি।

অনেক সময়ে একই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা ও ধারণার সহাবস্থান এবং একই সামাজিক সত্ত্বা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অস্বস্তি সৃষ্টি করে, যেমন দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব বনাম কার্যনির্বাহী তত্ত্ব। দৃষ্টিভঙ্গির এই বহুমুখীতা সমাজতত্ত্বে অত্যন্ত বেশি

প্রকট এবং এটি অবধারিত না হলেও বহুক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সমাজ নিজেই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন শব্দাবলি সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় তোমরা দেখবে কীভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায় এবং কীভাবে এই মতপার্থক্য নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা আমাদের সমাজকে বুঝতে সাহায্য করে।

কাজ-১

শ্রেণিকক্ষে আলোচনার যেকোনো একটি বিষয় নির্বাচন কর।

- গণতন্ত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক নাকি বাধাপ্রদানকারী।
- লিঙ্গ সাম্য অধিকতর সংহতিপূর্ণ নাকি বিভাজন পূর্ণ সমাজ গড়ে তোলে।
- দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য শাস্তিপ্রদান নাকি অধিকতর আলোচনা বেশি কার্যকরী।

অন্যান্য এধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা কর। কী ধরনের মতপার্থক্য উঠে আসছে? এগুলো কী একটি ভালো সমাজ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে? এগুলো কী মানব সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে?

II

সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ এবং সমাজ

(SOCIAL GROUPS AND SOCIETY)

সমাজতত্ত্ব হল মানুষের সামাজিক জীবনের অধ্যয়ন। মানবজীবনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানুষ মিথষ্ক্রিয়া করে, মানসিক আদানপ্রদান করে এবং সামাজিক সমষ্টি গঠন করে। সমাজতত্ত্বের তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দুটি আপাত অনুপকারী সত্যকে সামনে আনে। প্রথমটি হল প্রতিটি সমাজেই মানবগোষ্ঠী ও যৌথ জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে তা সে প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক বা আধুনিক এশিয়ান বা ইউরোপিয়ান বা আফ্রিকান যে সমাজই হোক না কেনো। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি সমাজের গোষ্ঠী ও যৌথ জীবনের প্রকৃতি বিভিন্ন।

যেকোনো জনসমাগমই অবশ্যম্ভাবী রূপে জনগোষ্ঠী গঠন করে না। সমষ্টি হল শুধুমাত্র মানুষের সমাবেশ যারা একই সময়ে একই স্থানে রয়েছে কিন্তু পরস্পরের সঙ্গো সুনির্দিষ্ট ভাবে সংযোগহীন। যেমন স্টেশন বা বিমানবন্দরে অপেক্ষারত যাত্রীরা বা সিনেমার দর্শকবৃন্দ এই ধরনের জনসমাবেশের উদাহরণ। এই জনসমাগমকে অনেক সময় বলা হয় কোয়াসি গোষ্ঠী।

এগুলো কী ধরনের গোষ্ঠী?

কোয়াসি গোষ্ঠী হল এমন একটি জনসমষ্টি যাদের কাঠামো বা সংগঠন নেই এবং যাদের সদস্যরা এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে হয় সচেতনই নয় অথবা খুব কম সচেতন। সামাজিক শ্রেণি, মর্যাদা, গোষ্ঠী, বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক গোষ্ঠী, জনতার ভিড় ইত্যাদি হল কোয়সি গোষ্ঠির উদাহরণ। এই উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যায় যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনও কখনও এই কোয়াসি গোষ্ঠীগুলোও সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে। যেমন কোনো জাতি, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের সমবেত দল হিসাবে সংগঠিত নাও হতে পারে, তাদের মধ্যে 'আমরাবোধ' গড়ে উঠা বাকি থাকতে পারে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো শ্রেণি বা জাতি কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি করতে পারে। একইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন-ব্যাপী কলোনিবিরোধী আন্দোলনের ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ সমবেত গোষ্ঠী হয়ে উঠেছে --- একটি দেশ যার অধিবাসীরা একই ইতিহাসের অংশীদার ও যাদের ভবিষ্যতও এক। নারী আন্দোলনের ফলে নারীদের গোষ্ঠি ও নারী সংগঠন সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায় কীভাবে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর উদ্ভব, পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়।

বলা হয় একটি সামাজিক গোষ্ঠির ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে :

ক) ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য স্থায়ী মিথষ্ক্রিয়া।

খ) মিথষ্ক্রিয়ার সুস্থিত প্যাটার্ন বা নমুনা।

গ) অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে অঙ্গীভূত হবার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তির বোধ। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির তার গোষ্ঠী ও সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়মাবলি আচার অনুষ্ঠান ও প্রতীক সম্পর্কে সচেতনতা।

ঘ) সকলের একই স্বার্থ।

ঙ) একই নিয়ম ও মূল্যবোধের সমর্থন।

চ) একটি সংজ্ঞা নির্ধারণযোগ্য কাঠামো।

এখানে সামাজিক কাঠামো বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মধ্যে নিয়মিত ও পুণরাবৃত্তিমূলক মিথষ্ক্রিয়ার পদ্ধতিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সমাজে একটি সামাজিক গোষ্ঠি বলতে ধারাবাহিকভাবে মিথষ্ক্রিয়ারত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে বোঝায়। যাদের স্বার্থ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নিয়মনীতিগুলো সর্বজনীন।

কাজ - ২

প্রতিটি শিরোনামের একটি প্রাসঙ্গিক নাম দাও

জাতি	একটি জাতি বিরোধী আন্দোলন	একটি জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দল
শ্রেণি	একটি শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলন	একটি শ্রেণিভিত্তিক রাজনৈতিক দল
নারী	একটি নারী আন্দোলন	একটি নারী সংগঠন
উপজাতি	একটি উপজাতি আন্দোলন	একটি উপজাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দল
গ্রামবাসী	একটি পরিবেশ আন্দোলন	একটি পরিবেশভিত্তিক সংগঠন

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলোর প্রত্যেকটি সামাজিক গোষ্ঠী কিনা আলোচনা করো। যদি এদের প্রত্যেকটি সামাজিক গোষ্ঠী না হয় তাহলে কী শর্তে এগুলোকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা হবে?

কাজ- ৩

কিশোর বয়সকাল কীরূপ, আলোচনা করো। এটাকি কোনো কোয়াসি গোষ্ঠী নাকি সামাজিক গোষ্ঠী? চিরদিনই কি কিশোর ও কিশোরকাল জীবনের একটি বিশেষ সময় হিসাবে পরিগণিত হত? প্রাচীন সমাজে কিশোরদের যৌবনে উপনীত হওয়াকে কীভাবে চিহ্নিত করা হত? বর্তমান কালে বিপণন নীতি ও বিজ্ঞাপনের ফলে কি এই গোষ্ঠী বা কোয়াসি গোষ্ঠী শক্তিশালী অথবা দুর্বল হয়ে পড়ছে? একটি বিজ্ঞাপনকে চিহ্নিত করো যা কিশোর বা প্রাক্-কিশোরদের লক্ষ্যে তৈরি । স্তরবিন্যাসের অংশটি পড় এবং কীভাবে ধনী ও দরিদ্র, উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি, অবহেলিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির ক্ষেত্রে কৈশোর বিভিন্ন অর্থ বয়ে আনে তা আলোচনা করো।

গোষ্ঠীর প্রকারভেদ (TYPES OF GROUPS)

গোষ্ঠী সম্পর্কে এই অংশটি পড়বার সময় তোমরা দেখবে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করেছেন। একটা বিষয় তোমরা লক্ষ্য করবে যে এই শ্রেণিবিভাজনের একটি নির্দিষ্ট নমুনা আছে। কীভাবে প্রাচীন সমাজ ও আধুনিক সমাজের মানুষ গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে এ-বিষয়কে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মতভেদ দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, তারা প্রাচীন সমাজের নিবিড়, মুখোমুখি মিথষ্ক্রিয়া ও আধুনিক সমাজের নৈর্ব্যক্তিক ও বিচ্ছিন্ন মিথষ্ক্রিয়ার পার্থক্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও এই দু'য়ের পুরোপুরি বৈপরিত্য চিহ্নিতকরণ বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভবত সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

প্রাথমিক ও গৌণ সামাজিক গোষ্ঠী (Primary and Secondary Social Groups)

আমরা যে গোষ্ঠীগুলোতে অবস্থান করি সেগুলো আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। কয়েকটি গোষ্ঠী আমাদের জীবনের বহু দিককে প্রভাবিত করে এবং অন্যান্যদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত যোগস্থাপন করে। প্রাথমিক গোষ্ঠী বলতে বোঝায় একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী যার সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গো মুখোমুখি ও অন্তরঙ্গাভাবে সংযুক্ত এবং যারা পরস্পরের সহযোগী। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একটি একাত্মবোধ থাকে। পরিবার, গ্রাম এবং বন্ধুদের গোষ্ঠী হল প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। গৌণ গোষ্ঠী হল তুলনামূলকভাবে আকারে বড়ো। এদের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ও প্রথাগত সম্পর্ক

এই দুই ধরনের গোষ্ঠীর পার্থক্য কর।

বিদ্যমান। প্রাথমিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তি সম্বন্ধীয়, অপরপক্ষে গৌণ গোষ্ঠী হল লক্ষ্য সম্বন্ধীয়। বিদ্যালয়, সরকারি দফতর, হসপিটাল, ছাত্রসংঘ ইত্যাদি হল গৌণ গোষ্ঠীর উদাহরণ।

সম্প্রদায় এবং সমাজ অথবা সংঘ (Community and Society or Association)

ক্লাসিক্যাল সমাজতাত্ত্বিকদের রচনাকাল থেকেই প্রাচীন চিরাচরিত কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে আধুনিক নাগরিক জীবনযাত্রা ও তাদের সামাজিক সম্পর্কের তুলনা ও বৈপরিত্যমূলক আলোচনা চলে আসছে।

'সম্প্রদায়' বলতে সে সমস্ত মানবিক সম্পর্ক বোঝায় যা ভীষণভাবে ব্যক্তিগত, নিবিড় ও স্থায়ী। যেখানে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে না হলেও অনেকাংশে সংযুক্ত, যেমন পরিবার, প্রকৃত বন্ধুগোষ্ঠী অথবা কোনো গভীর বন্ধনযুক্ত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

'সমাজ' এবং 'সংঘ', 'সম্প্রদায়ে'র ঠিক বিপরীত। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এটি আধুনিক নাগরিক জীবনের আপাত নৈর্ব্যক্তিক, বাহ্যিক ও স্বল্পস্থায়ী সম্পর্ককে বোঝায়। শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য অন্যান্যদের সাথে লেনদেন এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ, হিসেবি ও আত্মস্বার্থমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে পরস্পরকে জানার চেয়ে আমরা চুক্তিপত্র বা এগ্রিমেন্ট তৈরি করি। তোমরা সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রাথমিক গোষ্ঠীর এবং সংঘের সঙ্গে গৌণ গোষ্ঠীর তুলনা বা মিল খুঁজে পাবে।

অন্তর্গোষ্ঠী ও বর্হিগোষ্ঠী (Ingroup and Outgroup)

একাত্মবোধ হল অর্ন্তগোষ্ঠীর পরিচায়ক। এই অনুভূতি 'আমরা' বা 'আমাদের' থেকে 'তারা' বা 'তাদের' পৃথক করে। একই বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে একটি অর্ন্তগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। যারা তাদের বিদ্যালয়ে পড়েনা তাদের পরিপ্রেক্ষিতে। তোমাদের কি এই ধরনের অন্যান্য গোষ্ঠীর কথা মনে আসছে?

অপরপক্ষে বর্হিগোষ্ঠি হল এমন একটি গোষ্ঠী একটি অর্ন্তগোষ্ঠীর সদস্য যার অংশ নয়। বর্হিগোষ্ঠীর সদস্যরা অর্ন্তগোষ্ঠীর সদস্যদের কাছ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ পেতে পারে। প্রচরণকারীদের অনেক ক্ষেত্রে বর্হিগোষ্ঠী ভাবা হয়। যদিও এক্ষেত্রে কে অর্ন্তভুক্ত বা কে অন্তর্ভুক্ত নয় তা অনেক সময় সামাজিক প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়।

কাজ - ৪

তোমার জানা যেকোনো সংঘের যেমন আবাসিক কল্যাণ সমিতি কোনো মহিলাদের সংঘ (মহিলা সমিতি), কোনো স্পোর্টস ক্লাব ইত্যাদির একটি স্মারকলিপি সংগ্রহ কর। তোমরা দেখবে এতে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সদস্যপদ এবং অন্যান্য নিয়মনীতিগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য আছে। একটি বিরাট পারিবারিক জমায়েতের সঙ্গে এর পার্থক্য করো।

তোমরা হয়তো দেখতে পাবে যে অনেক সময় একটি বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘকালীন মিথষ্ক্রিয়ার ফলে 'পরিবার বা বন্ধগোষ্ঠীর মত' নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর থেকে বোঝা যায় যে কোনো ঘটনা স্থায়ী বা পরিবর্তনহীন নয়। বরং এগুলো সমাজ ও তার পরিবর্তনকে বোঝার চাবিকাঠি বা সাধন।

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক এম এন শ্রীনিবাস ১৯৪৮ সালে রামপুরায় আদমশুমারি করাকালীন কীভাবে সদ্য ও পুরাতন প্রচরণকারীদের পার্থক্য করা হয় তা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লেখেন :

> *আমি শুনেছি গ্রামবাসীরা দুধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে: সদ্য অভিবাসীদের প্রায় অবজ্ঞাপূর্ণ ভাবে বলা হয় 'nenne monne bandavartu' (গতকাল বা পরশু এসেছে) যেখানে পুরাতন অভিবাসীদের বলা হয় 'arsheyinda bandavaru' (অনেক আগে এসেছে) অথবা 'khadeem kulangalu' (পুরানো বংশানুক্রমিক)। (শ্রীনিবাস ১৯৯৬:৩৩)*

কাজ -৫

অন্যান্য দেশের অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা খুঁজে বের করো। অথবা আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা প্রচরণকারীদের অভিজ্ঞতাও দেখতে পারো।

তোমরা দেখবে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তনশীল। যাদের আগে বহির্গোষ্ঠী ভাবা হত তারা অন্তর্গোষ্ঠী হয়ে উঠতে পারে। তোমরা কি ইতিহাসেও এধরনের ঘটনা চিহ্নিত করতে পারবে?

নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group) :

যেকোনো গোষ্ঠীর মানুষই সবসময় কিছু গোষ্ঠীকে অনুকরণ করতে চায় বা তাদের মতো হতে চায়। তারা যে গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অনুকরণ করতে চায় তাকে নির্দেশক গোষ্ঠী বলে। আমরা আমাদের নির্দেশক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারি না কিন্তু আমরা নিজেদের সঙ্গে তাদের অভিন্নতা গড়ে তুলতে পারি। নির্দেশক গোষ্ঠীগুলো আমাদের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, উচ্চাকাঙ্খা ও লক্ষ্যপূরণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস।

ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় অনেক মধ্যবিত্ত ভারতীয় প্রকৃত ব্রিটিশদের মত আচরণের চেষ্টা করত। তাদের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশদের নির্দেশক গোষ্ঠী বলা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি ছিল লিঙ্গাভিত্তিক, অর্থাৎ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন অর্থবহ। অনেকসময় ভারতীয় পুরুষেরা ব্রিটিশদের পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস অনুকরণ করলেও ভারতীয় নারীদের কিন্তু 'ভারতীয়' করে রাখতে চাইত। অথবা কিছুটা ইংরেজ মহিলাদের মত হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেও পুরোপুরি তাদের মতো হয়ে উঠতে চাইত না। তোমাদের কি মনে হয় আজকের সমাজেও এটি প্রযোজ্য?

পিয়ার গোষ্ঠী (Peer Groups) :

এটি একধরণের প্রাথমিক গোষ্ঠী যা সমবয়সি অথবা একই পেশার মানুষদের মধ্যে গড়ে উঠে। পিয়ারদের চাপ বলতে বোঝায় আমাদের কী করা উচিৎ বা উচিৎ নয় সে বিষয়ে পিয়ারদের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক চাপ।

কাজ -৬

তোমাদের বন্ধু বা সমবয়সি কেউ কি তোমাদের প্রভাবিত করে? তুমি কী ধরনের পোশাক পড়বে, গান শুনবে, সিনেমা দেখবে বা কেমন আচরণ করবে সে বিষয়ে তাদের সম্মতি বা অসম্মতি কি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ? তোমার কি এগুলোকে সামাজিক চাপ বলে মনে হয়? আলোচনা কর।

সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social Stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে গোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে অবস্থিত সুগঠিত অসাম্যকে বোঝায়। এই অসাম্য তাদের বস্তুগত বা প্রতীকী সুবিধাগুলো পাবার সম্ভাবনা স্থির করে দেয়। তাই স্তরবিন্যাসকে সরল ভাবে সংজ্ঞায়িত করে বলা যায় এটি হল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সুগঠিত অসাম্য। অনেকসময় সামাজিক স্তর বিন্যাস পৃথিবীর উপরিভাগের ভূতাত্ত্বিক প্রস্তর স্তরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সমাজকে বিভিন্ন স্তরযুক্ত একটি ক্রমোচ্চ 'বিন্যাস' হিসাবে দেখা হয়, যেখানে সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্তরা সর্বোচ্চ স্তরে এবং কম সুবিধাপ্রাপ্তরা নীচের স্তরে অবস্থান করে।

ক্ষমতা ও সুযোগের অসাম্যই হল সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়, কারণ সমাজ সংগঠনে স্তরবিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিক এবং প্রত্যেকটি পরিবার স্তরবিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা জীবনের দৈর্ঘ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষাগত সাফল্য, কাজের তৃপ্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব এই সবগুলোই সুসম্বন্ধ রূপে অসমভাবে বণ্টিত আছে।

ইতিহাসে মানবসমাজে চারটি প্রধান স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে : দাসত্ব, জাতি, ভুমিসত্ত্ব এবং শ্রেণি। দাসত্ব হল চরমতম অসাম্যের রূপ যেখানে কিছু ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের মালিক হয়। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময় ও স্থানে এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু দাসত্বপ্রথার দুটি প্রধান উদাহরণ রয়েছে, প্রাচীন গ্রিস ও রোম এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ইউএসএ-র দক্ষিণের দেশগুলো। ধীরে ধীরে একটি প্রথাগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাসত্ব প্রথার অবসান ঘটে। কিন্তু আমরা আজও দাসত্ববন্ধ শ্রমিক দেখতে পাই, অনেক সময় এরা শিশুও হয়। ভূমিসত্ত্ব প্রথা হল সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের বৈশিষ্ট্য। আমরা এখানে ভূমিসত্ত্ব প্রথার বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছিনা কিন্তু সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা হিসাবে জাতি ও শ্রেণি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। আমরা সমাজের ধারণা (NCERT, 2006) বইটিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে শ্রেণি, জাতি ও লিঙ্গা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

জাতি (Caste) :

জাতি স্তর বিন্যাস ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির অবস্থান পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে তার জন্মের সাথে সাথে প্রাপ্ত মর্যাদার ওপর, তার জীবনকালে অর্জিত মর্যাদার ওপর নয়। এর অর্থ এই নয় যে একটি শ্রেণিভিত্তিক সমাজে জাতি বা লিঙ্গাভিত্তিক মর্যাদার কারণে ব্যক্তির মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনোরকম নিয়মানুগ বাধা সৃষ্টি হয় না। তবুও একটি জাতিভিত্তিক সমাজে জন্মগতভাবে প্রদত্ত মর্যাদা একটি শ্রেণিভিত্তিক সমাজ অপেক্ষা অনেক পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারণ করে। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন জাতিগুলো সামাজিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিক একটি ক্রমোচ্চ বিন্যাস গঠন করত। জাতি কাঠামোয় প্রতিটি অবস্থান অন্য অবস্থানগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে শুচিতা ও অশুচিতার সাপেক্ষে নির্ধারিত হত। এর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসটি ছিল এই যে যারা সবচেয়ে বিশুদ্ধ অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ' পুরোহিত জাতিসমূহ হল বাকি সবার চেয়ে উন্নততর এবং Panchamas, যাদের অনেক সময় 'বর্হিজাতি' বলা হত তারা সবার চেয়ে হীনতর। প্রাচীন ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে চারটি বর্ণের (four fold varna) ভিত্তিতে ধারণা করা যায় এগুলো

হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বাস্তবে অসংখ্য পেশাভিত্তিক জাতিগোষ্ঠী (caste group) আছে যাদের জাতি বলে।

ভারতবর্ষে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতি ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। তথাকথিত নীচু জাতিগুলোর সঙ্গে অন্তর্বিবাহ এবং আচারভিত্তিক সংশ্রব এড়িয়ে চলা উঁচু জাতিগুলোর শুচিতা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা হত । নগরায়ণের দ্বারা সৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে এগুলোর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এসেছে। সুপরিচিত সমাজতাত্ত্বিক এ আর দেশাইয়ের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণটি পড়ো।

সমাজতাত্ত্বিক এ আর দেশাইয়ের নগরায়ণের অন্যান্য প্রভাব সম্পর্কে মতামতগুলো হল:

আধুনিক শিল্পগুলো কতগুলো আধুনিক শহর তৈরি করেছে যেখানে মৌচাকের মত বিশ্বজনীন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, থিয়েটার, ট্রাম, বাস ও রেলওয়ে রয়েছে। শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের জন্য তৈরি হওয়া শহরের মোটামুটি ভালো হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলো সমস্ত জাতি ও ধর্মের মানুষের ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকে। ট্রেন বা বাসে কখনও নীচু শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কাঁধে ঘষাঘষির অর্থ এই নয় যে জাতি ব্যবস্থা উধাও হয়ে গেছে। (দেশাই ১৯৭৫:২৪৮)

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতিগত ভেদাভেদ দূর করা সহজ নয়।

গ্রামে যে ধরনের ভেদাভেদ থাকে কোনো কারখানায় সেই ধরনের সুস্পষ্ট ভেদাভেদ নাও থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত মিথষ্ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সেক্ষেত্রে অন্য কথা বলে । পারমার দেখেছেন ...

তারা আমাদের হাতের জলও খাবে না এবং আমাদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় খারাপ ভাষা ব্যবহার করে। কারণ তারা মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে তারা আমাদের চেয়ে উর্ধ্বতন। দীর্ঘ বছর ধরে এমন চলে আসছে। আমরা যত ভালোই পোশাক-আশাক পরি না কেন তারা কিছু জিনিস গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। (ফ্রানকো ও অন্যান্য ২০০৪:১৫০)

এমনকি আজকের দিনেও চরম জাতিভেদের অস্তিত্ব আছে। একই সঙ্গে সক্রিয় গণতন্ত্র জাতিব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। স্বার্থগোষ্ঠী হিসাবে জাতি ক্ষমতালাভ করেছে। আমরা আরও দেখতে পাই অবদমিত জাতিগুলো সমাজে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যক্ত করছে।

শ্রেণি (Class) :

শ্রেণিকে ব্যাখ্যা করার নানা প্রয়াস হয়েছে। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে মার্ক্স ওয়েবার এবং কার্যনির্বাহী তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ভাবনাগুলো উল্লেখ করছি। মার্ক্সের তত্ত্বে সামাজিক শ্রেণি বলতে বোঝানো হয়েছে উৎপাদনের মাধ্যমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী। প্রশ্ন করা যেতে পারে গোষ্ঠীগুলো কি উৎপাদনের মাধ্যমগুলোর (যেমন জমি বা ফ্যাক্টরির মালিক)? নাকি তারা তাদের শ্রম ছাড়া আর কোনো কিছুরই মালিক নয়? ওয়েবার এক্ষেত্রে জীবনের সুযোগ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হল বাজারভিত্তিক সুফল ও সুযোগসুবিধাগুলো অর্জনের সামর্থ। ওয়েবারের মতে অসাম্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে হতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি এটি মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেও হতে পারে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের কার্যনির্বাহী তত্ত্ব একটি সাধারণ পূর্বশর্ত বা কার্যবাদী বিশ্বাস থেকে শুরু হয়, তাহলো কোনো সমাজই 'শ্রেণিহীন' বা স্তরবিন্যাসহীন নয়। প্রধান কার্যবাদী প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা অনুসারে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিশ্বজনীন অস্তিত্বের কারণ হল সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে সামাজিক কাঠামোয় উৎসাহিত ও তাদের অবস্থান নির্ধারিত করা । তাই অসাম্য বা স্তরবিন্যাস হল অসচেতন ভাবে গড়ে উঠা একটি মাধ্যম যার দ্বারা উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে সমাজ সুনিশ্চিত করে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ হবে, এটা কি সঠিক?

চিরাচরিত জাতিব্যবস্থায় সামাজিক ক্রমোচ্চ বিন্যাস ছিল স্থায়ী, কঠোর এবং বংশানুক্রমিক।

কাজ - ৭

পরলোকগত রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন এর জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো। এই প্রেক্ষাপটে অর্জিত ও আরোপিত মর্যাদা, জাতি ও শ্রেণির ধারণাগুলো আলোচনা করো।

অপরপক্ষে আধুনিক শ্রেণি ব্যবস্থা হল মুক্ত এবং কৃতিত্ব ভিত্তিক। গণতান্ত্রিক সমাজে কোনো বঞ্চিত শ্রেণি বা জাতির মানুষের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার ক্ষেত্রে কোনো রকম আইনগত বাধা থাকেনা।

এই ধরনের কৃতিত্ব অর্জনের কাহিনীগুলো বাস্তবে রয়েছে যা আমাদের কাছে অপরিসীম অনুপ্রেরণার উৎস। তবুও সমাজের অনেকাংশে শ্রেণিব্যবস্থা বিদ্যমান। এমনকি পাশ্চাত্য সমাজেও সামাজিক সচলতা সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গ, সামাজিক সচলতার আদর্শ মডেল থেকে সরে এসেছে। সমাজতত্ত্বে জাতি ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস এবং বৈষম্যের অস্তিত্ব উভয় বিষয়কেই সংবেদনশীলতার সঙ্গো দেখতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যারা এই স্তরব্যবস্থার নিচের স্তরে আছে, তারা শুধুমাত্র সামাজিক ভাবেই নয় অর্থনৈতিকভাবেও অনগ্রসর।

মর্যাদা ও ভূমিকা (Status and Role) :

'মর্যাদা' ও 'ভূমিকা'র ধারণাটি পরস্পরের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। মর্যাদা হলো কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থিত একটি পদ বা অবস্থান। প্রতিটি সমাজ বা প্রতিটি গোষ্ঠীতেই এধরনের অনেক পদ থাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তিই এধরনের অনেক পদ অধিকার করে থাকেন।

অর্থাৎ মর্যাদা বলতে সেই সমস্ত সামাজিক পদ বা অবস্থানকে বোঝায় যার সঙ্গো যুক্ত থাকে সুনির্দিষ্ট কিছু অধিকার ও কর্তব্য। বিশদে বলা যায়, মায়ের একটি মর্যাদা রয়েছে, যার অনেক নিয়ম ও আচরণবিধি এবং পাশাপাশি কিছু দায়িত্ব ও বিশেষ ক্ষমতা থাকে।

ভূমিকা হল মর্যাদার গতিশীল অথবা আচরণগত দিক। মর্যাদা হল অধিকৃত কিছু ভূমিকা হল পালনীয়। আমরা বলতে পারি যে মর্যাদা হল ভূমিকার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এগুলো হল সেইসকল ভূমিকা যা বৃহত্তর সমাজে বা সমাজের কোনো নির্দিষ্ট সংঘে, নিয়মিত, প্রমিত এবং বিধিবদ্ধ।

এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে আমাদের মত আধুনিক জটিল সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই তার জীবনকালে অনেক প্রকার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী হিসাবে তোমার শিক্ষকের কাছে হয়তো তুমি ছাত্র/ছাত্রী, মুদির দোকানির কাছে তুমি ক্রেতা, বাস ড্রাইভারের কাছে যাত্রী, ভাই বোনের কাছে তুমি ভাই বা বোন, এবং একজন ডাক্তারের কাছে তুমি রোগী। একথা বলা

নিষ্প্রয়োজন যে, এই তালিকাটি দীর্ঘতর হতে পারে। সমাজ যত ছোট ও সরল হবে কোনো ব্যক্তির অধিকৃত মর্যাদার প্রকার ভেদও তত কম হবে।

একটি আধুনিক সমাজে যেমন আমরা দেখি একজন ব্যক্তি অনেকগুলো মর্যাদা অধিকার করে থাকেন যাদের সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় বলা হয় মর্যাদা গুচ্ছ (status set). ।ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মর্যাদা অধিকার করে থাকে। একজন ছেলে একসময় বাবা হয়, তারপর দাদু হয়, তারপর প্রপিতামহ, এইভাবে চলতে থাকে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে ক্রমান্বয়ে এগুলো অর্জন করা হয় বলে এদের বলা হয় মর্যাদার অনুক্রম বা status sequence ।

একটি আরোপিত মর্যাদা হল একটি সামাজিক অবস্থান যা ব্যক্তি তার জন্মের সাথে সাথে অধিকার করে, যা তার ইচ্ছানির্ভর নয়। আরোপিত মর্যাদার সবচেয়ে প্রচলিত ভিত্তি হল বয়স, বর্ণ, জাতি এবং আত্মীয়তা। সরল ও প্রাচীন সমাজে আরোপিত মর্যাদার প্রাধান্য বেশি। অপরপক্ষে অর্জিত মর্যাদা হল একটি সামাজিক অবস্থান যা কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, কৃতিত্ব, সদ্গুন এবং পছন্দের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় অর্জন করে। আরোপিত মর্যাদার সবচেয়ে প্রচলিত ভিত্তি হল শিক্ষাগত যোগ্যতা, উপার্জন ও পেশাগত দক্ষতা। আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল অর্জিত মর্যাদা। আধুনিক সমাজে ব্যক্তি তাদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে সম্ভ্রম বা মর্যাদা লাভ করে। তোমরা প্রায়শই এই কথাটি শুনে থাকবে 'তোমার নিজেকে প্রমাণ করতে হবে'। প্রাচীন সমাজে তোমার মর্যাদা তোমার জন্মের সময়ই নির্ধারিত ও আরোপিত হত। যদিও উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় আধুনিক কৃতিত্ব ভিত্তিক সমাজেও আরোপিত মর্যাদা অর্থবহ।

মর্যাদা ও প্রতিপত্তি (prestige) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি মর্যাদাই কিছু অধিকার ও মূল্যবোধের সঙ্গে সংযুক্ত। মূল্যবোধগুলো আবার সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যে ব্যক্তি এই অবস্থানে রয়েছে তার সঙ্গে বা তার কাজ বা কর্মক্ষমতার সঙ্গে নয়। কোনো মর্যাদার সঙ্গে বা পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মূল্যবোধকে বলা হয় প্রতিপত্তি বা Prestige। মর্যাদাকে উচ্চ বা নিম্ন প্রতিপত্তির ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সাজানো যায়। একজন দোকানদার অপেক্ষা একজন ডাক্তারের প্রতিপত্তি বেশি হতে পারে এমনকি যদিও সেই ডাক্তার তুলনামূলকভাবে কম উপার্জন করে তবুও। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোন পেশাটি বেশি প্রতিপত্তি বা মর্যাদাপূর্ণ তা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়।

কাজ - ৮

কী ধরনের পেশাগুলোকে তোমার সমাজে বেশি প্রতিপত্তি সম্পন্ন ভাবা হয়? তোমার বন্ধুদের সাথে এগুলোর তুলনা কর। তোমাদের মিল ও অমিলগুলো আলোচনা কর। এগুলোর কারণ বোঝার চেষ্টা করো।

মানুষ সামাজিক প্রত্যাশার ভিত্তিতে তাদের ভূমিকাগুলো পালন করে অর্থাৎ 'ভূমিকা গ্রহণ' (role taking) বা 'ভূমিকা পালন' (role playing)। অন্যেরা কীভাবে তার আচরণকে দেখবে বা বিচার করবে সেই অনুসারে একটি শিশু আচরণ করতে শেখে।

ভূমিকা দ্বন্দ্ব (Role conflict) হল এক বা একাধিক মর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত ভূমিকাগুলোর মধ্যে অসংগতি। এটি দুই বা ততোধিক ভূমিকার পরস্পর বিরোধী প্রত্যাশার ফলে সৃষ্টি হয়। এর একটি সাধারণ

কাজ - ৯

কীভাবে একজন পরিচারক বা পরিচারিকা অথবা নির্মাণকর্মী ভূমিকা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তা খোঁজার চেষ্টা করো।

উদাহরণ হল একটি মধ্যবিত্ত ও কর্মরত মহিলা যাকে বাড়িতে মা ও স্ত্রী-এর ভূমিকা এবং কর্মক্ষেত্রে পেশাদারি ভূমিকার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হয়।

এটা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে পুরুষেরা ভূমিকা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় না। একটি অভিজ্ঞতালব্ধ এবং তুলনামূলক বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্ব ভিন্নমত পোষণ করে। খাসিদের মাতৃবংশানুক্রমিকতা (Khasi matriliny) পুরুষদের জন্য গভীর ভূমিকা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে একদিকে তারা তাদের জন্মগত গৃহ এবং অপরপক্ষে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দায়িত্বের মাঝখানে উভয়সংকটে ভোগে। তারা তাদের সন্তানদের আনুগত্য অর্জন বা তাদের ওপর যথাযথ কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে এবং তাদের মৃত্যুর পরে তাদের আত্ম-অর্জিত সম্পত্তিগুলো সন্তানদের হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও নিজেদের বঞ্চিত মনে করে।

এই দ্বন্দ্ব খাসি রমণীদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন মহিলা কখনই পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না যে তার স্বামী তার বোনের বাড়িকে তার নিজের বাড়ির চেয়ে বেশি আপন বা মনোমত মনে করবে কিনা (নংব্রি ২০০৩:১৯০)।

ছকে বাঁধা ভূমিকা (Role Stereotyping) হল সমাজের কিছু সদস্যদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা স্থিরিকৃত করা। যেমন অনেক সময় স্ত্রী ও পুরুষকে কিছু বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য সামাজিকীকরণ করা হয় যেমন পুরুষদের উপার্জনকারী ও নারী গৃহকর্মনিপুণা হিসাবে। অনেক সময় সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদাকে ভুল করে স্থির ও অপরিবর্তনীয় ভাবা হয়। এটা মনে করা হয় যে ব্যক্তি তার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে থাকা সামাজিক অবস্থানগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যাশাগুলো শেখে এবং এই ভূমিকাগুলো যেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত / সংজ্ঞায়িত মূলত তেমনভাবেই এগুলোকে পালন করে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকাগুলো আত্মস্থ করে এবং কীভাবে সেগুলো পালন করতে হবে তা শেখে। যদিও এই ধারণাটি ভ্রান্ত। এই ধারণা অনুসারে ব্যক্তি কোনো ভূমিকা সৃষ্টি না করেই অথবা এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেই সহজে ভূমিকাগুলো গ্রহণ করে। বাস্তবে সামাজিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ব্যক্তি শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় বিষয় নয় যারা শুধুমাত্র নির্দেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করে। ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকাগুলো নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারে ও ধারণা লাভ করে। এই আলোচনার মাধ্যমে তোমরা সম্ভবত ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বুঝতে পারবে যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ভূমিকা ও মর্যাদা প্রদত্ত ও স্থিরিকৃত নয়, মানুষ জাতি, জাতি অথবা লিঙ্গাভিত্তিক মর্যাদা ও ভূমিকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে। একই সঙ্গে সমাজের কিছু অংশ এই ধরনের পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। একইভাবে ব্যক্তিগত ভূমিকা লঙ্ঘন অনেক সময় শাস্তিযোগ্য হয়। অর্থাৎ সমাজ শুধুমাত্র ভূমিকা বা মর্যাদা প্রদানের কাজই করে না সামাজিক নিয়ন্ত্রণও করে থাকে।

কাজ - ১০

সেই সমস্ত খবরের কাগজের রিপোর্ট সংগ্রহ কর যেখানে সমাজের প্রভাবশালী অংশের মানুষ সেইসব মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করতে বা শাস্তি দিতে চায় যাদের তারা সমাজ স্থিরীকৃত ভূমিকার উল্লঙ্ঘনকারী বলে মনে করে।

সমাজ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Society and Social Control) :

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল সমাজতত্ত্বে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে নানারকম পদ্ধতিকে বোঝায় যা সমাজ দুর্বশ্য বা অবাধ্য ব্যক্তিদের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

তোমরা মনে করে দেখবে বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিতর্ক দেখা যায়। তোমরা আরো দেখবে কীভাবে কার্যবাদী সমাজতত্ত্ববিদরা সমাজকে অবশ্যম্ভাবীরূপে সমন্বয়পূর্ণ এবং দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদেরা সমাজকে অবশ্যম্ভাবীরূপে সাম্যহীন, অন্যায্য ও শোষণমূলক হিসাবে দেখেছেন। আমরা এও দেখেছি কিছু সমাজতত্ত্ববিদ ব্যক্তি ও সমাজের ওপর বেশি আলোকপাত করেছেন এবং অন্যেরা সমবেত জীবন যেমন শ্রেণি, রেস (races) এবং জাতিসমূহের (castes) ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

কার্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় :

ক) ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তির প্রয়োগ এবং

খ) সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মূল্যবোধ ও আদর্শ নমুনাকে জোরদার করা।

এখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একদিকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিচ্যুত আচরণকে সংযত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, এবং অন্যদিকে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের মধ্যে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব প্রশমিত করে। এভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজে সুস্থিতি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদেরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে সাধারণ ভাবে প্রভাবশালী সামাজিক শ্রেণিগুলোর দ্বারা বাকি সমাজের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেবার একটি পদ্ধতি হিসাবে দেখে থাকেন। সুস্থিতি হল সমাজের একটি অংশের ওপর অন্য অংশের আদেশ । একইভাবে, আইনকে সমাজে ক্ষমতাশালী ও তাদের স্বার্থের উদ্দেশ্যে নির্মিত বিধিবন্ধ আদেশলিপি হিসাবে দেখা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সেই সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া কলাকৌশল ও পদ্ধতিকে বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ন্ত্রিত

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত এবং প্রাচীনতম পদ্ধতি হল শারীরিক হিংস্রতা ... এমনকি আধুনিক গণতন্ত্রের ভদ্রভাবে পরিচালিত সমাজেও চূড়ান্ত বিচার হল হিংস্রতা। পুলিশবাহিনী বা তার সমতুল্য সশস্ত্র শক্তি ছাড়া কোনো রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না ... যে কোনো কার্যকরী সমাজে হিংস্রতাকে অর্থনৈতিকভাবে এবং শেষ অস্ত্র হিসাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, শুধুমাত্র এই চূড়ান্ত হিংস্রতার ভয় দেখিয়েই দৈনন্দিন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন মেটানো হয় ... যেখানে মানুষ নিবিড় গোষ্ঠীতে বাস করে ও কাজ করে, যেখানে তাদের ব্যক্তিগত পরিচিতি আছে এবং যেগুলোর সাথে তাদের ব্যক্তিগত আনুগত্যের বন্ধন রয়েছে (অর্থাৎ যাকে সমাজতাত্ত্বিকরা প্রাথমিক গোষ্ঠী বলে থাকেন), সেখানে বিচ্যুত বা বিচ্যুতির সম্ভাবনা যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও নিগূঢ় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় ... সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি দিকে এখানে জোর দেওয়া প্রয়োজন তা হল এটি অনেক সময় প্রতারণাপূর্ণ দাবির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ... একটি ছোটো ছেলে তার সমবয়সী বন্ধুদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কারণ তার একটি দাদা রয়েছে যাকে প্রয়োজন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারবার জন্য ডাকা যেতে পারে। এমন একটি ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে, যদিও আর একটি খুঁজে নেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে এটি সেই ছোটো ছেলেটির জনসংযোগের গুণের প্রশ্ন যে সে তার এই উদ্ভাবনাকে বাস্তব নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত করতে সামর্থ হবে কিনা। (বার্জার ৮৪-৯০)

তোমরা কি কখনও দেখেছো বা শুনেছো যে একটি বাচ্চা আরেকটি বাচ্চাকে এই বলে ভয় দেখাচ্ছে যে, "আমি আমার দাদাকে বলে দেবো।"

তোমাদের কি অন্য কোনো উদাহরণ মনে পড়ছে?

বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তির প্রয়োগ এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মূল্যবোধ ও আদর্শ নমুনাকে জোরদার করার পদ্ধতি এই উভয়কেই বোঝায়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ হতে পারে। যখন নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মানুগ, প্রথাগত ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কিছু পদ্ধতি এবং মাধ্যম রয়েছে যেমন আইন এবং রাষ্ট্র। আধুনিক সমাজে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও মাধ্যমগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রতিটি সমাজেই আর এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকে তাকে অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। এগুলো ব্যক্তিগত, বেসরকারি, অনুমোদনহীন ও নিয়মানুগ নয়। যেমন- হাসি, মুখের অভিব্যক্তি, শরীরী ভাষা, ভ্রূকুটি, সমালোচনা, রঙ্গতামাশা, অট্টহাসি ইত্যাদি। একই সমাজে এগুলো ব্যবহারের অনেক প্রকারভেদ হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে এগুলো অত্যন্ত কার্যকর। তথাপি, কিছুক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অবিধিবদ্ধ। মাধ্যমগুলো বাধ্যতা ও অনুসরণের জন্য কার্যকরী নাও হতে পারে । অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক মাধ্যম রয়েছে, যেমন— পরিবার, ধর্ম, আত্মিয়তার বন্ধন ইত্যাদি। তোমরা কি পরিবারের

কাজ - ১১

তোমরা কি তোমাদের জীবন থেকে কোনো উদাহরণ দিতে পারবে কিভাবে এই 'অনুমোদনহীন' সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাজ করে? তোমরা কি তোমাদের ক্লাসে বা পিয়ার গোষ্ঠিতে লক্ষ্য করেছ কোনো একটি বাচ্চা একটু অন্যরকম ব্যবহার করলে কিভাবে বাকিরা তার সাথে আচরণ করে। তোমরা কি এমন কোনো ঘটনার সাক্ষী থেকেছ যেখানে বাচ্চাদের পিয়ার গোষ্ঠি তাদের বাকি সকলের মত হতে উৎপিড়ন (bullied) করে?

সম্মান রক্ষার্থে হত্যা বা অনার কিলিং (honour killing) এর ব্যাপারে শুনেছ? নীচে দেওয়া খবরের কাগজের রিপোর্টটি পড় এবং এর সঙ্গে যুক্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নানা মাধ্যমকে চিহ্নিত করো।

অনুমোদন হল পুরস্কার বা শাস্তিপ্রদানের পদ্ধতি যা সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত আচরণকে বলবৎ করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রকার হতে পারে। সমাজের সদস্যরা ভাল ও প্রত্যাশিত আচরণের জন্য পুরস্কৃত হতে পারে। অপরপক্ষে নেতিবাচক অনুমোদনও নিয়ম বলবৎ করতে এবং বিচ্যুতি প্রতিরোধ করতে ব্যবহার করা হয়।

বিচ্যুতি (deviance) হল সেই সব আচরণ যা সেই সমস্ত নিয়ম বা মূল্যবোধ অনুসরণ করে না

নিজের জাতির বাইরে বিবাহ করার জন্য ব্যক্তি তার বোনকে হত্যা করেছে

... একটি ১৯ বছরের মেয়ের দাদা হসপিটালে ঘুমন্ত বোনের মাথা কেটে নিয়েছে পরিবারের বাহ্যিক সম্মানহানির কারণে, সোমবার পুলিশ জানান।

তারা জানিয়েছেন মেয়েটি ১৬ই ডিসেম্বর তার জাতির বাইরে বিয়ে করার কারণে তার দাদার হাতে ছুরিকাহত হয়েছিল এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সে এবং তার প্রেমিক গত ১০ই ডিসেম্বর পালিয়ে গিয়েছিল এবং বিয়ে করে ১৬ই ডিসেম্বর তাদের বাড়িতে ফিরে এসেছিল । তার পরিবার এই বিয়ের বিরোধী ছিল বলে তারা জানান।

পঞ্চায়েতও এই যুগলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা কিছুতেই তাদের মত পরিবর্তন করেনি।

যেগুলো সমাজ ও গোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষই অনুসরণ করে।

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতির পরিচায়ক বিবিধ নিয়ম ও মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌টিকে 'বিচ্যুতি' ধরা হবে সে সম্পর্কেও মতামত ভিন্ন হয়। একইভাবে বিচ্যুতির ধারণা সম্পর্কেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠে এবং ধারণার পরিবর্তন হয়। যেমন, একসময় হয়তো কোনো মহিলা মহাকাশচারী হতে চাইলে তাকে বিচ্যুত আচরণকারী ভাবা হত কিন্তু সেই একই সমাজে পরবর্তীকালে এই ভাবনা প্রশংসিত হতে পারে। তোমরা ইতোমধ্যেই দেখেছ কীভাবে সমাজতত্ত্ব সাধারণ ধারণার থেকে পৃথক। এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দাবলি ও ধারণাসমূহ তোমাদের সমাজ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শব্দকোশ

দ্বান্দ্বিক তত্ত্বসমূহ (Conflict Theories) : একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানব সমাজের উত্তেজনা, বিভাজন এবং প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থগুলোর ওপর আলোকপাত করে। দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে সমাজের সংস্থানগুলোর অভাব ও উচ্চমূল্যই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে কারণ গোষ্ঠীগুলো এই সংস্থানগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও অধিকার করার জন্য সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। বহু দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদেরাই মার্ক্সের রচনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

কার্যবাদ / ক্রিয়াবাদ (Functionalism) : একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যা এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সামাজিক ঘটনাগুলোকে তাদের কার্য দ্বারা সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করা যায় অর্থাৎ সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তাদের অবদানের মাধ্যমে। তারা সমাজকে একটি জটিল ব্যবস্থা হিসাবে দেখেন যার বিভিন্ন অংশগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কাজ করে।

পরিচয় (Identity) : কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য যা প্রকাশ করে তারা কে অথবা তাদের কাছে কী অর্থবহ। পরিচয়ের কতগুলো মূল উৎস হল লিঙ্গ, জাতীয়তা, এথনিসিটি (ethnicity), সামাজিক শ্রেণি।

উৎপাদনের উৎস (Means of Production) : সমাজে কোনো বস্তুগত জিনিস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উৎসগুলো যার মধ্যে প্রযুক্তি ও উৎপাদকদের সামাজিক সম্পর্কও অন্তর্গত।

ব্যক্তিনিষ্ঠ সমাজতত্ত্ব ও সমষ্টিগত সমাজতত্ত্ব (Microsociology and Macrosociology) : দৈনন্দিন আচার আচরণ এবং মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়ার অধ্যয়নকে সাধারণভাবে বলা হয় ব্যক্তিনিষ্ঠ সমাজতত্ত্ব। ব্যক্তিনিষ্ঠ সমাজতত্ত্বে ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকে পর্যালোচনা শুরু হয়। এটি সমষ্টিগত সমাজতত্ত্ব থেকে পৃথক যা বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থা যেমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। যদিও এদের আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হয় তবুও বাস্তবে এরা পরস্পরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত।

জন্মসংক্রান্ত (Natal) : এটি কোনো ব্যক্তির জন্মস্থান বা জন্মসময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

নিয়মাবলি (Norms) : সেই সমস্ত নিয়ম বা আচরণসমূহ আচার সমূহ যা একটি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। এগুলো হয় কোনো নির্দিষ্ট আচরণকে উৎসাহিত করে অথবা নিষিদ্ধ করে। নিয়মাবলি সবসময় কোনো না কোনো প্রকার অনুমোদন দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় তা সে বিধিবদ্ধ নিষিদ্ধকরণ থেকে শুরু করে শারীরিক শাস্তিপ্রদান ও প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

অনুমোদন (Sanctions) : সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণসমূহকে বলবৎ করার জন্য ব্যবহৃত শাস্তি বা পুরস্কারকে বোঝায়।

অনুশীলনী

১. কেন সমাজতত্ত্বে আমাদের বিশেষ শব্দ ও ধারণার ব্যবহার করা প্রয়োজন?

২. সমাজের সদস্য হিসাবে তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে ও গোষ্ঠীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া কর। এই গোষ্ঠীগুলোকে তোমরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কীভাবে দেখবে?

৩. তোমার সমাজের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমরা কী পর্যবেক্ষণ করেছ? কীভাবে ব্যক্তি জীবন স্তরবিন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়?

৪. সামাজিক ক্রিয়া কাকে বলে? তোমরা কি মনে করো সমাজের বিভিন্ন অংশে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো পৃথক? আলোচনা করো।

৫. তুমি যে সব মর্যাদা ও ভূমিকাগুলো পালন কর তাদের অবস্থান চিহ্নিত করো। তোমরা কি মনে কর ভূমিকা ও মর্যাদা পরিবর্তিত হয় ? কখন ও কীভাবে এগুলো পরিবর্তিত হয় তা আলোচনা করো।

Readings

Berger, L. Peter. 1976. *Invitation to Sociology : A Humanistic Perspective.* Penguin, Harmondsworth.

Bottomore, Tom. and Robert, Nisbet. 1978. *A History of Sociological Analysis.* Basic Books, New York.

Bottomore, Tom. 1972. *Sociology.* Vintage Books, New York.

Deshpande, Satish. 2003. *Contemporary India : A Sociological View.* Viking, Delhi.

Fernando, Franco. Macwan, Jyotsna. and Ramanathan, Suguna. 2004. *Journeys to Freedom Dalit Narratives.* Samya, Kolkata.

Giddens, Anthony. 2001. *Sociology.* Fourth Edition, Polity Press, Cambridge.

Jayaram, N. 1987. *Introductory Sociology.* Macmillan India Ltd, Delhi.

Nongbri, Tiplut. 2003. 'Gender and the Khasi Family Structure : The Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Act, *1984*', in ed. Rege, Sharmila. *Sociology of Gender The Challenge of Feminist Sociological Knowledge.* Sage Publications, New Delhi, pp.182-194.

Srinivas, M.N. 1996. *Village, Caste, Gender and Method.* Oxford University Press, New Delhi.

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা লাভ

UNDERSTANDING SOCIAL INSTITUTIONS

I

ভূমিকা :

এই গ্রন্থে সমাজ ও ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম যে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তি হিসাবে সমাজে কিছু স্থান বা অবস্থান অধিকার করে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের একটি মর্যাদা, ভূমিকা ও ভূমিকাগুচ্ছ থাকে, কিন্তু এগুলো আমরা ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচন করি না। চলচিত্রাভিনেতা যেমন কোনো ভূমিকা পছন্দ করতেও পারে বা নাও পারে এগুলো সেই ধরনের ভূমিকা নয়। এমন কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা দমন করে ও নিয়ন্ত্রণ করে, শাস্তি দেয় অথবা পুরস্কৃত করে। এগুলো বৃহত্তর (macro) সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্র অথবা ক্ষুদ্রতর (micro) প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার হতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পরিচিত হব এবং কীভাবে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধ্যয়ন করে তা দেখব। এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব কেন্দ্রীয় / প্রধান অঞ্চলে অবস্থান করে সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণালাভ করব। যেমন: ক) পরিবার, বিবাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক, গ) রাজনীতি, ঘ) অর্থনীতি, ঙ) ধর্ম, এবং চ) শিক্ষা।

বৃহত্তর অর্থে, প্রতিষ্ঠান হল এমন বিষয় যা প্রতিষ্ঠিত আচরণবিধি অনুসারে কাজ করে এবং অন্ততপক্ষে আইন অথবা প্রথা দ্বারা স্বীকৃত। এই আচরণবিধি না জানলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈনন্দিন ও ধারাবাহিক কার্যাবলি বুঝতে পারা সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যক্তির ওপর বাধা সৃষ্টি করে। এগুলো ব্যক্তিকে সুযোগ সুবিধাও প্রদান করে।

প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত বা অন্ত হিসাবেও দেখা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ পরিবার, ধর্ম, রাষ্ট্র এমনকি শিক্ষাকেও চূড়ান্ত হিসাবে দেখে।

> **কাজ -১**
>
> ব্যক্তি কীভাবে পরিবার, ধর্ম, অথবা রাষ্ট্রের জন্য আত্মত্যাগ করে তার উদাহরণ দাও।

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি সমাজতত্ত্বে পরস্পর বিরোধী ও ভিন্ন ধরনের ধারণা রয়েছে। আমরা কার্যবাদী ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও জেনেছি এবং দেখেছি কিভাবে তারা একই বিষয় যেমন স্তরবিন্যাস বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে ভিন্ন ভাবে দেখে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও ভিন্ন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান

সামাজিক আচরণবিধি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ভূমিকার সম্পর্কের একটি জটিল সমষ্টি যা সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়। সামাজিক চাহিদাগুলো চরিতার্থ করার জন্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। সেই অনুসারে সমাজে বিধিবন্ধ ও অবিধিবন্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। পরিবার ও ধর্মের মত প্রতিষ্ঠানগুলো হল অবিধিবন্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ, অপরপক্ষে আইন ও (প্রথাগত) শিক্ষা হল বিধিবন্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

দ্বান্দ্বিক মতবাদ অনুসারে সমস্ত ব্যক্তিরা সমাজে সমান অবস্থান পায় না। সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানই যেমন পারিবারিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান সমাজের প্রভাবশালী অংশের স্বার্থপূরণে কাজ করবে। এই প্রভাবশালী অংশ শ্রেণি, জাতি, উপজাতি বা লিঙ্গ ভিত্তিক হতে পারে। সমাজের প্রভাবশালী অংশ শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরেই আধিপত্য দেখায় না বরং এটাও নিশ্চিত করে যে শাসকশ্রেণির আদর্শ গুলোই সমাজ শাসনের আদর্শ হয়ে উঠবে। এটি এই ধারণার থেকে অনেক পৃথক যে সমাজের একটি সাধারণ বা সার্বজনীন চাহিদা রয়েছে।

তোমরা এই অধ্যায়ে যত এগিয়ে যাবে, দেখবে এমন কোনো উদাহরণ ভাবতে পারছ কিনা যেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বাধা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিকে সুবিধা প্রদানও করে। লক্ষ্য কর এগুলো কি সমাজের বিভিন্ন অংশে অসমভাবে প্রভাব ফেলে? যেমন আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, ‘কীভাবে পরিবার নারী ও পুরুষের ওপর বাধাদান করে এবং পাশাপাশি সুবিধা প্রদানও করে?’ অথবা ‘কীভাবে রাজনৈতিক বা আইনগত প্রতিষ্ঠান সুবিধাপ্রাপ্ত ও অধিকারচ্যুত মানুষকে প্রভাবিত করে?’

II

পরিবার, বিবাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক : (FAMILY, MARRIAGE AND KINSHIP)

সম্ভবত পরিবার অপেক্ষা ‘স্বাভাবিক’ আর কোনো সামাজিক সত্ত্বা নেই। আমাদের অনেক সময় এটা ধরে নেবার প্রবণতা থাকে যে সমস্ত পরিবারই আমাদের পরিবারের মত। পরিবারের চেয়ে বেশি বিশ্বজনীন এবং অপরিবর্তনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয় না। সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব বহু দশক ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়ে দেখাতে চেয়েছে কীভাবে পরিবার, বিবাহ ও আত্মীয়তার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্ত সমাজেই গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিভিন্ন সমাজে তাদের প্রকৃতি বিভিন্ন। এগুলো আরো দেখায় কীভাবে পরিবার (ব্যক্তিগত ক্ষেত্র), অন্যান্য (সার্বজনীন) ক্ষেত্র যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ থেকে তোমাদের মনে পড়বে কেন বিভিন্ন বিষয় থেকে কিছু গ্রহণ বা ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যেগুলো আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

কার্যবাদীদের মতে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা সমাজের মূল চাহিদাগুলো পূরণ করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলার স্থায়িত্ব বজায় রাখে। কার্যবাদীদের মতে আধুনিক শিল্প সমাজ সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করবে যদি মহিলারা পরিবারের দেখাশোনা করে এবং পুরুষেরা পরিবারের জন্য উপার্জন করে। যদিও ভারতবর্ষে বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া গেছে শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিতে সবসময় একক পরিবার সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না (সিং ১৯৯৩:৮৩)। এর থেকে বোঝা যায় একটি সমাজ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রবণতাকে সবক্ষেত্রে সামান্যীকরণ করা যায় না।

কার্যবাদীরা একক পরিবারকে শিল্প সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একক বলে মনে

করেন। এই ধরনের পরিবারে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বাড়ির বাইরে কাজ করতে পারেন এবং অপরজন পরিবার ও বাচ্চাদের খেয়াল রাখেন। বাস্তবক্ষেত্রে, একক পরিবারে এই ভূমিকার বিশেষীকরণ বলতে বোঝায় স্বামী উপার্জনকারী হিসাবে সহায়ক যান্ত্রিক ভূমিকা পালন করবে এবং স্ত্রী পরিবারের মধ্যে আবেগ সম্বন্ধীয় মানসিক ভূমিকা পালন করবে (গিডিন্‌স্ ২০০১)। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধুমাত্র এই কারণে সন্দেহজনক নয় যে এটি লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক বরং সমস্ত সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে করা অভিজ্ঞতালব্ধ অধ্যয়ন এর ধারণা অসত্যতা প্রমাণ করে। বরং কাজ ও অর্থনীতির আলোচনায় দেখবে কীভাবে বর্তমান শিল্প যেমন, পোশাক রপ্তানীর মত ক্ষেত্রে মহিলারা শ্রমিকদের একটি বড়ো অংশ হিসাবে কাজ করে। এই ধরনের বিভাজন আরো নির্দেশ করে যে পুরুষেরা অবশ্যই পরিবারের প্রধান হবে। এটি সব সময় সত্যি নয় যা তোমরা নীচের বাক্সে দেখবে।

পরিবারের প্রকারভেদ

(Variation in family forms) :

ভারতবর্ষে একটি প্রধান বিতর্কের বিষয় হল একক পরিবার থেকে যৌথ পরিবারে পরিবর্তন। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি কীভাবে সমাজতত্ত্ব সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বাস্তব বিষয়টি হল ভারতবর্ষে চিরকালই একক পরিবার ছিল, বিশেষত বঞ্চিত জাতি ও শ্রেণিগুলোর মধ্যে।

সমাজতাত্ত্বিক এ এম শাহ মন্তব্য করেছেন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। উনার মতে এটার অবদানকারী ঘটনা হল ভারতে অপ্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (life expentancy) বৃদ্ধি। ১৯৪১-৫০ থেকে ১৯৮১-৮৫ র মধ্যে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি ৩২.৫-৫৫.৪ বছর ও মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ৩১.৭-৫৫.৭ বছর বৃদ্ধি হয়েছে। ফলস্বরূপ, সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে বয়স্কদের অনুপাত (৬০ বছর বা তার উর্ধ্বে) বৃদ্ধি পেয়েছে। শাহ লিখেছেন -

> *"আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে কী ধরনের পরিবারে এই বয়স্ক মানুষেরা থাকেন? আমি জানাচ্ছি, তাদের বেশিরভাগই যৌথ পরিবারে থাকেন।"*
> *(শাহ ১৯৯৮)।*

এটিও একটি বৃহত্তর সামান্যীকরণ। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দীপনা আমাদের কোনো সাধারণ জ্ঞানলব্ধ ধারণার যেমন যৌথ পরিবার দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে ইত্যাদিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার বিরুদ্ধে সচেতন করে। সাথে সাথে আমাদের তুলনামূলক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে ।

মহিলা প্রধান পরিবার সমূহ

যখন পুরুষেরা শহরাঞ্চলে চলে আসে, তখন মহিলাদের লাঙল চালানো এবং কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকেই পরিবারের সমস্ত চাহিদাপূরণ করতে হয়। এই ধরনের পরিবারকে মহিলা প্রধান পরিবার বলা হয়। বৈধব্যের ফলেও এই ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হতে পারে অথবা যখন কোনো স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে এবং তার স্ত্রী, বাচ্চা বা অন্যান্য নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরও টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়। তখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় মহিলাদেরকেই তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। দক্ষিণ পূর্ব মহারাষ্ট্র এবং উত্তর প্রদেশের উপজাতি গোষ্ঠী কোলামদের মধ্যে মহিলা প্রধান পরিবার একটি স্বীকৃত নিয়ম।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে কীভাবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। বাসস্থানের নিয়মানুসারে, কিছু সমাজ তাদের বিবাহ ও পারিবারিক প্রথায় মাতৃআবাসিক এবং অন্যেরা হল পিতৃআবাসিক। প্রথম ক্ষেত্রে নবদম্পতি স্ত্রী-এর বাবা মায়ের সঙ্গে থাকে, যেখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দম্পতি স্বামীর বাবা মায়ের সঙ্গে থাকে। একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় পুরুষেরাই কর্তৃত্ব করে ও প্রাধান্য লাভ করে এবং মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলারাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। আবার যেখানে মাতৃবংশানুক্রমিক (matrilineal) সমাজ রয়েছে সেখানে মাতৃতান্ত্রিক (matrierchal) পরিবার-ই হবে এমন কথা নেই।

পরিবারগুলো অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গো যুক্ত এবং পরিবার পরিবর্তনশীল : (Families are Linked to other Social Spheres and Families Change)

অনেক সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা পরিবারকে অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক ভাবে দেখি। তথাপি, তোমরা নিজেরাই দেখবে পরিবার, বাসস্থান, তার কাঠামো এবং নিয়মগুলো বাকি সমাজের সঙ্গো নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর একটা আকর্ষণীয় উদাহরণ হল জার্মান সংযুক্ত হবার অনিচ্ছাকৃত পরিণামগুলো। ১৯৯০ সালে জার্মান সংযুক্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে

কীভাবে পরিবার ও বাসস্থান পৃথক হয় লক্ষ কর।

কাজ এবং গৃহ ।

সেখানে দ্রুত বিবাহের হার কমতে থাকে কারণ নতুন জার্মান রাষ্ট্রে সংযুক্তির পূর্বে চালু থাকা সমস্ত পরিবার সুরক্ষা ও কল্যাণকর প্রকল্পগুলো তুলে নেওয়া হয়। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে মানুষ বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এটিকে অনিচ্ছাকৃত পরিণাম হিসাবেও দেখা যেতে পারে। (চ্যাপ্টার-১)

বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর কারণে পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে পারে কিন্তু এই পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সকল দেশ বা অঞ্চলের ক্ষেত্রে একই রকম হবে তার মানে নেই। তদুপরি, পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে পুরোনো নিয়ম ও কাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা সহবস্থান করে।

পরিবার কতটা লিঙ্গাভিত্তিক ?

(How gendered is the family?)

পুত্রসন্তান বাবা-মাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করবে এবং কন্যাসন্তান বিয়ে হয়ে শ্বশুরালয়ে চলে যাবে এই সাধারণ বিশ্বাসের কারণে শিশুপুত্রের জন্য পরিবারে অনেক বেশি বিনিয়োগ করা হয়। যদিও জীববিদ্যা অনুসারে শিশুকন্যার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শিশুপুত্রের চেয়ে বেশি তবুও ভারতবর্ষে শিশুকন্যা মৃত্যুর হার শিশুপুত্র মৃত্যুর তুলনায় অনেক বেশি।

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

(The Institution of Marriage) :

ঐতিহাসিক ভাবে বিভিন্ন সমাজে বিবাহের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়।

এটাও দেখা গেছে পরিবারগুলোর ভূমিকাও বিভিন্ন।

কাজ - ২

একটি তেলেগু কথনে বলা হয় : "মেয়েকে বড় করা হল অনেকটা অন্যের বাগানে অন্যের গাছে জল দেবার মতো।"

এই ধরনের আরো বিপরীত কথনের অনুসন্ধান কর। কীভাবে এই প্রচলিত কথনগুলো সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে প্রতিফলিত করে তা আলোচনা করো।

ভারতবর্ষে ১৯০১-২০১১ র মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত

সাল	লিঙ্গ অনুপাত	সাল	লিঙ্গ অনুপাত
১৯০১	৯৭২	১৯৬১	৯৪১
১৯১১	৯৬৪	১৯৭১	৯৩০
১৯২১	৯৫৫	১৯৮১	৯৩৪
১৯৩১	৯৫০	১৯৯১	৯২৬
১৯৪১	৯৪৫	২০০১	৯৩৩
১৯৫১	৯৪৬	২০১১	৯৪০

কন্যাভ্রুণ হত্যার ফলে লিঙ্গ অনুপাত হঠাৎ হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ১৯৯১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৩৪, ২০০১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯২৭। শিশুদের লিঙ্গ অনুপাতের হ্রাস আরো বেশি ভীতিকর। উন্নতিশীল রাজ্যগুলো যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে এই অবস্থা আরো মারাত্মক। পাঞ্জাবে শিশু লিঙ্গ অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছে ১০০০ ছেলেতে ৭৯৩টি মেয়ে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু জেলায় এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭০০-র নীচে।

প্রকৃত পক্ষে, বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে এর রীতি ও প্রথাগুলোর বিস্ময়কর পার্থক্য উদ্ঘাটিত হয়।

> **কাজ - ৩**
> বিভিন্ন সমাজে বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত কর।

বিবাহের প্রকারভেদ
(Forms of Marriage)

বিবাহের বহু প্রকারভেদ রয়েছে। এই প্রকারভেদগুলো সঙ্গীর সংখ্যা এবং কে, কাকে বিবাহ করতে পারবে সেই নিয়মনীতিগুলোর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। বিবাহের সঙ্গীর বৈধ সংখ্যার ভিত্তিতে বিবাহ দুই প্রকার হয়ে থাকে, একক বিবাহ ও বহু বিবাহ। একক বিবাহে একজন ব্যক্তির একই সময়ে শুধুমাত্র একজন সঙ্গী থাকতে পারে। এই ব্যবস্থা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন পুরুষের কেবলমাত্র একটি স্ত্রী থাকতে পারে এবং একজন মহিলার কেবলমাত্র একজন স্বামী থাকতে পারে। এমনকি যেখানে বহুবিবাহ স্বীকৃত, সেখানেও বাস্তব ক্ষেত্রে একক বিবাহের বহুল প্রচলন থাকে।

অনেক সমাজে এমন স্বামী/স্ত্রী মারা গেলে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তারা একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক সঙ্গীকে বিবাহ করতে পারে না। এই ধরনের একক বিবাহকে বলে ক্রমিক একক বিবাহ (Serial monogamy)। বহুক্ষেত্রেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর পুন:বিবাহ পুরুষদের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম। কিন্তু তোমরা সবাই জানো যে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের অধিকার অস্বীকার করা হত যে কারণে উনবিংশ শতকে সংস্কার আন্দোলনের একটি প্রধান প্রচারের বিষয় ছিল বিধবা বিবাহ। হয়তো তোমরা জানো না যে বর্তমানে আধুনিক ভারতে সমস্ত মহিলাদের প্রায় ১০ শতাংশ এবং পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সের মহিলাদের ৫৫ শতাংশই হল বিধবা (চেন ২০০০:৩৫৩)।

বহুবিবাহ বলতে একই সময়ে একাধিক সঙ্গীকে বিবাহ করাকে বোঝায়। এটি দুই ধরনের হতে পারে বহুপত্নীক (Polygyny) (একজন স্বামীর দুই বা ততোধিক স্ত্রী) অথবা বহুপতিক (Polyandry) (একজন স্ত্রীর দুই বা ততোধিক স্বামী)। সাধারণত যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা কঠোর সেই সমাজে বহুপত্নিক বিবাহ দেখা যায় কারণ সেই অবস্থায় একজন পুরুষ যথাযথভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরনপোষণ করতে পারে না। আবার অত্যন্ত দারিদ্র্যতা কোনো গোষ্ঠীকে তার জনসংখ্যা সীমিত করতে চাপসৃষ্টি করতে পারে।

বিবাহ সম্বন্ধের বিষয় : নিয়মাবলী ও বিধানসমূহ
(The Matter of Arranging Marriages: Rules and Prescriptions)

কিছু সমাজে সঙ্গী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত পরিবার বা আত্মীয়রা নিয়ে থাকেন, অন্যান্য সমাজে ব্যক্তি তার নিজের সঙ্গী নির্বাচনের বিষয়ে তুলনামূলক ভাবে স্বাধীন হয়।

অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহের নিয়ম
(Rules of Endogamy and Exogamy) :

কিছু সমাজে এইধরনের বিধিনিষেধ অনেক লঘু যেখানে অন্যান্য সমাজে কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করা যাবে বা যাবে না। তা অনেক সুস্পষ্টভাবে ও নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বলা থাকে। সঙ্গী নির্বাচনের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার নিয়মনীতির ভিত্তিতে বিবাহের দুটি প্রকারভেদ রয়েছে যথা অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ।

অর্ন্তবিবাহে ব্যক্তিকে তার সংস্কৃতি নির্ধারিত গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠীর সে নিজেও সদস্য, তার মধ্যে থেকে সঙ্গী নির্বাচন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাতি হল অন্তর্বিবাহ গোষ্ঠী। বহির্বিবাহ হল অন্তর্বিবাহের বিপরীত। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে তার নিজের গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করতে হয়। অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ কতগুলো আত্মীয়তার সম্পর্ক যেমন গোত্র, জাতি, রেসিয়াল (racial), এথনিক (ethnic) বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গের সম্পর্কিত। উত্তর ভারতের কিছু অংশে গ্রাম বহির্বিবাহ প্রথা চালু আছে। গ্রাম বহির্বিবাহ সুনিশ্চিত করে যে মেয়েদের বাড়ির থেকে অনেক দূরের গ্রামে বিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থায় স্ত্রীর তার শ্বশুরবাড়িতে তার নিজের আত্মীয়দের হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বচ্ছন্দে অবস্থান্তর ও সমন্বয় সুনিশ্চিত করে। ভৌগোলিক দূরত্ব ও পিতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থার অসম সম্পর্ক বিবাহিত কন্যার তার বাবা মায়ের সাথে বেশি দেখা হবার সুযোগ না পাওয়াকেও সুনিশ্চিত করে। তাই বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াটা একটা দু:খজনক ঘটনা এবং এগুলো লোকগীতির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যা বিচ্ছেদের যন্ত্রনাকে তুলে ধরে।

বাবা, আমরা পাখির ঝাঁকের মত
আমাদের দূরে উড়ে যেতে হবে, আমাদের যাত্রা
অনেক দূর হবে,
আমরা জানি না কোথায়,
কোন্ দেশে যাব।
বাবা, আমার পালকি তোমার বাড়ির ভেতর থেকে
যাবেনা
(কারণ এর দরজা খুব ছোটো)
কন্যা, আমি একটা ইঁট খুলে নেব
(তোমার পালকি যাবার জন্য রাস্তা বড়ো করে দিতে)
তুমি অবশ্যই তোমার বাড়ি যাবে।

(ছানানা ১৯৯৩:ws২৬)

দোল দোল দুলুনি, রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে এখনি নিয়ে যাবে তখনি
ঢাক বাজবে জোরে জোরে, সানাই বাজবে সুরে সুরে
এক অজানা পুরুষ আমায় নিয়ে যেতে এসেছে
এস এস সখী, নিয়ে সকল খেলনা বাটি
অপরিচিত ঠিকানায় যাবার আগে
এস শেষবারের মত খেলি।

(দুবে ২০০১:৯৪)

কাজ -৪

বিভিন্ন প্রকার বিয়ের গান সংগ্রহ কর এবং কীভাবে তারা বিবাহের সামাজিক বৈচিত্র্য ও লিঙ্গাভিত্তিক সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে তা আলোচনা করো।

কাজ - ৫

তোমরা কি কখনও পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখেছ? তোমাদের শ্রেণিকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে বিভিন্ন খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ও ইন্টারনেট এর বিজ্ঞাপনগুলো দেখ। কী খুঁজে পেলে তা আলোচনা কর। তোমাদের কি মনে হয় অন্তর্বিবাহ এখনও প্রভাববিস্তারকারী নিয়ম? কীভাবে এটি বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচনকে বুঝতে সাহায্য করে? আরো গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এগুলো সমাজের কী ধরনের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে?

কয়েকটি প্রাথমিক ধারণার সংজ্ঞা, বিশেষত পরিবার, আত্মীয়তা ও বিবাহ : (Defining Some Basic Concepts, Particularly those of Family, Kinship and Marriage)

পরিবার হল কিছু মানুষের সমষ্টি যারা সরাসরি আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত এবং যাদের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্বগ্রহণ করেন।

আত্মীয়তার বন্ধন হল ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যা বিবাহসূত্রে বা বংশানুক্রমে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের (মা, বাবা, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি) মধ্যে গড়ে উঠে। বিবাহ হল দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং অনুমোদিত যৌন সম্পর্ক। যখন দুজন ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তারা পরস্পরের আত্মীয় হয়ে যায়। এছাড়াও বিবাহবন্ধন আরো বৃহত্তর পরিসরে মানুষকে সম্পর্কযুক্ত করে। বিবাহের ফলে একজন সঙ্গীর বাবা-মা, ভাই-বোন অন্যান্য রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা অপর সঙ্গীরও আত্মীয়ে পরিণত হয়।

যে পরিবারে ব্যক্তির জন্ম হয় তাকে বলে family of orientation এবং যে পরিবারে ব্যক্তির বিবাহ হয় তাকে বলে family of procreation যে আত্মীয়রা রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত তাদের বলে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় (Consanguinal kin) এবং যেসব আত্মীয় বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত তাদের বলা হয় বিবাহ সম্পর্কের আত্মীয় (affines)। এর পরের অংশে অর্থাৎ কাজ ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় তোমরা দেখবে কীভাবে পরিবার ও অর্থনৈতিক জীবন পরস্পরের সঙ্গো গভীরভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

III

কাজ এবং অর্থনৈতিক জীবন (Work and Economic Life) :

কাজ কী ? (What is Work?) :

বাচ্চা এবং অল্পবয়সি ছাত্র অবস্থায় আমরা কল্পনা করি যে বড়ো হলে আমরা কী ধরনের 'কাজ' করব। এখানে 'কাজ' বলতে স্পষ্টভাবে বোঝায় বেতনযুক্ত চাকরি। আধুনিক যুগে 'কাজ' বলতে প্রধানত একেই বোঝায়।

বাস্তবে এটি হল অতিসরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক ধরনের কাজই বেতনযুক্ত চাকরির মধ্যে পড়ে না। অবিধিবন্ধ অর্থনীতিতে অনেক কাজই সরকারি কর্ম পরিসংখ্যানের তালিকায় সরাসরি অন্তর্ভুক্ত নয়। অবিধিবন্ধ অর্থনীতি বলতে বোঝায় নিয়মিত চাকরির পরিধির বাইরে সংঘটিত লেনদেন, যা কখনও সেবার পরিবর্তে অর্থপ্রদান হতে পারে, কিন্তু প্রায়ই সরাসরিভাবে পণ্য ও সেবার লেনদেন এর সঙ্গো জড়িত।

আমরা কাজকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি তা সে বেতনযুক্ত হোক বা অবৈতনিক, — কাজ বলতে বোঝায় কিছু কর্ম সম্পাদন করা যার জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং যার উদ্দেশ্য হল মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য পণ্য ও সেবার উৎপাদন।

এমন কোনো পেশা ছিল না যা টিনির দিদিমা ঠাকুমা তার জীবনের কোনো-না-কোনো সময় গ্রহণ করেননি। বৃদ্ধা বয়সে যখন নিজেরই কাপটুকু তোলারও তার সামর্থ ছিল না। তখন তিনি দিনে দুবেলা খাবার আর পুরোনো কাপড়ের বিনিময়ে লোকের বাড়ি কাজ শুরু করেছিলেন। এইসব 'অস্বাভাবিক/টুকিটাকি কাজ' কী সেটা তারাই জানেন যারা এই বয়সেও নিজেদের কাজে বহাল রাখেন যে বয়সে তাদের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গো হাসাহাসি বা খেলাধূলার সময়। যেকোনো নীরস কাজ যেমন বাচ্চার ঝুনঝুনি নাড়ানো বা মালিকের মাথা টিপে দেওয়া এইসব 'টুকিটাকি/অস্বাভাবিক কাজের' মধ্যে পড়ে। (চুগতাই, Chugtai ২০০৪:১২৫)

তোমার দেখা কোনো বই চলচ্চিত্র বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ধরনের 'কাজ'-এর উদাহরণ খুঁজে বের করে আলোচনা করো।

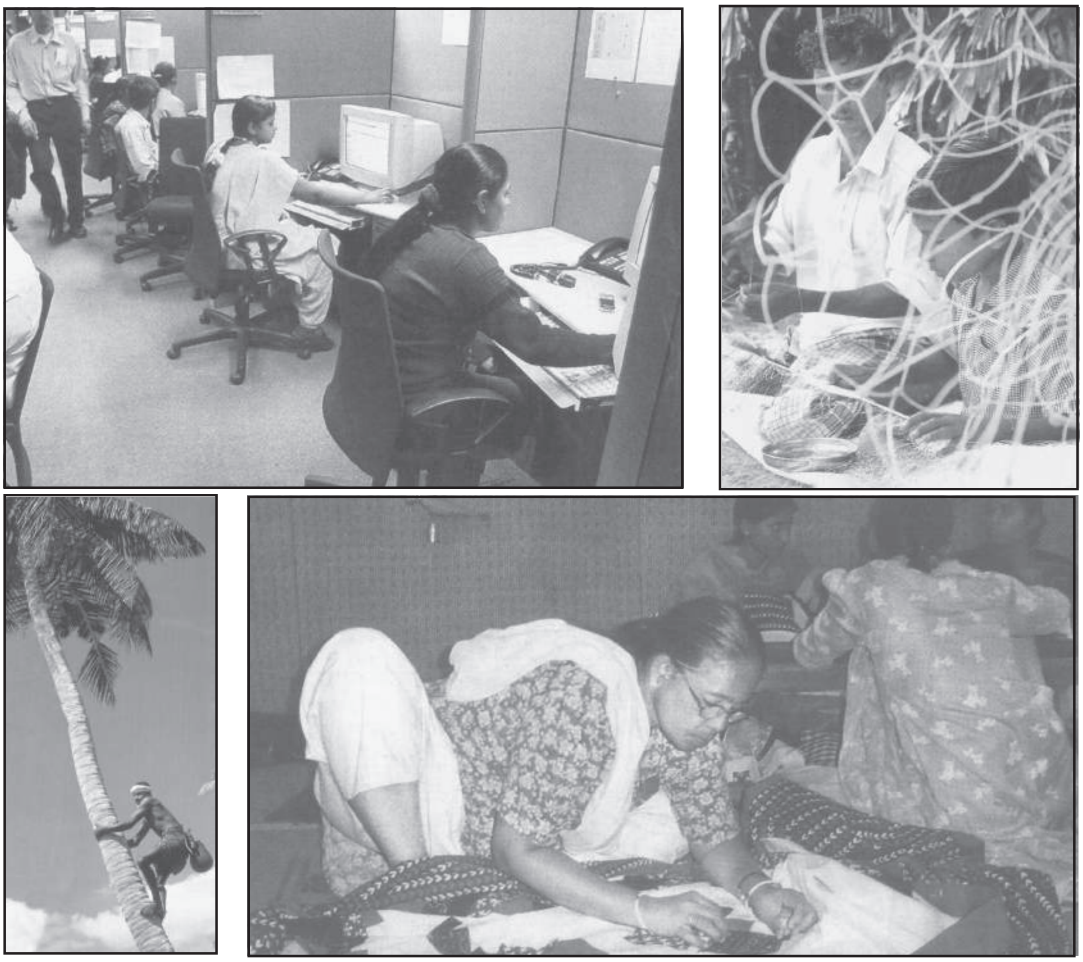

কাজের ধরন

আধুনিক কাজের ধরন এবং শ্রমবিভাজন (Modern Forms of Work and Division of Labour)

প্রাক্-আধুনিক সমাজে বেশিরভাগ মানুষ মাঠে কাজ করত অথবা পশুপালন করত। শিল্পোন্নত সমাজে জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ কৃষিকাজে যুক্ত এবং কৃষিরও এখন শিল্পায়ন ঘটেছে সেখানে মানুষের বদলে যন্ত্রের মাধ্যমেই বেশিরভাগ কৃষিকাজ হয়। ভারতের মতো দেশে জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশ গ্রামে বাস করে এবং তারা কৃষিজীবি অথবা গ্রাম ভিত্তিক পেশাগুলোর সঙ্গো যুক্ত।

কাজ -৬

ভারতবর্ষে গ্রামভিত্তিক পেশায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত বের করো। সেই সমস্ত পেশার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

ভারতবর্ষে এর পাশাপাশি অন্য প্রবণতাও দেখা যায় যেমন চাকুরী ক্ষেত্র (Service sector) বৃদ্ধি পাওয়া।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জটিল শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার অস্তিত্ব। কাজকে এখন অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের পেশায় ভাগ করা হয় এবং সেগুলোতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। চিরাচরিত ব্যবস্থায় কৃষিকাজের বাইরে পেশা বলতে হস্তশিল্পের দক্ষতাকে বোঝানো হত। এই হস্তশিল্প দীর্ঘদিনের শিক্ষানবিশি থেকে শিখতে হত এবং শিল্পীরা সাধারণত উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু থেকে শেষ সব ধরনের কাজই নিজেরা করত।

আধুনিক সমাজ কাজের অবস্থান পরিবর্তনেরও সাক্ষী। শিল্পায়নের আগে, বেশিরভাগ কাজই বাড়িতে হত এবং বাড়ির সকল সদস্যরা সম্মিলিতভাবে সেই কাজ সম্পাদন করত। শিল্প প্রযুক্তি যেমন বিদ্যুৎ ও কয়লা চালিত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অগ্রগতির সাথে সাথে বাড়ি ও কর্মস্থল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদি উদ্যোগপতিদের মালিকানাধীন ফ্যাক্টারিগুলো শিল্প উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

কাজ - ৭

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে চাকুরিক্ষেত্রে কোনোরকম পরিবর্তন এসেছে কিনা খুঁজে দেখ। এই ক্ষেত্রগুলো কী কী ?

ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গেলে শ্রমিকদের কোনো বিশেষ কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয় এবং এই কাজের বিনিময়ে তিনি মজুরি পান। ম্যানেজারেরা সমস্ত কাজ দেখাশোনা করেন, যেহেতু তাদের দায়িত্ব হল শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো এবং নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা।

কাজ - ৮

তুমি কি কোনো দক্ষ বয়ন-শিল্পীকে কাজ করতে দেখেছ? একটি শাল তৈরি করতে কতক্ষণ লাগে তা জানতে চেষ্টা করো।

আধুনিক সমাজগুলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার চূড়ান্ত বিস্তৃতি। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীব্যাপি অসংখ্য শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে আধুনিক সমাজের বেশিরভাগ মানুষই তাদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করেনা, নিজের বাড়ি নিজেরা বানায় না এবং যেসব বস্তু বা দ্রব্য তারা ব্যবহার করে তা তারা উৎপাদন করে না।

কাজ - ৯

তুমি যে সমস্ত খাবার খাও, তোমার বাড়ি তৈরিতে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার হয়েছে এবং তুমি যেসব পোশাক পর তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর। কারা, কীভাবে এগুলো তৈরি করে তা অনুসন্ধান করো।

কাজের রূপান্তর (Transformation of Work) :

শিল্প প্রক্রিয়ায় কাজকে কিছু সরল ক্রিয়াপ্রণালিতে ভাগ করা হয় যা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগঠিত ও পরিচালিত। গণউৎপাদন ব্যবস্থায় গণ বাজারে প্রয়োজন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

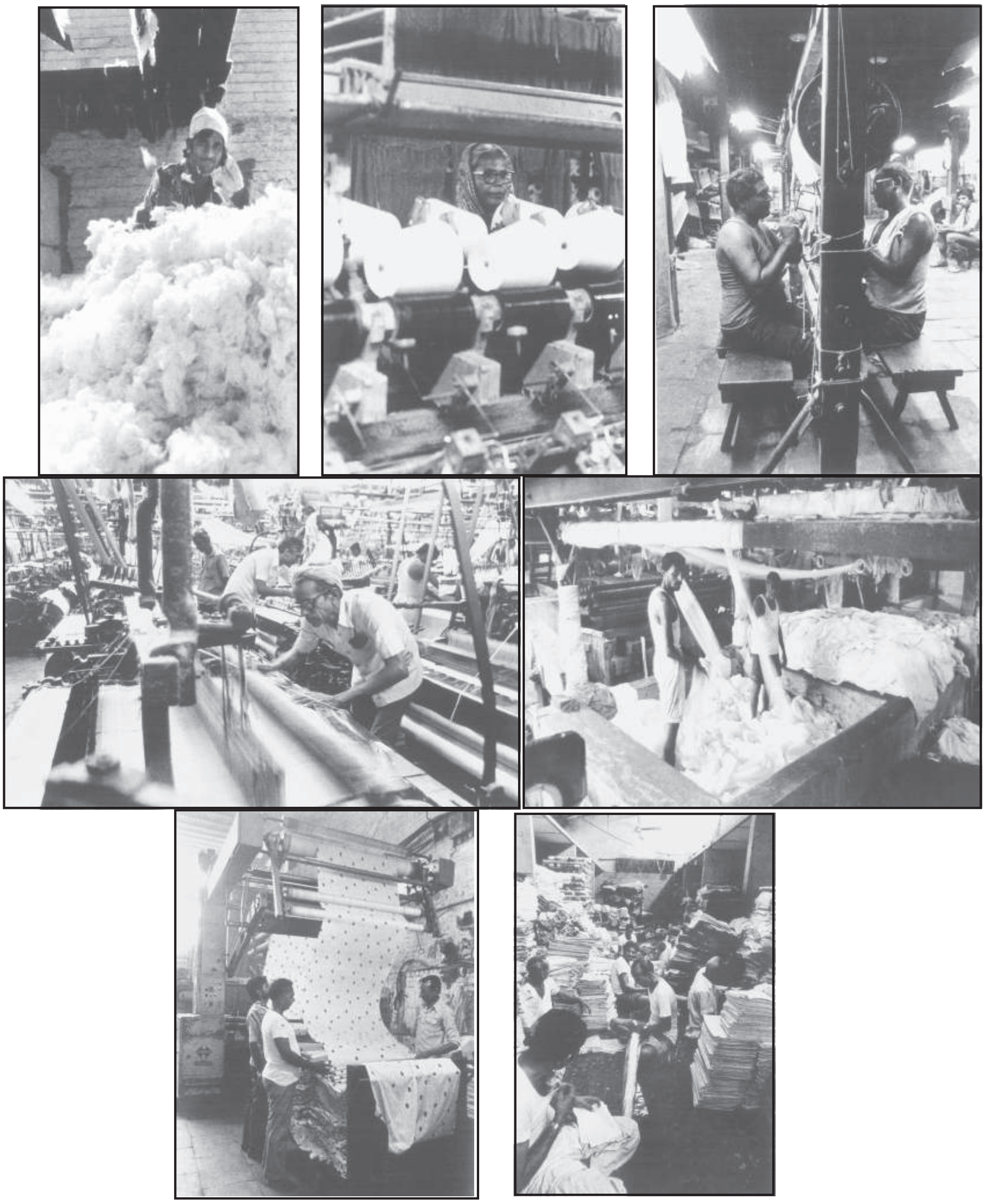

ফ্যাক্টরিতে এই দুই ধরনের কাপড় উৎপাদনের চিত্র থেকে দুই ধরনের উৎপাদনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

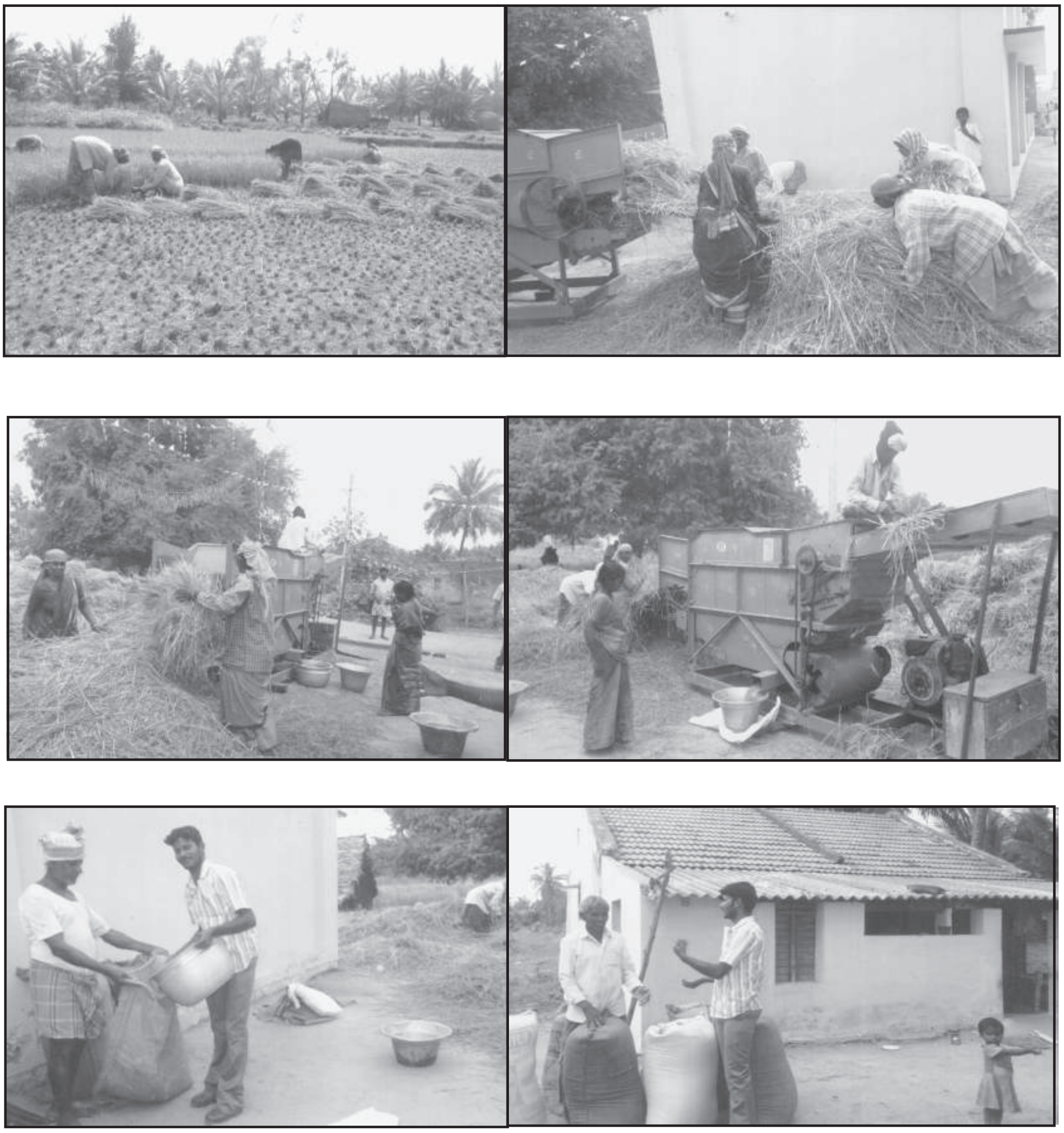

গ্রামে ধান মাড়াই এর পদ্ধতি।

উদ্ভাবন হল যন্ত্রাংশ জুড়ে দেবার চলমান পদ্ধতি। আধুনিক শিল্প উৎপাদনের জন্য দামি যন্ত্রপাতি এবং নজরদারি বা তত্ত্বাবধানে মাধ্যমে কর্মচারীদের নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষন করা প্রয়োজন।

গত কয়েক দশক ধরে 'নমনীয় উৎপাদন (flexible production) এবং 'কাজের বিকেন্দ্রীকরণ'-এ (decentralisation of work) মত পরিবর্তন এসেছে। এটা মনে করা হয় যে এই বিশ্বায়নের যুগে, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবর্তিত বাজারের পরিস্থিতি অনুসারে উৎপাদন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে এবং শ্রমিকদের ওপর এর প্রভাব কী, তা বুঝতে ব্যাঙ্গালোরের পোশাক শিল্প সম্পর্কে একটি গবেষণার উদ্ধৃতিটি পড়।

এই শিল্পটি অবশ্যই একটি দীর্ঘ সরবরাহ শৃঙ্খল এর অংশ, এবং উৎপাদকের স্বাধীনতা এক্ষেত্রে খুবই সীমিত। বাস্তবে পরিকল্পক বা ডিজাইনার এবং সাধারণ ক্রেতার মাঝে একশোরও বেশি ক্রিয়াপ্রণালী থাকে। এই শৃঙ্খলের মধ্যে শুধুমাত্র ১৫টি উৎপাদক এর হাতে থাকে। মজুরী বাড়ানোর জন্য কোনো বড়ো বিক্ষোভ হলে উৎপাদকেরা তাদের কাজগুলো অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করেন যেখানে শ্রমিক সংগঠনগুলো পৌছতে পারবেনা ... তাই তা বর্তমান ন্যূনতম মজুরীর দাবিই হোক অথবা এর প্রকৃত উর্ধ্বমুখী সংস্করণের দাবি হোক, এর জন্য প্রয়োজন খুচরো বিক্রেতাদের সমর্থন অর্জন যাতে সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোর ওপর মজুরী বাড়াবার জন্য এবং তার কার্যকরী প্রয়োগের জন্য চাপ সৃষ্টি করা যায়। তাই এখানে একটি আন্তর্জাতিক অভিমত সম্মেলন স্থান (International opinion forum) গড়ে তোলার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। (রায় চৌধুরী ২০০৫:২২৫৪)

উপরের রিপোর্টটি ভালো করে পড়। কীভাবে নতুন উৎপাদনের সংগঠনগুলো এবং দেশের বাইরের ক্রেতাদের একটি অংশ অর্থনীতি এবং উৎপাদনের রাজনীতিতে পরিবর্তন এনেছে তা লক্ষ্য করো।

IV

রাজনীতি (Politics) :

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়ে সম্পর্কিত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ত্ব। ক্ষমতা বলতে অন্যদের বিরোধীতা সত্ত্বেও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজেদের ইচ্ছানুসারে কাজ করার সামর্থ্যকে বোঝায়। এর অর্থ হল যারা ক্ষমতার অধিকারী তারা অন্যদের অনিচ্ছার বিনিময়ে এই ক্ষমতা বজায় রাখে। সমাজে সীমিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা আছে এবং কেউ সেই ক্ষমতা পেলে বাকিরা পাবে না। অন্যভাবে বললে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষমতা অধিকার করে না, এই ক্ষমতা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ক্ষমতার এই ধারণাটি যথেষ্ট ব্যাপক। পরিবারের বড়োরা যারা বাচ্চাদের বাড়ির কাজের দায়িত্ব স্থির করেন তাদের থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা যিনি শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধ্য করান, কোনো ফ্যাক্টরির ম্যানেজার যিনি কর্মচারীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন বা রাজনৈতিক নেতারা যারা তাদের দলের কর্মসূচী নির্ধারণ করেন তারা প্রত্যেকেই ক্ষমতার অধিকারী। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার ক্ষমতা থাকে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। কোনো রাজনৈতিক দলের সভাপতির কোনো সদস্যকে দল থেকে বের করে দেবার ক্ষমতা থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এমন ক্ষমতা থাকে যার ফলে বাকিরা তাদের ইচ্ছা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে

রাজনৈতিক কাজকর্ম বা রাজনীতিকে ক্ষমতার সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা হয়।

কিন্তু কীভাবে এই ক্ষমতা লক্ষ্যপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়? কেন মানুষ অন্যের নির্দেশ মেনে চলে? এর উত্তর পাওয়া যাবে কর্তৃত্বের ধারণার মধ্যে। ক্ষমতা প্রয়োগ হয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে। কর্তৃত্ব হল সেই ক্ষমতা যা বৈধ হিসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ, যে ক্ষমতাকে সঠিক ও উচিত বলে মেনে নেওয়া হয়। বৈধতার ওপর ভিত্তি করায় এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। সাধারণভাবে মানুষ সেইসব কর্তৃত্বের ক্ষমতাকে মেনে নেয় যাদের নিয়ন্ত্রণকে তারা ন্যায্য এবং সমর্থনযোগ্য বলে মনে করে। এই বৈধতাপ্রদানের প্রক্রিয়ায় কিছু আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

রাষ্ট্রবিহীন সমাজ
(Stateless Societies) :

বিগত ষাট বছর ধরে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের রাষ্ট্রবিহীন সমাজের ওপর প্রায়োগিক গবেষণায় দেখা গেছে কীভাবে আধুনিক সরকারি ব্যবস্থাপনা ছাড়াই সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হত। সেই সমস্ত সমাজে বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিরোধীতা, আত্মীয়তা, বিবাহ এবং বাসস্থান ভিত্তিক মৈত্রী সম্পর্ক এবং বন্ধুবান্ধব ও শত্রুদের সম্মিলিত আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখা যেত।

আমরা জানি যে আধুনিক রাষ্ট্রে বিধিবন্ধ পদ্ধতিগুলোর একটি নির্দিষ্ট সুস্থির কাঠামো রয়েছে। তবুও উপরোক্ত রাষ্ট্রবিহীন সমাজের অবিধিবন্ধ প্রক্রিয়াগুলোর কিছু কি রাষ্ট্রযুক্ত সমাজে দেখতে পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রের ধারণা
(The Concept of the State) :

যখন কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোনো রাজনৈতিক সরকারি ব্যবস্থাপনা (যেমন সংসদ বা মহাসভার মতো প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তারা)-য় শাসন চালায় তখন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। সরকারি কর্তৃত্ব আইন ব্যবস্থা দ্বারা এবং এর নীতি প্রয়োগের জন্য মিলিটারি শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতার কারণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রাষ্ট্র সমাজের সমস্ত অংশের স্বার্থ রক্ষা করে। অপরপক্ষে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র সমাজের প্রভাবশালী অংশের প্রতিভূ হিসাবে দেখা হয়।

আধুনিক সমাজ প্রাচীন সমাজের থেকে অনেক পৃথক। বর্তমান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌম ক্ষমতা, নাগরিক অধিকার এবং অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আদর্শ। সার্বভৌম বলতে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর রাষ্ট্রের অবিতর্কিত রাজনৈতিক শাসনকে বোঝায়।

সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোতে প্রথমেই নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। এই অধিকার মূলত সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এর ফলে সম্রাটদের ক্ষমতা সীমিত হয়েছে অথবা তাদের সক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ পতন ঘটান হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব বা আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হল এধরনের দুটি আন্দোলনের উদাহরণ।

নাগরিক অধিকার বলতে অসামরিক বা নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সমূহকে বোঝানো হয়েছে। নাগরিক অধিকার ব্যক্তিকে তার ইচ্ছামত জায়গায় বাস করার অধিকার বাক্‌স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং আইনের চোখে সমানাধিকার দেয়। রাজনৈতিক অধিকার ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অংশগ্রহণ করার অধিকার দেয়। বেশিরভাগ দেশে সরকার সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক ছিল।প্রথম দিকে শুধুমাত্র মহিলারাই নন, পুরুষদের একটি বড়ো অংশও ভোটাধিকারে বঞ্চিত ছিল কারণ এই অধিকার পাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির মালিকানা থাকা

কাজ -১০

বিভিন্ন দেশে মহিলারা কবে ভোটাধিকার পেয়েছে তা খুঁজে দেখো। কেন তোমাদের মনে হয় ভোটাধিকার ও সরকারি পদাধিকার পাওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক কম? সংসদ ও অন্যান্য সংগঠনে মহিলাদের সীমিত প্রতিনিধিত্ব বোঝার ক্ষেত্রে কি ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা? পরিবার ও বাড়ির বর্তমান শ্রমবিভাজন কি মহিলাদের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণে প্রভাব ফেলে? সংসদে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি কেন উঠেছে তা খুঁজে দেখো।

আবশ্যিক ছিল। মহিলাদের ভোটাধিকার পাবার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়।

তৃতীয় প্রকার নাগরিক অধিকার হল সামাজিক অধিকার। এর অন্তর্গত হল প্রতিটি ব্যক্তির কিছু ন্যুনতম অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং নিরাপত্তার অধিকার। এই অধিকারগুলো হল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধার অধিকার, বেকার ভাতা, ন্যুনতম মজুরি ইত্যাদি। সামাজিক ও কল্যাণকর অধিকারগুলোর বিস্তৃতির ফলে কল্যাণকারী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এবিষয়ে বহু প্রসারিত বিধান রয়েছে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এধরণের সুবিধার প্রায় অস্তিত্ব ছিলনা। বর্তমানে সারা বিশ্বে এধরণের সামাজিক অধিকারকে রাষ্ট্রের দায়ভার হিসাবে সমালোচনা করা হয় এবং একে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দেখা হয়।

জাতীয়তাবাদ বলতে কিছু প্রতীক ও বিশ্বাসের সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলো একটি অবিভক্ত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অংশিদারিত্বের বোধের জন্ম দেয়। তাই ব্যক্তি ‘ব্রিটিশ’, ‘ভারতীয়’, ‘ইন্দোনেশিয়ীস’ বা ‘ফরাসি’ হিসাবে গর্ববোধ করে এবং একাত্মবোধ করে। সম্ভবত: ব্যক্তি সবসময় কোনো না কোনো প্রকার সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধ বা অভিন্নতা অনুভব করে যেমন তাদের পরিবার, গোত্র বা ধর্মীয় সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদ আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের সাথে সাথে গড়ে ওঠে। আধুনিক বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হল বিশ্ব বাজারে দ্রুত বিস্তার এবং গভীর জাতীয়তাবোধ এবং দ্বন্দ্ব।

সমাজতত্ত্ব বিধিবদ্ধ সরকারি ব্যবস্থার বাইরেও আরো বৃহত্তর ক্ষমতার অধ্যয়নের ব্যাপারে উৎসাহী। সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন দল, বিভিন্ন শ্রেণি, বিভিন্ন জাতি এবং রেস (race), ভাষা ও ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

কাজ-১১

বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো যেখানে সামাজিক অধিকার দেওয়া হয়নি। এর জন্য কী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা খুঁজে দেখো। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিনা তা আলোচনা করো।

কাজ-১২

বিশ্বের আন্ত:সম্পর্ক বৃদ্ধির ঘটনা এবং এথনিক, ধর্মীয় ও জাতীয় দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্তগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। এক্ষেত্রে রাজনীতি ও অর্থনীতির কেমন ভূমিকা থাকতে পারে তা আলোচনা করো।

মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনের ব্যাপারে আগ্রহী। সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংঘ যেমন রাষ্ট্রের আইনপ্রণেতা, নগর পরিষদ এবং রাজনৈতিক দলই নয় বরং বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মতো সংঘও, যাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অরাজনৈতিক। সমাজতত্ত্বের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। এর অধ্যয়নের ব্যপ্তি আন্তর্জাতিক আন্দোলন (যেমন নারী অথবা পরিবেশ) থেকে শুরু করে গ্রাম্য সংঘাত পর্যন্ত।

V

ধর্ম (Religion) :

অতি প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম অধ্যয়ন এবং ভাবনার একটি বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি সমাজ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মতামত কীভাবে ধর্মীয় মতামতের চেয়ে আলাদা। ধর্ম সম্পর্কে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অধ্যয়ন এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন অনেকাংশে পৃথক। প্রথমত, এটি সমাজে ধর্মের প্রকৃত ভূমিকা কী সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতাজনিত অধ্যয়ন করে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্কও দেখে। দ্বিতীয়ত, এটি তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে। তৃতীয়ত, এটি সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো অন্বেষণ করে।

অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি (empirical method) বলতে বোঝায় সমাজতত্ত্ব ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে কোনো বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রাখে না। তুলনামূলক পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সবধরনের সমাজকে একই অবস্থানে নিয়ে আসে। এর ফলে পক্ষপাতিত্ব ও পূর্বধারণা বা সংস্কার ছাড়াই গবেষণা সম্ভব হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় ধর্মীয় জীবনকে গার্হস্থ্য জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বোঝার চেষ্টা করা। ধর্মবিশ্বাস ও রীতিগুলো বিভিন্ন সংস্কৃতিতে পৃথক হলেও সমস্ত সমাজেই ধর্ম রয়েছে। সব ধর্মেরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো হল :

- সম্ভ্রম ও সম্মান উদ্রেককারী কিছু প্রতীক
- কিছু আচার এবং অনুষ্ঠান।
- ধর্মবিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায়।

ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত আচারগুলো নানাবিধ। ধর্মীয় রীতির অন্তর্গত হল প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ, গান, কিছু বিশেষ ধরনের খাদ্যগ্রহণ (বা সেসব খাদ্যগ্রহণে বাধা দেওয়া), কিছু নির্দিষ্ট দিনে উপবাস ইত্যাদি। যেহেতু ধর্মীয় রীতিগুলো ধর্মীয় প্রতীকগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত সেকারণে এগুলো দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস ও পদ্ধতিগুলোর থেকে পৃথক হয়। ঈশ্বরকে সম্মান জানানোর জন্য প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানোর গুরুত্ব ঘরকে আলোকিত করার জন্য এগুলো জ্বালানোর চেয়ে পুরোপুরি পৃথক। ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় রীতিগুলো পালন করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মেই ধর্মবিশ্বাসীদের সম্মিলিত ভাবে পালনীয় কিছু অনুষ্ঠান থাকে। নিয়মিত অনুষ্ঠানগুলো সাধারণত কিছু বিশেষ স্থান যেমন চার্চ, মসজিদ, মন্দির বা মঠ এ পালন করা হয়ে থাকে।

ধর্ম হল পবিত্র ক্ষেত্র বা জগৎ সম্পর্কিত। একটি পবিত্র ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে বিভিন্ন সদস্যরা কী করেন তা চিন্তা করো। যেমন, নিজের মাথা ঢাকা অথবা না ঢাকা, জুতো খোলা বা কিছু বিশেষ ধরনের পোষাক পরা ইত্যাদি। প্রতি ক্ষেত্রেই একটি বিষয়ে মিল থাকে তা হল পবিত্র স্থান অথবা পরিবেশ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব, স্বীকৃতি ও সম্ভ্রম।

এমিল দুর্খাইম থেকে শুরু করে ধর্ম বিষয়ক সমাজতাত্ত্বিকদের এই পবিত্র (Sacred) ক্ষেত্র সম্পর্কে জানার উৎসাহ ছিল যেগুলো প্রতিটি সমাজেই অপবিত্র

(profane) ক্ষেত্র থেকে পৃথক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পবিত্রের অন্তর্গত হল অতিপ্রাকৃত কিছু উপাদান। অনেক সময় একটা গাছ বা মন্দিরের পবিত্র গুণাগুণ এই বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয় যে এর পেছনে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে। যদিও এটা মনে রাখা দরকার যে কিছু ধর্ম যেমন প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম বা কনফুসিয়ান ধর্মে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা না থাকা সত্ত্বেও কিছু পবিত্র বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি তাদের যথেস্ট শ্রদ্ধা রয়েছে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মকে অধ্যয়ন করতে হলে আমাদের ধর্ম ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। ধর্মের সঙ্গে ক্ষমতা ও রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে, যেমন জাতি বিরোধী আন্দোলন বা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় নয়, এর একটি সার্বজনীন বৈশিস্ট্যও রয়েছে। ধর্মের এই সার্বজনীন দিকটি সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা দেখেছি সমাজতত্ত্ব কীভাবে বৃহত্তর অর্থে ক্ষমতাকে দেখে। তাই সমাজতত্ত্ব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রের সম্পর্কের ব্যাপারে আগ্রহী। প্রাথমিক সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করতেন সমাজের আধুনিকীকরণের সাথে সাথে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্ব কমে আসবে। ধর্মনিরপেক্ষীকরণ (Secularisation) এর ধারণাটি এই পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করে। বর্তমান ঘটনাগুলো সমাজের বিভিন্ন দিকে ধর্মের ধারাবাহিক ভূমিকা নির্দেশ করে। কেন এমন হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

ম্যাক্স ওয়েবারের (1864-1920) একটি বিখ্যাত কাজে দেখা যায় কীভাবে সমাজতত্ত্ব ধর্মের সঙ্গে সমাজ ও অর্থনৈতিক আচরণের অন্যান্য দিকগুলোর সম্পর্ককে দেখে। ওয়েবার মনে করেন একটি অর্থনৈতিক সংগঠন হিসাবে পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রে ক্যালভিনিজম (প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টধর্মের একটি বিভাগ) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। ক্যালভিনিস্টরা মনে করেন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের জন্য, অর্থাৎ পৃথিবীতে আমরা যেসব কাজ করি তা তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য। এর ফলে তুচ্ছ কাজগুলোও ঈশ্বরের আরাধনার অন্তর্গত হয়। ক্যালভিনিস্টরা নিয়তিবাদে এও বিশ্বাসী ছিল, এর অর্থ হল কোনো ব্যক্তি স্বর্গ বা নরকে যাবে কিনা তা পূর্বনির্ধারিত। যেহেতু এটা জানার কোনো উপায় ছিল না যে কোনো ব্যক্তি স্বর্গ বা নরকে যাবে তাই ব্যক্তি তার এই জগতে নিজের পেশার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার চিহ্ন খোঁজার চেস্টা করত। তাই যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজের যেকোনো পেশার কাজে ধারাবাহিক ভাবে সফল হত তাহলে এটিকে ঈশ্বরের খুশির চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করা হত। যে অর্থ উপার্জন করা হত তা ইহজাগতিক খরচের জন্য ব্যবহার করা উচিত ছিল না বরং ক্যালভিনিজম এর আদর্শ ছিল মিতব্যয়ী জীবনযাত্রা। এর অর্থ হল বিনিয়োগকে পবিত্র ধর্মবিশ্বাস হিসাবে দেখা হত। পুঁজিবাদের কেন্দ্রবিন্দু হল বিনিয়োগ, এর অর্থ হল আরো বেশি উৎপাদন এবং আরো মুনাফার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করা যার থেকে আরো বেশি পুঁজি সৃষ্টি হয়। তাই ওয়েবার বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ক্যালভিনিজম এর ক্ষেত্রে ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

ধর্মকে একটি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব হিসাবে অধ্যয়ন করা যায় না। সামাজিক শক্তিগুলো সর্বদা এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক বিতর্ক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং লিঙ্গভিত্তিক নিয়মগুলো ধর্মীয় আচরণকে চিরকাল প্রভাবিত করবে। অপরপক্ষে, ধর্মীয় নিয়মগুলো সামাজিক ধারণাগুলোকে প্রভাবিত করে এবং কখনও

কখনও তা নির্ধারিত করে। পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক হল নারী। তাই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জনসংখ্যার এই বিরাট অংশের ধর্মের সঙ্গে কি সম্পর্ক তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম হল সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি অন্যান্য অংশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজতাত্ত্বিকদের কাজ হল এইসব বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্কগুলোকে উন্মোচন করা। প্রাচীন সমাজগুলোতে ধর্ম সাধারণত সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ধর্মীয় চিহ্ন এবং রীতিগুলো অনেকসময় সমাজের বস্তুগত এবং চারুশিল্পমূলক সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হত। সমাজতত্ত্ব কীভাবে ধর্মকে অধ্যয়ন করে তা বোঝার জন্য নীচের বাক্সে প্রদত্ত সারমর্মটি পড়।

VI

শিক্ষা (Education) :

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিখনের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় প্রকারই এর অন্তর্গত। যদিও আমরা এখানে শুধুমাত্র বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব। আমরা সবাই জানি একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এটাও জানি যে আমাদের অনেকের জন্যই বিদ্যালয় হল উচ্চশিক্ষার এবং শেষ পর্যন্ত চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ। কিছু মানুষের জন্য এক অর্থ হতে পারে কিছু সামাজিক দক্ষতা অর্জন করা। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ বিষয় হল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা।

সমাজতত্ত্ব এই শিক্ষার চাহিদাকে কোনো গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের হস্তান্তরণ/আদান প্রদানের একটি পদ্ধতি হিসাবে দেখে যা সমস্ত সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সরল সমাজ এবং জটিল ও আধুনিক সমাজের মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে কোনো প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রথা ও বৃহত্তর জীবনযাত্রা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করত। জটিল সমাজগুলোতে, আমরা দেখতে পাই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শ্রমবিভাজন, গৃহ ও কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণ, বিশেষীকরণের শিক্ষা (Specialised learning) এবং দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, জাতি (nation) এবং প্রতীক ও

অনেক বহিরাগত বিষয় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের চিরাচরিত জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নাসিকে নতুন চাকরির বৃদ্ধি এবং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ... স্বাধীনতার পরে, পুরোহিতদের জীবন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো হয় এবং তাদের চিরাচরিত পেশার বাইরে অন্য পেশায় প্রশিক্ষিত করা হয় ... সমস্ত তীর্থস্থানের মতই নাসিকেও ধর্মস্থানকে ঘিরে কিছু সম্পূরক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। একজন তীর্থযাত্রীর পক্ষে তামার পাত্রে পবিত্র গোদাবরীর জল বাড়ি নিয়ে যাওয়াটা একটা স্বাভাবিক নিত্যকর্ম ছিল। একজন তাম্রকার এই পাত্রগুলো সরবরাহ করত। তীর্থযাত্রীরাও এই জিনিসগুলো কিনে বাড়ি নিয়ে যেত তাদের আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেবার উদ্দেশ্য। দীর্ঘকাল থেকে নাসিক পিতল, তামা ও রূপার দক্ষ কারিগরদের জন্য সুপরিচিত ছিল ... যেহেতু এসব জিনিসপত্রের চাহিদা অনিশ্চিত ছিল এবং ধারাবাহিক ছিল না তাই এই পেশায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জীবিকা নির্বাহ হত না ... অনেক হস্তশিল্পিরাই বিভিন্ন কারখানা এবং ছোটো বা বড়ো ব্যবসায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল।

(আচারিয়া ১৯৪৭:৩৯৯-৪০১)

মতামতের জটিল ব্যবস্থার উদ্ভব। এই প্রেক্ষাপটে কীভাবে তোমরা অবিধিবদ্ধ/ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে? কিভাবে পিতামাতা বা অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্করা পরবর্তী প্রজন্মকে সমস্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অপ্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রদান করবেন? এরকম সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক এবং সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

এছাড়াও সরল সমাজের বিপরীতে আধুনিক জটিল সমাজগুলো বিমূর্ত বিশ্বজনিন মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো আধুনিক সমাজকে সরল সমাজের থেকে পৃথক করে যা পরিবার, আত্মীয়, উপজাতি, জাতি বা ধর্মের নির্দিষ্ট মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক সমাজে বিদ্যালয়গুলো একরূপতা বৃদ্ধি, প্রমিত আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বজনিন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এগুলো করার বহু উপায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ 'বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একই পোষাকের' কথা বলতে পারে। তোমরা কি আরো এধরণের বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে পার যা এরূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করে?

এমিল দুর্খাইমের মতে একটি 'সাধারণ ভিত্তি— কিছু চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং রীতি যা অবশ্যই সমস্ত শিশুর মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে নির্বিচারে বদ্ধমূল হবে, তার সামাজিক বিভাগে অবস্থানকে বিচার না করেই, এমন ভিত্তি ছাড়া কোনো সমাজই টিকে থাকতে পারেনা। (দুর্খাইম ১৯৫৬:৬৯)। শিক্ষা কোনো শিশুকে একটি বিশেষ পেশার জন্য প্রস্তুত করবে এবং তাকে সমাজের প্রধান মূল্যবোধগুলো আত্মস্থ করতে সক্ষম করবে।

এই কারণে কার্যবাদী সমাজতাত্ত্বিকেরা সাধারণ সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক নিয়মনীতির কথা বলেন। কার্যবাদীদের মতে শিক্ষা সামাজিক কাঠামোকে রক্ষা করে এবং পুনর্নির্মান করে এবং সংস্কৃতিকে পরবর্তি প্রজন্মে প্রেরণ করে এবং তার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষাব্যবস্থা হল সমাজে ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যৎ ভূমিকার নির্বাচন ও বণ্টন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এর পাশাপাশি এটি ব্যক্তিকে তার দক্ষতা প্রমাণের ভিত্তি গড়ে দেয় এবং তাদের দক্ষতা অনুসারে বিভিন্ন মর্যাদা প্রদানে সহায়তা করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কার্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভূমিকা ও স্তরবিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনাটি স্মরণ করো।

যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক সমাজকে অসমভাবে পৃথকীকৃত বলে মনে করেন, তাদের মতে শিক্ষা স্তর বিন্যাসের একটি প্রধান মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। একইসঙ্গে শিক্ষার সুযোগের অসাম্য হল সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ফলাফল। অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে যাই। এবং যেহেতু আমরা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে যাই তাই আমরা বিভিন্ন বিশেষাধিকার ও সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকি।

এই দৃশ্যগুলো আলোচনা করো (দুই ধরনের বিদ্যালয়)।

উদাহরণস্বরূপ, অনেকে বলেন 'বিদ্যালয় শিক্ষা অভিজাত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অবস্থিত বিভাজনকে আরো গভীর করে।' বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোতে পড়া শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে সেখানে সেই সুযোগ বঞ্চিত শিশুরা তার বিপরীত অনুভূতি লাভ করে। (পাঠক ২০০২:১৫১)। এছাড়াও আরো অনেক শিশু রয়েছে যারা বিদ্যালয়ে যেতেই পারে না বা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। যেমন একটি গবেষণার প্রতিবেদন অনুসারে :

এখন তোমরা বিদ্যালয়ে কিছু শিশুদের দেখছ। যদি তোমরা চাষাবাদের মরশুমে আস তাহলে SC এবং ST শিশুদের প্রায় শূন্য উপস্থিতি দেখতে পাবে। যখন তাদের বাবা মা কাজে বের হন তখন তারা প্রত্যেকেই বাড়ির কিছু দায়িত্ব পালন করে এবং এইসব সম্প্রদায়ের শিশুকন্যারা কদাচিত বিদ্যালয়ে আসে কারণ তারা বাড়ির বা রোজগারের জন্য নানারকম কাজে যুক্ত থাকে। যেমন একটি ১০ বছরের শিশুকন্যা শুকনো গোবর বিক্রি করার জন্য সংগ্রহ করে (প্রতিচী ২০০২:৬০)।

এই প্রতিবেদনটি শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও জাতিভেদ কীভাবে প্রভাব ফেলে তা ব্যক্ত করে। এই বইটির প্রথম অধ্যায় স্মরণ কর যেখানে দেখেছি একটি

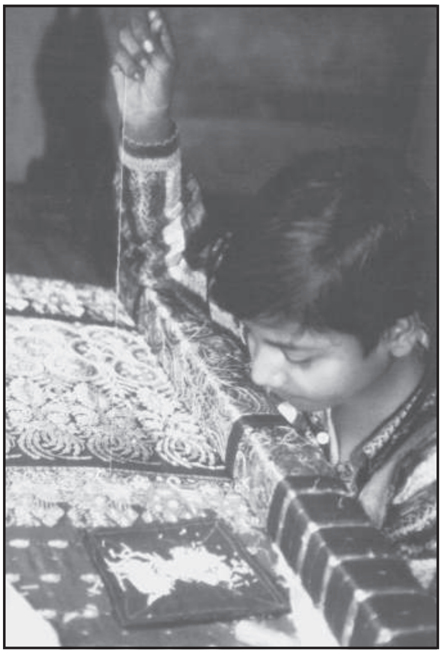

চিত্রটি আলোচনা কর

শিশুর ভালো চাকরী পাবার সম্ভাবনা কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে তোমার ধারণা এই প্রক্রিয়াকে পর্যালোচনা করতে আরো সহায়তা করবে।

কাজ -১৩

শিশুবিদ্যালয় (Kindergarden) সম্পর্কিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে শিশুরা শেখে যে :

- 'খেলাধুলার চেয়ে কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'
- 'কাজ' বলতে বোঝায় শিক্ষক নির্দেশিত যে-কোনো বা সমস্ত ক্রিয়াকলাপ।'
- 'কাজ হল বাধ্যতামূলক এবং অবসর সময়ের ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় খেলাধূলা।'

(অ্যাপেল ১৯৭৯:১০২)

তুমি কী মনে কর? আলোচনা করো।

শব্দকোশ

নাগরিক : একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য যে সদস্যপদের সাথে কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সংযুক্ত থাকে।

শ্রমবিভাজন : কাজের বিশেষীকরণ যার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন পেশাগুলো সংযুক্ত থাকে। সমস্ত সমাজেই অন্তত কিছু পরিমাণে প্রাথমিক শ্রম বিভাজন থাকে। শিল্পবাদ এর অগ্রগতির সাথে সাথে, এই শ্রমবিভাজন পূর্বের যেকোনো উৎপাদন ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়ে। আধুনিক যুগে, শ্রমবিভাজনের পরিধি বিশ্বজনিন।

লিঙ্গ : প্রতিটি লিঙ্গের জন্য যথাযথ আচরণ হিসাবে বিবেচিত সামাজিক প্রত্যাশা। লিঙ্গাকে সমাজের প্রাথমিক নির্মাণ নীতি হিসাবে দেখা হয়।

অভিজ্ঞতালব্ধ অনুসন্ধান : সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের যেকোনো ক্ষেত্রে সম্পন্ন করা বাস্তব তথ্যমূলক অনুসন্ধান।

অন্তর্বিবাহ : যখন কোনো নির্দিষ্ট জাতি, শ্রেণি বা উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বহির্বিবাহ : যখন কতগুলো গোষ্ঠি বা সম্পর্কের বাইরে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

ভাবাদর্শ : সকলের সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাস যা প্রভাবশালী গোষ্ঠির স্বার্থকে ন্যায়সঙ্গাত প্রতিপন্ন করতে সহায়তা করে। ভাবাদর্শ সেই সমস্ত সমাজেই পাওয়া যায় যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে সুসম্বন্ধ এবং বদ্ধমূল প্রোথিত অসাম্য বর্তমান। ভাবাদর্শের ধারণাটি ক্ষমতার সঙ্গো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। কারণ ভাবাদর্শ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষমতার পার্থক্যকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করে।

বৈধতা : কোনো একটি রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যায়সঙ্গাত এবং বৈধ এই বিশ্বাস।

একক বিবাহ : যখন বিবাহে শুধুমাত্র একজন স্বামী ও একজন স্ত্রী থাকে।

বহুবিবাহ : যখন বিবাহে একই সঙ্গে একাধিক সঙ্গী (স্বামী/স্ত্রী) থাকে।

বহুপতিত্ব : যখন একজন মহিলার সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহ হয়।

বহুপত্নীত্ব : যখন একজন পুরুষের সাথে একাধিক মহিলার বিবাহ হয়।

সেবা শিল্পসমূহ : যখন কোনো শিল্প শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন অপেক্ষা সেবা উৎপাদনের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়, যেমন পর্যটন শিল্প।

রাষ্ট্রযুক্ত সমাজ : যে সমাজে প্রথাগত শাসন / সরকার ব্যবস্থা রয়েছে।

রাষ্ট্রবিহীন সমাজ : যে সমাজে প্রথাগত সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই।

সামাজিক সচলতা : একটি মর্যাদা বা পেশা থেকে অন্য মর্যাদা বা পেশায় সঞ্চরণ।

সার্বভৌমত্ব : একটি রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর অবিতর্কিত রাজনৈতিক শাসন।

অনুশীলনী

১। তোমার সমাজে বিবাহের নিয়মগুলো চিহ্নিত কর। ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তোমার পর্যবেক্ষনের তুলনা করো এবং আলোচনা করো।

২। কীভাবে বৃহত্তর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যেমন প্রচরণের সাথে সাথে পরিবারের সদস্যপদ, বাসস্থানের প্রকৃতি এবং মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি পরিবর্তন হয় দেখ।

৩। ‘কাজ’ সম্পর্কে একটি রচনা লেখ। কী কী ধরনের পেশা রয়েছে এবং কীভাবে তা পরিবর্তন হয় তা দেখো।

৪। তোমার সমাজে কী কী অধিকার আছে তা আলোচনা করো। সেগুলো কীভাবে তোমার জীবনকে প্রভাবিত করে?

৫। কীভাবে সমাজতত্ত্ব ধর্মকে অধ্যয়ন করে?

৬। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের ওপর একটি টীকা লেখ। এক্ষেত্রে তোমার পড়াশোনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করো।

৭। কীভাবে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরের সাথে মিথোস্ক্রিয়া করে? স্কুলের বড়ো ছাত্র হিসাবে তোমার থেকে আলোচনা শুরু করো এবং কিভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তোমাদের গঠন করে দেখো। তোমরা কি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুরোপুরি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হও নাকি তাকে প্রতিহত ও পরিবর্তিত করতে পার?

READINGS

ACHARYA, HEMLATA. 1974. 'Changing Role of Religious Specialists in Nasik — The Pilgrim City', in ed. RAO, M.S.A., *An Urban Sociology in India : Reader and Source Book.* Orient Longman, New Delhi, pp. 391-403.

APPLE, MICHAEL W. 1979. *Ideology and Curriculum.* Routledge and Kegan Paul, LONDON.

CHUGTAI, ISMAT. 2004. *Tiny's Granny* in *Contemporary Indian Short Stories; Series* 1. Sahitya Akademi, New Delhi.

DUBE, LEELA. 2001. *Anthropological Explorations in Gender : Intersecting Fields.* Sage Publications, New Delhi.

DURKHEIM, EMILE. 1956. *Education and Sociology.* The Free Press, New York.

PATHAK, AVIJIT. 2002. *Social Implications of Schooling : Knowledge, Pedagogy and Consciousness.* Rainbow Publishers, Delhi.

PRATICHI. 2002. *The Pratichi Education Report.* Pratichi Trust, Delhi.

ROY CHOUDHURY, SUPRIYA. 2005. 'Labour Activism and Women in the Unorganised Sector : Garment Export Industry in Bangalore', *Economic and Political Weekly.* May 28-June 4. pp. 2250-2255.

SHAH, A.M. 1998. *Family in India : Critical Essays.* Orient Longman, Hyderabad.

SINGH, YOGENDRA. 1993. *Social Change in India : Crisis and Resilience.* Har-Anand Publications, New Delhi.

UBEROI, PATRICIA. 2002. 'Family, Kinship and Marriage in India', in *Student's Britannica, India.* Vol.6, Encyclopedia Britannica Private Ltd, New Delhi, pp.145-155.

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ

(CULTURE AND SOCIALISATION)

I

ভূমিকা :

'সমাজ' এর মত 'সংস্কৃতি' শব্দটিকেও সহজে এবং অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এর বিভিন্ন দিকগুলো স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করব। দৈনন্দিন কথোপকথনে, সংস্কৃতিকে কলা এবং কিছু শ্রেণি বা দেশের জীবনযাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকরা সংস্কৃতির সামাজিক প্রেক্ষাপটকে অধ্যয়ন করে। বিভিন্ন দিকের সম্পর্ক বোঝার জন্য তারা সংস্কৃতিকে পৃথক করে।

যেমন একটা অপরিচিত স্থানের দিক নির্দেশের জন্য তোমাদের মানচিত্রের প্রয়োজন হয়, তেমনি সমাজে সঠিকভাবে আচরণের জন্য সংস্কৃতির প্রয়োজন। সাধারণভাবে সংস্কৃতি সমাজের অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখা হয় এবং বিকশিত হয়। একটি গোষ্ঠীর সাধারণবোধ একে অন্যদের থেকে পৃথক করে এবং নিজের পরিচিতি দেয়। কিন্তু সংস্কৃতি কখনও শেষ সম্পূর্ণ নয়। এগুলো সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিবর্ধিত হয়। এর উপাদানগুলো সর্বদা যুক্ত, বিযুক্ত, বিবর্ধিত, সঙ্কুচিত এবং পুনর্বিন্যস্ত হয়। এর ফলে সংস্কৃতি একটি পরিবর্তনশীল ও কার্যকরী একক।

কাজ -১

তোমার 'সংস্কৃতি'তে কীভাবে অন্যদের অভিবাদন জানাও? তোমরা কি বিভিন্ন মানুষকে (বন্ধু, বয়সে বড়ো আত্মীয়, অন্যলিঙ্গের মানুষ, অন্য গোষ্ঠীর মানুষ) বিভিন্ন ভাবে অভিবাদন জানাও? তোমার কোনো অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করো যেখানে তুমি জানতে না কীভাবে একজন ব্যক্তিকে অভিবাদন জানানো উচিৎ। তোমরা একই সংস্কৃতির ছিলে না বলে কি এমন ঘটেছিল? কিন্তু এর পর থেকে তুমি জনো কি করতে হবে। অতএব তোমার সাংস্কৃতিক জ্ঞান বিস্তৃত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে।

ব্যক্তির অন্যদের সাথে বোঝাপড়া গড়ে তোলার ক্ষমতা এবং চিহ্ন ও প্রতীকগুলোর একই অর্থ বোঝার ক্ষমতা তাদের অন্যান্য পশুদের থেকে পৃথক করে। অর্থ সৃষ্টি করা হল একটি সামাজিক গুণ। এগুলো আমরা অন্যদের সাহচর্যে যেমন পরিবার, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শিখে থাকি। আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার এবং অবস্তুগত চিহ্ন ও প্রতীকগুলোর ব্যবহার শিখি, পরিবার বন্ধ ও সহকর্মীদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। এইসব

বেশিরভাগ জ্ঞানই হয় মৌখিক ভাবে বা বইয়ের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যাখ্যা করা ও প্রেরিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, নিচের মিথস্ক্রিয়াটি লক্ষ্য করো। দেখ কীভাবে ভাষা ও মুখের অভিব্যক্তি একটি কথোপকথনে অর্থবহ হয়।

এই শিক্ষা সমাজে আমাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করে। তোমরা ইতোমধ্যে মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে জেনেছ। আমরা বাড়িতে যা শিখি তা হল প্রাথমিক সামাজিকীকরণ এবং বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা হল গৌণ সামাজিকীকরণ। এই অধ্যায়ে আমরা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মানিয়ে নেবার পদ্ধতির পার্থক্য প্রতিভাত হয় ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বিধ্বংসী সুনামির সময় যা ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালার উপকূলীয় অঞ্চল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে প্রভাবিত করে। প্রধান ভূখণ্ড ও দ্বীপের মানুষ তুলনামূলকভাবে আধুনিক জীবনযাত্রায় সংঘবদ্ধ ছিল। জেলেরা এবং দ্বীপের সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিরা সচেতন ছিলনা ফলে তারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানির শিকার হয়। অন্যদিকে, দ্বীপের আদিম উপজাতি গোষ্ঠী যেমন ওঙ্গা, জারোয়া, গ্রেট আন্দামানি বা শোম্পেন যারা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তারা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের

'যাত্রী অটোচালককে জিজ্ঞাসা করল, "ইন্দিরানগর?" যে ক্রিয়াপদটি প্রশ্ন করে "Bartheera?" অর্থাৎ 'তুমি কি যাবে?' — তা ভ্রুকুঞ্চিত করে বোঝানো হল। যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তাহলে চালক পেছনের সিটের দিকে মাথা ঝাঁকাবে। আর 'না' হলে (যা প্রতিটি আসল ব্যাঙ্গালোরবাসীরই প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা) সে হয় সোজা চলে যাবে অথবা এমন মুখবিকৃতি করবে যেন খুব খারাপ কথা শুনেছে অথবা হেসে মাথা নাড়িয়ে চলে যাবে যার অর্থ 'দু:খিত'। সবকিছুই ওই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।

মাধ্যমে প্রকৃতিকে অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং উঁচু স্থানে সরে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত হবার অর্থ এই নয় যে আধুনিক সংস্কৃতি দ্বীপের উপজাতিদের সংস্কৃতি অপেক্ষা উন্নততর। তাই সংস্কৃতিকে মর্যাদানুসারে বিন্যাস করা যায় না তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার ক্ষমতা অনুসারে পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত হিসাবে বিচার করা যেতে পারে।

II

বিভিন্ন অবস্থান, বিভিন্ন সংস্কৃতি (Diverse Settings, Different Cultures)

মানুষ বিভিন্ন স্বাভাবিক অবস্থানে বাস করে, পাহাড় এবং সমতল, জঙ্গল এবং পরিষ্কার জমি, মরুভূমি এবং নদী উপত্যকা এবং দ্বীপ ও প্রধান ভূমিখণ্ডে। তারা বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতেও বাস করে যেমন গ্রাম, নগর, শহর। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে মানিয়ে নেবার জন্য মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। এর ফলে বিভিন্ন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা (Defining Culture)

অনেক সময় সংস্কৃতি বলতে পরিশীলিত রুচি অর্জন যেমন শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য, চারুশিল্প ইত্যাদিকে

কীভাবে প্রাকৃতিক অবস্থান সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করো।

কাজ - ২

তোমার নিজের পরিবেশের বাইরে অন্তত একটি অঞ্চলে কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও ঈশ্বরকে আরাধনার ধরনকে প্রভাবিত করে তা খুঁজে দেখো।

বোঝায়। এই পরিশীলিত রুচি মানুষকে 'সংস্কৃতিবিহীন' সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে, এমনকি যে কারণে আমরা এখন দেখি মানুষ চা অপেক্ষা কফির পছন্দকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

অপরপক্ষে, সমাজতাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতিকে ব্যক্তির প্রভেদকারী হিসাবে দেখেনা, বরং একটি জীবনযাত্রার ধরন হিসাবে দেখে যাতে সমাজের সমস্ত সদস্য অংশগ্রহণ করে।

সমস্ত সামাজিক সংগঠনের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। ব্রিটিশ গবেষক এডওয়ার্ড টাইলর সংস্কৃতির প্রাথমিক নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। 'বৃহত্তর

কাজ -৩

ভারতীয় ভাষায় সংস্কৃতিকে আর কী কী বলা হয় চিহ্নিত করো? এগুলোর সঙ্গে কী কী সম্পর্কযুক্ত?

এথনোগ্রাফিক অর্থে সংস্কৃতি ও সভ্যতা হল একটি জটিল সমষ্টি যার অন্তর্গত হল জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও অভ্যাস যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করে।" (টাইলর ১৮৭১)।

এর দুই প্রজন্ম পরে, নৃতত্ত্বের কার্যবাদী ধারার প্রতিষ্ঠাতা পোল্যান্ডের ব্রনিসল ম্যালিনোস্কি

কীভাবে চিত্রটি জীবনযাত্রাকে তুলে ধরে তা আলোচনা কর।

(১৮৮৪-১৯৪২) লিখেছেন 'সংস্কৃতির অর্ন্তগত হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হস্তনির্মিত বস্তু, পণ্য, প্রযুক্তিগত পদ্ধতি, ধারণা, অভ্যাস এবং মূল্যবোধ।' (ম্যালিনোস্কি ১৯৩১:৬২১-৪৬)

ক্লিফর্ড গ্রিট্জ দেখিয়েছেন আমরা যেভাবে বই-এর শব্দকে দেখি একইভাবে মানুষের কাজকেও দেখি এবং সেগুলো অর্থবহ মনে করি। ... 'মানুষ হল এমন পশু যা নিজের বোনা গুরুত্বের জালকেই আবদ্ধ। আমি সংস্কৃতিকে সেই জালক মনে করি...।' এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নয় বরং অর্থ উদ্ঘাটনকারী (গ্রিট্জ ১৯৭৩:৫)। একইভাবে লেসলি হোয়াইট সংস্কৃতিকে বস্তুগত সত্যের অর্থপ্রদানের মাধ্যমে হিসাবে জোর দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট উৎসের জলকে কীভাবে মানুষ পবিত্র মনে করে।

ম্যালিনোস্কির সংজ্ঞায় এমন কিছুকি লক্ষ্য করেছ যা টাইলর এর সংজ্ঞায় নেই?

কলা সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও টাইলর এর উল্লিখিত বাকি সমস্তই হল অবস্তুগত। এর অর্থ এই

নয় যে টাইলর কখনও বস্তুগত সংস্কৃতি খেয়াল করেননি। তিনি বাস্তবে ছিলেন একজন সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক এবং তার বেশিরভাগ নৃতাত্ত্বিক রচনাই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের হাতের কাজ বা যন্ত্রপাতি পরীক্ষণ এর ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি যেখানে তিনি কখনও যাননি। এখন আমরা তার সংস্কৃতির সংজ্ঞাকে এর বোধগম্য ও বিমূর্ত দিকগুলোকেও বিবেচনা করার একটি প্রয়াস হিসাবে দেখতে পারি যার মাধ্যমে যে সমাজগুলো তিনি অধ্যয়ন করছিলেন তাদের সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গীন বোধ অর্জন করা যায়। ম্যালিনস্কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগেরর একটি দ্বীপ থেকে শুরু করেন এবং পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে সেই সমাজের পরিশিষ্ট মূল্যবোধ উদ্ঘাটন করেন। এটি 'ক্ষেত্র গবেষণা'র ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করে যা তোমরা পঞ্চম অধ্যায়ে পড়বে।

নৃতত্ত্বে সংস্কৃতির নানাবিধ সংজ্ঞার কারণে অ্যালফ্রেড ক্রোয়েবার এবং ক্লাইড ক্লুকহন (আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক) ১৯৫২ সালে একটি সর্বাঙ্গীন নিরীক্ষা চালান যার শিরোনাম 'সংস্কৃতি : বিভিন্ন ধারণা ও সংজ্ঞার সমালোচনামূলক পুনর্বিচার'। বিভিন্ন সংজ্ঞার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হল।

এই সংজ্ঞাগুলোর তুলনা করে দেখো কোনটি বা কোনগুলোর সমষ্টি বেশি সন্তোষজনক।

তোমরা প্রথমে 'পদ্ধতি', 'শেখা' এবং 'আচরণের' মতো শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করবে। এরপর এদের প্রয়োগ লক্ষ্য করলে এদের গুরুত্বের পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হবে। প্রথম অংশে মানসিক পদ্ধতিকে বোঝায় কিন্তু পরবর্তীকালে সমগ্র জীবনযাত্রাকে বোঝায়। ঘ, ঙ এবং চ সংজ্ঞাগুলো সংস্কৃতির অংশীদারিত্বমূলক ও বংশানুক্রমে ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরিবাহিত হবার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেয়। শেষ দুটি ক্ষেত্রে প্রথমবার সংস্কৃতিকে আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে দেখা হয়েছে।

তোমরা শোনা বাক্যাংশগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো যার মধ্যে 'সংস্কৃতি' শব্দটি আছে। তোমার পরিবার ও বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করো তারা সংস্কৃতি বলতে কী বোঝে? সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করতে তারা কী মানদন্ড ব্যবহার করে?

সংস্কৃতি হল ...

ক)	চিন্তা, অনুভব এবং বিশ্বাসের পদ্ধতি।
খ)	মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা পদধতি।
গ)	আচরণের একটি অংশ।
ঘ)	শেখা আচরণ।
ঙ)	সাধারণ শিক্ষার ভান্ডার।
চ)	গোষ্ঠী থেকে আহরণ করা ব্যক্তির সামাজিক উত্তরাধিকার।
ছ)	পুনরাবৃত্তিমূলক সমস্যাগুলোর প্রতি কিছু প্রমিত দৃষ্টিভঙ্গি।
জ)	আচরণের নিয়মভিত্তিক নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি।

কাজ -৪

কোনটি বেশি সন্তোষজনক দেখার জন্য এই সংজ্ঞাগুলোর (বা তাদের সমাহারকে) তুলনা করো। তুমি এটা 'সংস্কৃতি' শব্দের পরিচিত ব্যবহারের তালিকা প্রস্তুত করতে পারো, (লক্ষ্ণৌ এর অষ্টাদশ শতকের সংস্কৃতি, আতিথেয়তার সংস্কৃতি বা বহু ব্যবহৃত শব্দ, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি...) এই প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কোন্ সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য?

সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রা (Dimensions of Culture)

সংস্কৃতির তিনটি মাত্রা চিহ্নিত করা যায় :

ক) **বৌদ্ধিক :** বৌদ্ধিক বলতে বোঝায় যা আমরা শুনি বা দেখি সেগুলোকে অর্থবহ করে তোলার জন্য বুঝতে শেখা।
(সেলফোনের রিং শুনে সেটা নিজের কিনা বোঝা, কোনো রাজনৈতিক নেতার কার্টুন দেখে চিনতে পারা)।

খ) **নিয়মগত :** এটি আচরণের নিয়মকানুনকে বোঝায় (অন্যের চিঠি না খোলা, মৃত্যুর সময় কিছু রীতি পালন)।

গ) **বস্তুগত :** বস্তু ব্যবহার করে করা যে কোনো কাজ এর অন্তর্গত। বস্তু বলতে জিনিস ও যন্ত্রপাতিও বোঝায়। যেমন ইন্টারনেট চ্যাটিং, মাটিতে আল্পনা (Kolam) দেবার জন্য চালের গুড়ো ব্যবহার করা।

তোমাদের এমন মনে হতে পারে যে বস্তুগত সংস্কৃতি বিশেষত কলা সম্পর্কে আমাদের বোধ বৌদ্ধিক ও নিয়মগত জ্ঞান ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে। এটা সত্যি যে আমাদের সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার জন্য এই সবগুলোরই প্রয়োজন, কিন্তু আমরা এমন সম্প্রদায়ও পেতে পারি যেখানে খুব কমজন শিক্ষাগত বৌদ্ধিক দক্ষতা অর্জন করেছে। এমনকি সেখানে ব্যক্তিগত চিঠি তৃতীয় ব্যক্তির পড়াটা একটা নিয়ম হতে পারে। কিন্তু আমরা নীচে দেখব কী করে এই প্রতিটি ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ অন্তদৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

সংস্কৃতির বৌদ্ধিক দিক : কোনো ব্যক্তির সংস্কৃতির বৌদ্ধিক দিককে বোঝা তার বস্তুগত (যেগুলো স্পর্শযোগ্য, দৃষ্টিগোচর এবং শ্রবণযোগ্য) ও নিয়মগত (যেগুলো স্পষ্টভাবে বলা থাকে) দিকগুলো বোঝার চেয়ে অনেক কঠিন। চেতনা বলতে আমাদের পরিবেশ থেকে আগত সমস্ত তথ্যকে কীভাবে অনুভব করা যাবে সে সম্পর্কে বোধকে বোঝায়। সাক্ষর সমাজে ধারণাগুলো বইয়ে এবং নথিপত্রে লেখা থাকে এবং গ্রন্থাগারে, প্রতিষ্ঠানে বা সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু সাক্ষরতাহীন সমাজে কিংবদন্তি বা গল্পগাঁথার মাধ্যমে তা স্মরণীয় থাকে এবং মৌখিকভাবে প্রেরিত হয়। মৌখিক ঐতিহ্যকে আচার বা উৎসবের সময় মনে করা ও বর্ণনা করার জন্য দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত পেশাদার ব্যক্তি থাকে।

এসো আমরা দেখি কীভাবে লেখা কলার উৎপাদন ও ব্যবহারে প্রভাব ফেলে। ১৯৭১ সালে ওয়াল্টার অং, তার প্রভাবশালী বই 'ওরালিটি এণ্ড লিটারেসি' তে একটি গবেষণা উল্লেখ করেন যা দেখায় যে বর্তমান ৩,০০০ ভাষার মধ্যে মাত্র ৭৮টির নিজস্ব সাহিত্য আছে।

অং দেখিয়েছেন, যে বস্তুগুলো লিখিত নয় তাদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বহু শব্দকে সরল এবং স্মরণীয় করতে তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। কোনো মৌখিক অভিনয়ের দর্শকেরা একটি অপরিচিত সংস্কৃতি সম্পর্কে লিখিত পুস্তকের পাঠকদের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণক্ষম এবং জড়িত থাকে। কোনো পাঠ বিষয়কে লেখা হলে তা অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

আমাদের মতো সমাজে ঐতিহাসিকভাবে শুধুমাত্র সুবিধাপ্রাপ্তরাই স্বাক্ষরতার সুযোগ পেত। সমাজতত্ত্ব জানতে চেষ্টা করে কীভাবে যেসব পরিবারের কেউ কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি তাদের জীবনে সাক্ষরতাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়। এর থেকে কিছু অভাবিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যেতে পারে। যেমন একজন সব্জি বিক্রেতা প্রশ্নতোলে তার অক্ষর/বর্ণ চেনার কী প্রয়োজন যখন তার ক্রেতারা তার কাছে কত পাবে তা সে মনে মনেই গণনা করতে পারে।

বর্তমান সমাজ আমাদের অনেক বেশি করে লিখিত, শ্রবণভিত্তিক ও দৃশ্যমান তথ্যের ওপর নির্ভর করতে শেখায়। তথাপি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ছাত্রদের আজও তারা যা শিখল তা লিখে রাখার চেয়ে সেগুলোকে মনে রাখার ব্যাপারে বেশি উৎসাহিত করা হয়। এখনও আমরা বৈদ্যুতিন মাধ্যম, বিভিন্ন চ্যানেল, তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেস করা এবং সার্ফিং এর প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট জানিনা তোমরা কি মনে কর এই নতুন বিষয়গুলো আমাদের মনোযোগের প্রসার এবং বৌদ্ধিক সংস্কৃতির ওপর প্রভাব ফেলে?

সংস্কৃতির নিয়মগত দিক (Normative Aspects of Culture)

নিয়মগত দিকের অন্তর্গত হল লোকাচার, লোকনীতি, প্রথা, প্রচলিত ধারণা এবং আইন। এগুলো হল মূল্যবোধ বা নিয়ম যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা প্রায়শই সামাজিক নিয়মগুলো মেনে চলি কারণ সামাজিকীকরণের ফলে আমরা এগুলো মানতে অভ্যস্ত। সমস্ত সামাজিক নিয়মের সঙ্গেই শাস্তিপ্রদান যুক্ত থাকে যা অনুসরণকে উন্নীত করে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করে ফেলেছি।

যেখানে নিয়মহল অব্যক্ত/অস্পষ্ট বিধিসমূহ, আইন হল স্পষ্ট বিধিসমূহ। ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়েরে বড়দু আমাদের স্মরণ করিয়েছেন যখন আমরা অন্যের সংস্কৃতির নিয়মগুলো জানতে চেষ্টাকরি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে এর কিছু অব্যক্ত / অর্ন্তনিহিত বোধ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু পাবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়, তবে তার তৎক্ষনাৎ বিনিময় উপহার দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটা বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসাবে দেখা হবে না, এর অর্থ হবে খুব তাড়াতাড়ি ঋণমুক্ত হওয়ার একটি প্রচেষ্টা।

আইন হল সরকার প্রণীত নীতি এবং প্রথাগত অনুমোদন যা নাগরিকরা অবশ্যই পালন করবে। আইন হল স্পষ্ট। এগুলো সমস্ত সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আইনভঙ্গের ফলে জরিমানা ও শাস্তি হতে পারে। যদি তোমার বাড়িতে বাচ্চাদের সূর্যাস্তের পর বাইরে থাকার অনুমতি না থাকে একে বলা হবে নিয়ম। এটা শুধু তোমার পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অন্যান্য পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে যদি তুমি অন্যের বাড়ি থেকে সোনার হার চুরি করে ধরা পড় সেটা হবে সার্বজনীন স্বীকৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির

আইন ভঙ্গা করা এবং এর শাস্তি হিসাবে বিচারের পর জেল হতে পারে।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে সৃষ্টি হওয়া আইন হল গ্রহণীয় আচরণের সবচেয়ে প্রথাগত সংজ্ঞা। যেখানে বিভিন্ন স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আইন রাষ্ট্রের কতৃত্বের অন্তর্গত সকলের উপর প্রযোজ্য। আইনের বিপরীতে নিয়মগুলো মর্যাদার সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। সমাজের প্রভাবশালী অংশ প্রভাবশালী নিয়ম সৃষ্টি করে। অনেক সময় এই নিয়মগুলো পক্ষপাতমূলক। উদাহরণস্বরূপ, যেসব নিয়ম দলিতদের একই পাত্র এমনকি একই উৎস থেকে জলপানে বাধা দেয় অথবা মহিলাদের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচরণে বাধা দেয়।

সংস্কৃতির বস্তুগত দিক (Material Aspects of Culture)

বস্তুগত দিক বলতে বোঝায় জিনিস, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, ভবন এবং পরিবহন পদ্ধতি ও উৎপাদনের এবং যোগাযোগের যন্ত্র/সাধন। শহরাঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনে মোবাইল ফোন, মিউজিক সিস্টেম, গাড়ি, বাস, এটিএম, রেফ্রিজারেটর এবং কম্পিউটারের বহুল ব্যবহার প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতাকে নির্দেশ করে। এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ট্রানজিস্টর রেডিও-র ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিতে জলসেচের জন্য মাটির নীচ থেকে জল তোলার বৈদ্যুতিক মোটর পাম্পের ব্যবহার প্রযুক্তিগত জিনিসের গ্রহণ স্পষ্ট করে।

এর সারমর্ম হল সংস্কৃতির মূলত দুটি মাত্রা রয়েছে : বস্তুগত ও অবস্তুগত। বৌদ্ধিক ও নিয়মগত দিক হল অবস্তুগত। বস্তুগত দিকটি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতির সংহতিপূর্ণ সক্রিয়তার জন্য বস্তুগত ও অবস্তুগত মাত্রাকে অবশ্যই একসাথে কাজকরতে হবে। কিন্তু যখন বস্তুগত বা প্রযুক্তিগত মাত্রা দ্রুত পরিবর্তিত হয় অবস্তুগত দিকগুলো মূল্যবোধ বা নিয়মের নিরিখে পিছিয়ে পড়ে। এর ফলে সাংস্কৃতিক বিলম্ব (Cultural lag) সৃষ্টি হতে পারে যখন অবস্তুগত দিকগুলো প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গো মানিয়ে নিতে পারে না।

সংস্কৃতি ও পরিচয় (Culture and Identity)

পরিচয়গুলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয় বরং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গো বাকিদের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার পালন করা সামাজিক ভূমিকাগুলোই তাকে পরিচয় দেয়। আধুনিক সমাজে প্রতিটি মানুষেরই বহু ভূমিকা আছে, যেমন বাড়িতে সে বাবা, মা বা সন্তান হতে পারে কিন্তু প্রতিটি ভূমিকার ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কর্তব্য এবং ক্ষমতা থাকে।

ভূমিকা বিধান করাই যথেষ্ট নয়। সেগুলো স্বীকৃত হওয়াও প্রয়োজন। অনেক সময় এটি ভূমিকা পালনকারীদের নির্দিষ্ট ভাষার স্বীকৃতিদানের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের, অন্য ছাত্র ছাত্রীদের সম্বোধনের নির্দিষ্ট রীতি আছে। এই ভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে যেগুলো সংকেত হিসাবেও ব্যবহার হয়, তারা নিজেদের শব্দ ও অর্থের জগৎ সৃষ্টি করে। একইভাবে, মহিলারা গ্রামে কাপড় ধোয়া বা পুকুরপাড়ে স্নানের সময় এবং শহরের ছাদে কথপোকথনের সময় তাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিজেদের ভাষা সৃষ্টি করে যা পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ বিহীন।

একটি সংস্কৃতির মধ্যে অনেক উপসংস্কৃতি থাকতে পারে যেমন অভিজাত ও শ্রমিক শ্রেণির যুবক। উপসংস্কৃতিগুলো শৈলী, রুচি এবং সংঘ দ্বারা চিহ্নিতকরা যায়। নির্দিষ্ট উপসংস্কৃতিগুলোকে ভাষা, পোশাক, বিশেষ ধরনের গানের পছন্দ বা যেভাবে তারা অন্য

গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এসবের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়।

উপসাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো সংযোজক একক হিসাবেও কাজ করে যা গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যকে পরিচিতিদান করে। এই ধরনের গোষ্ঠীতে নেতা এবং অনুগামী থাকতে পারে কিন্তু গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে বাধ্য থাকে। যেমন প্রতিবেশি যুবকেরা একটি ক্লাব গঠন করে খেলাধূলা ও গঠনমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। এধরনের কাজকর্ম তাদের অঞ্চলে ভাল ভাবমূর্তি গড়ে তোলে যার ফলে তাদের শুধুমাত্র নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণাই জন্মায় না তাদের ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিতও করে। গোষ্ঠী হিসাবে তাদের পরিচিতি পরিবর্তিত হয়। এই গোষ্ঠীটি নিজেদের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক করে প্রতিবেশীদের স্বীকৃতির মাধ্যমে আত্ম পরিচিতি গড়ে তুলতে পারে।

এথনোসেন্ট্রিজম (Ethnocentrism)

যখন একাধিক সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন এথনোসেন্ট্রিজম এর প্রশ্ন উঠে। এথনোসেন্ট্রিজম হল নিজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে অন্যান্য সংস্কৃতির মানুষের আচরণ ও বিশ্বাসকে বিচার করা। এর অর্থ হল যে নিজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে মানদণ্ড ও নিয়ম হিসাবে ধরে নিয়ে অন্য সংস্কৃতির বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে নিকৃষ্ট হিসাবে দেখা। আমরা প্রথম এবং তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি (বিশেষত ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায়) কীভাবে সমাজতত্ত্ব একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়- মান নির্ণায়ক বিষয় নয়।

কাজ -৫

তোমার অঞ্চলে কোনো উপসাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সম্পর্কে কি তোমার ধারণা আছে? কীভাবে তাদের চিহ্নিত করবে?

এধরনের এথনোসেন্ট্রিক তুলনা একটি সাংস্কৃতিক উৎকৃষ্টতার বোধ যা ঔপনিবেশিক কালে সুস্পষ্ট ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকুলের বিখ্যাত Minute on Education (1835) এথনোসেন্ট্রিজম এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে তিনি বলেন, 'এখন আমাদের সর্বতোভাবে একটি শ্রেণি গঠনের চেষ্টা করতে হবে যারা আমাদের এবং যাদের আমরা শাসন করি তাদের মধ্যে অনুবাদক হিসাবে কাজ করবে। একটি শ্রেণি যারা বর্ণ ও রক্তের দিক থেকে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত, আদর্শ ও বুদ্ধির দিক থেকে ইংরেজ। (মুখার্জি- ১৯৪৮/১৯৭৯:৮৭ থেকে উদ্ধৃত)।

এথনোসেন্ট্রিজম হল বিশ্বনাগরিক তত্ত্বের (cosmopolitanism) ঠিক বিপরীত যা অন্যের সংস্কৃতিকে পার্থক্যের কারণে মূল্য দেয়। একটি বিশ্বনাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে তাদের নিজেদের নিরিখে মূল্যায়ন করতে চায় না। এটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রবৃত্তিকে উদযাপন করে এবং মানিয়ে নেয় এবং নিজের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময় ও গ্রহণে উৎসাহিত করে। আন্তর্জাতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা নেতৃত্বমূলক মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এর শব্দ শেষে ক্রমাগত বিদেশি শব্দ সংযোজনের ফলে। এছাড়াও হিন্দি ফিল্ম মিউজিক এর জনপ্রিয়তার কারণ হল পাশ্চাত্যের পপ মিউজিক গ্রহণ এবং বিভিন্ন ভারতীয় লোকসংগীত, অর্ধ্ব শাস্ত্রীয় সংগীত যেমন ভাঙড়া বা গজল থেকেও গ্রহণ করা।

একটি আধুনিক সমাজ সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে সমর্থন করে এবং বাইরের সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত থাকতে দরজা বন্ধ রাখে না। কিন্তু সেই সব প্রভাব সব সময়ে একটি স্বাতন্ত্র্য রেখে অংশীভূত হয়, যাতে দেশীয় সংস্কৃতির উপাদানগুলোও মিলিত থাকে। বিদেশি অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষা একটি আলাদা ভাষায় পরিণত হয়নি এবং হিন্দি ফিল্ম মিউজিকও গ্রহনের ফলে এর বৈশিষ্ট্য হারায়নি। বিভিন্ন শৈলী, প্রকার, শব্দ এবং বস্তুর গ্রহণ একে বিশ্বজনীন বা বহুজাতিক সংস্কৃতির রূপ দিয়েছে। বিশ্বে যেখানে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে সেখানে এই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন প্রভাবের মাধ্যমে নিজের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে।

সংস্কৃতির পরিবর্তন (Cultural Change)

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজ তার সংস্কৃতির প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের উদ্দীপনা আভ্যন্তরীন বা বহিরাগত হতে পারে। আভ্যন্তরীন কারণগুলোর ক্ষেত্রে কৃষির নতুন পদ্ধতি কৃষির উৎপাদন বাড়াতে পারে, এর ফলে খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি এবং কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হতে পারে। অন্যদিকে বহিরাগত হস্তক্ষেপ অর্থাৎ বিজয় বা উপনিবেশ স্থাপনও কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণের গভীর পরিবর্তন আনতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন বা অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ অথবা অভিযোজন প্রক্রিয়ার ফলেও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারে। যখন জঙ্গলবাসী সম্প্রদায়গুলো জঙ্গল এবং এর উৎপাদনের ওপর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় আইনি বাধ্যবাধকতা বা বন ধ্বংসের কারণে তখন তাদের জীবনযাত্রার ওপর এর প্রভাব বিধ্বংসী হয়। উত্তরপূর্ব ভারত ও মধ্য ভারতের

নীচের ছকের শব্দগুলো লক্ষ্য কর। তোমাদের কথোপকথনে কি এই ধরনের শব্দ শোনো বা ব্যবহার করো?

‘হিংলিশ’ শীঘ্রই বিশ্বজয় করবে

কিছু প্রচলিত ইংলিশ শব্দ হল airdash (বিমানে ভ্রমণ), চাড্ডিস (আন্ডারপ্যান্ট), চায় (ভারতীয় চা), ক্রোর (১০ মিলিয়ন) ডাকয়েট (চোর), দেশি (স্থানীয়), dicky (জুতো), গোরা (সাদা চামরার মানুষ), জংলি (অমার্জিত), লাখ (১,০০০০০), লম্পট (দুর্বৃত্ত), অপটিক্যাল (চশমা), প্রিপোন (এগিয়ে আনা), স্টেপনি (অতিরিক্ত টায়ার) এবং উড-বি (প্রেমিক বা প্রেমিকা)। রিপোর্ট অনুসারে হিংলিশে এমন কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে যা ব্রিটিশরা বা আমেরিকানরা সহজে বুঝবে না। কিছু হল প্রাচীন রাজাদের পুরানিদর্শন যেমন পাক্কা। বাকিগুলো নতুন আসা যেমন ‘টাইম-পাস’ মানে সময় কাটানোর জন্য কিছু করা। ভারতে ব্যবসা আকর্ষণের সাফল্যের ফলে একটি নতুন ক্রিয়াপদ এসেছে যাদের কাজ ভারতে আউটসোর্সড হয়েছে তাদের বলা হয় ‘ব্যঙ্গালোর্ড্’।

উপজাতি সম্প্রদায়গুলো বনসম্পদ ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

বিবর্তনের সাথে সাথে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও আসতে পারে। যখন কোনো সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং এর মূল্যবোধ ও অর্থের আমূল পরিবর্তন হয় তখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রযুক্তিগত আবিস্কার অথবা বাস্তুতন্ত্রের রূপান্তরের ফলে। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) ফরাসি সমাজে পরিবর্তন আনে পূর্বের সামন্ততান্ত্রিক স্তর ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মাধ্যমে, রাজতন্ত্রের ধ্বংসের মাধ্যমে এবং স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে জনগণের মনে স্থান দিয়ে। যখন একটি পৃথক বোধগম্যতা সৃষ্টি হয় তখন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানকালে বৈদ্যুতিন ও ছাপা উভয় গণমাধ্যমগুলোরই বিস্ময়কর বিস্তৃতি ঘটেছে। তোমাদের কি মনে হয় গণমাধ্যম বিবর্তন বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে? আমরা এখন সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রা সম্পর্কে জানি। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত ব্যাক্তি ও সমাজের আন্তসম্পর্কে ফিরে যেতে আমরা সামাজিকীকরণের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব।

III

সামাজিকীকরণ (Socialisation)

আমি মনে করি একটি পরিপূর্ণ জীবন আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নিয়ে গড়ে ওঠে, গাছপালা, পশুপাখি, অতিথি, আনন্দোৎসব, ঝগড়া, বন্ধুত্ব, সাহচর্য, বৈষম্য, ঘৃণা বা অবজ্ঞা, এই সমস্ত এবং আরও কিছু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছিল, আমার বাড়ি। যদিও জীবনকে তখন অনেকসময় জটিল মনে হত, কিন্তু আমি এখন বুঝি এটা কত সুসম্পূর্ণ ছিল। এই শৈশবকে ধন্যবাদ, সম্ভবত, যদি আমি কারও দু:খের আভাস পাই আমার মনে হয় আমি সবটা বুঝতে পারব (বৈদেহী ১৯৪৫)।

জন্মের সময় মানবশিশু সমাজ বা সামাজিক আচরণ বলতে কী বোঝায় তার কিছুই জানেনা। যখন শিশু বড়ো হয়ে ওঠে সে শুধুমাত্র তার প্রাকৃতিক জগৎকেই চেনেনা ভালো বা খারাপ ছেলে বা মেয়ে বলতে কী বোঝায় তাও শেখে। কোন্ ধরনের আচরণকে প্রশংসা করা হবে আর কোন্‌গুলো অস্বীকৃত হবে তাও শেখে। সামাজিকীকরণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অসহায় শিশু ক্রমে আত্মসচেতন, জ্ঞানী ও তার নিজের সাংস্কৃতিক পদ্ধতিগুলোতে দক্ষ মানুষ হয়ে ওঠে। সামাজিকীকরণ ছাড়া মানুষ মানুষের মতো আচরণ করতে পারে না। তোমরা অনেকেই ‘মিদনাপুরের নেকড়ে শিশুর’ গল্প সম্পর্কে পরিচিত। বাংলায় ১৯২০ সালে দুটি শিশুকে নেকড়ের গুহায় পাওয়া যায়। তারা জন্তুর মতো চার হাতপায়ে হাঁটত, কাঁচা মাংস খেতে পছন্দ করত, নেকড়ের মতো ডাকত এবং কোনো ভাষা বুঝতো না। বিস্ময়কর ভাবে এই ধরণের শিশুর খবর পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকেও পাওয়া গেছে।

এখনও পর্যন্ত আমরা সামাজিকীকরণ ও সদ্যোজাত শিশু সম্পর্কে কথা বলছি। কিন্তু একটি শিশুর জন্ম তাদের জীবনকেও পাল্টে দেয় যারা তার লালনপালনের দায়িত্ব পালন করে। তাদেরও নতুন শিখন অভিজ্ঞতা হয়। বাবা মা বা দাদু দিদিমা হয়ে ওঠাও হল সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন আচরণ শেখা। বৃদ্ধ মানুষেরা দাদু বা দিদিমা না হওয়া পর্যন্ত বাবা মা থাকে তাই বিভিন্ন প্রজন্মকে সংযুক্ত করে নতুনসম্পর্ক গড়ে ওঠে। একইভাবে ছোটো বাচ্চার জীবনও তার ভাই/বোন জন্মের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। সামাজিকীকরণ হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যদিও সবচেয়ে জটিল প্রক্রিয়া প্রাথমিক বয়সেই হয় যা হল প্রাথমিক সামাজিকীকরণের

স্তর। গৌণ সামাজিকীকরণ কোনো ব্যক্তির সারা জীবন ধরে চলে যেমন আমরা দেখেছি।

যদিও ব্যক্তির ওপর সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে তবুও এটা 'সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামিং' নয় যেখানে শিশু যার সংস্পর্শে আসে সেগুলোকেই নিষ্ক্রিয় ভাবে গ্রহণ করে। এমনকি একদম সদ্যোজাতও তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারে। সে খিদে পেলে কাঁদে। এবং ততক্ষণ কেঁদে চলে যতক্ষণ না তাকে লালনপালনের দায়িত্বে থাকা মানুষ সাড়া দেয়। তোমরা হয়তো দেখে থাকবে কীভাবে একটি পরিবারের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম একটি শিশুর জন্মের পর পুরোপুরি পুণর্গঠিত হয়।

তোমরা ইতোমধ্যেই মর্যাদা ও ভূমিকা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, গোষ্ঠী ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছ। তোমরা আরো জেনেছ সংস্কৃতি, নিয়ম ও মূল্যবোধ কী। এই সমস্ত ধারণাই আমাদের সামাজিকীকরণের পদ্ধতি বুঝতে সহায়তা করবে। একটি শিশু প্রথমত একটি পরিবারের সদস্য। কিন্তু সে বৃহত্তর আত্মীয় গোষ্ঠীরও সদস্য (বিরাদরি, খানদান, গোত্র ইত্যাদি) যার অন্তর্গত হল ভাই, বোন, বা বাবা মায়ের অন্যান্য আত্মীয়। যে পরিবারে সে জন্মাল তা একক বা যৌথ পরিবার হতে পারে। সে বৃহত্তর সমাজ যেমন উপজাতি বা জাতির বিভাগ, গোত্র অথবা বিরাদরি, একটি ধর্মীয় বা ভাষাগত গোষ্ঠীর অর্ন্তগত হতে পারে। এইসব গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদের ফলে তার প্রতিটি সদস্যের ওপর কিছু আচরণগত নিয়ম ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সদস্য পদের সঙ্গো সঙ্গো কিছু ভূমিকাও পালন করতে হয় যেমন একজন ছেলে, একজন মেয়ে, নাতি/নাতনি বা ছাত্র। এই বহুবিধ ভূমিকা একইসঙ্গো পালন করতে হয়। এই গোষ্ঠীগুলোর নিয়ম, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আচরণ পদ্ধতি শেখার প্রক্রিয়া ছোট বয়সেই শুরু হয় এবং সারা জীবনব্যাপী চলে।

সমাজে নিয়ম ও মূল্যবোধগুলো বিভিন্ন জাতি, অঞ্চল, সামাজিক শ্রেণি অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর পরিবারে পৃথক হতে পারে। এমনকি গ্রাম বা শহরে থাকা অথবা কেউ উপজাতির অন্তর্গত কিনা বা অন্তর্গত হলে তা কোনো উপজাতি এই বিষয়গুলোর সাথে সাথেও পৃথক হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলে তা নির্ভর করে সে কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে তার ওপর। সেই ভাষা কি কথ্য ভাষা নাকি কোনো প্রমিত লিখিত ভাষা তা নির্ভর করে পরিবার ও পরিবারের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের ওপর ।

সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম (Agencies of Socialisation)

একটি শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে, যেমন - পরিবার, বিদ্যালয়, সমবয়সি বন্ধু, প্রতিবেশি, পেশাগত গোষ্ঠী, এবং সামাজিক শ্রেণি বা বর্ণ, অঞ্চল, ধর্ম ইত্যাদি দ্বারা।

পরিবার (family) :

যেহেতু পরিবার হল অতিমাত্রায় স্বাভাবিক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয় তাই বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির পরিবারের, একটি শিশুর জন্ম হওয়ার কারণে তার উপলব্ধিগুলো হয়ে থাকে ভিন্ন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা ছোটো পরিবারে বাস করে পিতা বা মাতা, ভাই বা বোন এর সঙ্গো। আবার অনেকে থাকে যৌথ পরিবারে (যেমন পিতা-মাতা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা ইত্যাদির সঙ্গো)। প্রথম ক্ষেত্রে পিতা

মাতাই হচ্ছে সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম কিন্তু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকা, বা খুড়তুতো ভাই বোনেরা হয়ে ওঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজে আমাদের পরিবার বিভিন্ন দিকে অবস্থান করে থাকে। বেশিরভাগ গতানুগতিক সমাজে একটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পেছনে পরিবারের প্রভাব অপরিসীম, ব্যক্তি মাত্রই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক হয়ে ওঠে না। পরিবারের মধ্যে থেকেই সে ধীরে ধীরে সামাজিক আচার আচরণ, রীতিনীতি, নৈতিক আদর্শ প্রভৃতির বিষয়গুলো আয়ত্ব করে সমাজের উপযোগী হয়ে ওঠে। একটি শিশু তার আচার আচরণ, তার ব্যবহার শিখে থাকে তার পিতা মাতার, প্রতিবেশীর সংস্পর্শে থেকেই। অবশ্যই, খুব কম ক্ষেত্রে শিশুরা পিতা মাতার কথা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই অনুসরণ করে চলে । এটা বিশেষভাবে সত্য সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে গতিশীল। তাছাড়া সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোর বৈচিত্রতার অস্তিত্বের জন্য শিশু, কিশোর এবং পিতা মাতার প্রজন্মের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন দেখা যায় । তুমি কি এমন একটি ঘটনার উদাহরণ দিতে পারবে যেখানে তোমার মনে হয়েছিল যে তোমার পরিবারের যে কোনো একটি শিক্ষা তোমার স্কুলের কিংবা তোমার সমবয়সী বন্ধুদের কিংবা গণমাধ্যমের দ্বারা পাওয়া শিক্ষা থেকে একটু স্বতন্ত্র?

কাজ -৬

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তোমার বাড়ির গৃহস্থালীর কোন কর্মীর শিশু সবসময়ই অনুভব করে যে সে ভিন্ন তোমার বাড়ির শিশু থেকে । তুমি কি বলতে পারো এমন কিছু জিনিষ যা দুজনই অংশ গ্রহণ করে অথবা আদান-প্রদান করে।

যেমন প্রথম ক্ষেত্রে শিশুটি বেশি পয়সা ব্যয় করে হাতের চুরি কেনার জন্য। অন্যদিকে দ্বিতীয় শিশুটি ব্যয় করে পোশাক-আশাক এর জন্য। দেখা যায় দুজনই একই ধারাবাহিক দেখে, এই চলচিত্রও সংগীত শ্রবণ করে ... আবার দেখা যায় কোনো কোনো সময় একে অপর থেকে খারাপ বা ভালো কথা শেখে।

এবারে তুমি অন্য দিকগুলো ভাবো। যেমন নিজের পরিবারের মধ্যে, প্রতিবেশীর মধ্যে ও রাস্তায় নিরাপত্তার ব্যাপারটি।

কাজ -৭

ব্যক্তি হিসাবে তোমার কাছে কোন্ জিনিসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সবথেকে বেশি প্রভাবিত করে।

(সম্পত্তি) টিভি সেট বা মিউজিক সিস্টেম...

(জায়গা) তোমার নিজ ঘর ...

(সময়) বিদ্যালয় এবং গৃহে কাজে ও অন্যান্য কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা ...

(সুযোগ) ভ্রমণ, সংগীত শিক্ষা ...

(তোমার চারপাশের লোকজন।)

সঙ্গীসাথী বা সমকক্ষ ব্যক্তিবর্গ (Peer Gropus)

সামাজিকীকরণের অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সঙ্গী সাথির দল। সঙ্গী সাথির দল হচ্ছে সাধারণত সমবয়সী ছেলেমেয়েরা যাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। কিছু কিছু সংস্কৃতিতে বিশেষ করে প্রথাগত ছোটো সমাজগুলোতে পিয়ার গ্রুপ হলো সমবয়সি ছেলেমেয়েদের দলকে বুঝানো হয়। কিন্তু দেখা যায় ছোটো বয়সে ভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা একেই সাথে খেলাধূলা করে থাকে। যেমন সাধারণত দেখা যায় চার বা পাঁচ বছরের শিশুরা একই সাথে খেলাধূলা করে থাকে।

'Peer শব্দটির অর্থ হল- সমবয়সি, যাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থেকে থাকে। কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় শারীরিকভাবে শক্তিশালী শিশু অন্যদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। তথাপি তাদের মধ্যে একটি সুষ্ঠ আদান প্রদানের সম্পর্ক থাকে। আবার দেখা যায় সেই শিশুরাই পারিবারিক পরিস্থিতিতে নির্ভরশীল থাকে। এই সঙ্গীসাথির সমষ্টির সংস্পর্শ থেকে শিশুরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আবিস্কার করে ফেলে কথোপকথন এবং শিখে ওঠে সামাজিকতা। সমকক্ষ সম্পর্ক প্রায়ই একটি ব্যক্তির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রাখে। অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী, যেমন একই কক্ষেপড়া ছেলেমেয়েরা, বা সমবয়সী কর্মরত ব্যক্তিবর্গরা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে একটি ব্যক্তির আচরণে এবং তাঁর দেহভঙ্গিমায়, তাছাড়া একটি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপরও প্রভাব থাকে তার সঙ্গী-সাথির গোষ্ঠীর।

বিদ্যালয় (School) :

বিদ্যালয় হলএকটি বিধিবদ্ধ সামাজিক সংস্থা। বিদ্যালয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পাঠ্যক্রম। তথাপি বিদ্যালয় সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে একটি শিশুকে সামাজিক করে গড়ে তোলার দায়িত্বেও রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন বিধিবদ্ধ পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বিদ্যালয়ে রয়েছে লুকানো পাঠ্যক্রম। যেটা শিশুর শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলে। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের কিছু কিছু জায়গায় মেয়েদের দিয়েই শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কার করানো হয়। তোমরা কি এমন একটি উদাহরণ দিতে পারো, যেখানে একই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে? আবার এমনও দেখা যায় অনেক বিদ্যালয়ে সবধরনের কাজ ছেলে ও মেয়েরা করে থাকে।

কাজ - ৮

তুমি তোমার নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখো তোমার বন্ধুদের আলাপচারিতার সঙ্গে তুলনা করো, তোমার পিতা /মাতা এবং তোমার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের (আলাপচারিতার) ভিন্নতা কিছু পেয়েছো কি? পূর্ব আলোচিত ভূমিকা এবং মর্যাদা বিষয়টি কি এ পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে?

গণমাধ্যম (Mass Media) :

আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের অন্যতম অপরিহার্য অংশ হল গণ মাধ্যম। সম্প্রতিকালে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের পরিধি বেড়েই চলেছে তথাপি সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনে। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হতবিভিন্ন ভাষায় সেখানে মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ আলোচনা পর্ব থাকতো, 'Conduct Books'— কীভাবে গৃহস্থালির কাজ সুন্দর ভাবে রূপায়ন করা যায় এবং সক্রিয় স্ত্রী হয়ে ওঠা যায় তার উপর। মিডিয়া বিভিন্ন খবরাখবর গণতান্ত্রিক ভাবে

ভাবতে সাহায্য করে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম পৌঁছে যায় যে কোনো গ্রামে যেখানে সাধারণত রাস্তাঘাট নেই এবং এখনো সাক্ষরতা কেন্দ্র গড়ে উঠেনি।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব শিশুদের এবং বয়স্কদের উপরে কী হতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার কাজ চলছে। ব্রিটেনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুরা যে সময় টিভি দেখার জন্য ব্যয় করে তা একশত দিন বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের সমান এবং বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাদের থেকে পিছিয়ে নেই। এই ধরনের পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও এই গবেষণালব্ধ ফলাফল সবসময় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয় না। টিভির পর্দায় দেখা বিভিন্ন নির্যাতন এবং শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত উগ্রব্যবহারের প্রভাব এখনও বিতর্কিত।

যদিও কেউ ধারণা করতে পারে না, কীভাবে গণমাধ্যম ব্যক্তিকে প্রভাবিত করছে, তাও এটা নিশ্চিত যে প্রভাবের প্রসার পরিলক্ষিত হয় তাদের তথ্য এবং সেই সব অঞ্চলের অভিজ্ঞতার উপর যা সেই ব্যক্তির থেকে দূরে। একটি বড়ো অংকের দর্শক রয়েছে বিভিন্ন দেশে যেমন নাইজিরিয়া, আফগানিস্তান, তিব্বত যেখানে ভারতবর্ষের ধারাবাহিকগুলো এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলো পছন্দ করে। আমাদের ভারতবর্ষের ধারাবাহিক মহাভারত গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে লন্ডনের শিশুদের কাছে যদিও তাদের মাতৃভাষা ইংরেজি।

কাজ - ৯

ভেবে দেখো তো আমরা মানুষেরা নিজের জীবনকে কী ভাবে মিলিয়ে দেখি টিভির পর্দায় দেখা বিভিন্ন ধারাবাহিকগুলোর সাথে অথবা যদি শিশুরা তাদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমার সঙ্গে টিভি অনুষ্ঠান দেখে তাহলে কোন অনুষ্ঠানগুলো তারা দেখতে পছন্দ করে এবং যদি তাই হয় তাহলে তাদের মধ্যে কি মত বিরোধ হয়? উক্ত সমস্যাগুলো কি ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন হবে?

সামাজিকীকরণের অন্যান্য মাধ্যম (Other Socialisation Agencies)

সামাজিকীকরণের অন্যান্য মাধ্যমগুলো হল কর্মক্ষেত্র যেখানে একটি ব্যক্তি দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ তার কর্মক্ষেত্রেও ঘটে। শিল্পায়ন সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ঘরের বাইরে কর্মস্থলে যায়। কিন্তু কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় বেশিরভাগ মানুষই সেখানেই বসবাস করে কৃষিজমি যেখানে অবস্থান করে। চাষাবাদ করে জীবিকা নির্ভর করে অথবা তাদের গৃহেই থাকে কর্মশালা। তাই এই সমাজে কর্মক্ষেত্রের ভূমিকা কিছুটা কম।

নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি দেখো এবং আলোচনা করো কীভাবে গণমাধ্যমগুলো শিশুদের প্রভাবিত করে।

কিছু বছর পূর্বে শক্তিমান নামক একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক টিভিতে সম্প্রচার করা হত। এটি দেখে শিশুরা উঁচুতলা দালান থেকে ঝাঁপ দিত, যেটা মৃত্যুর সামিল।

চিকিৎসক মনোবিদরা বলে থাকেন যে এই পদ্ধতিটি হচ্ছে অনুকরণ করে শিখা যা শিশুরা এবং সাধারণ লোকেরাও করতে পারে।

সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা (Socialisation and Individual freedom)

সামাজিকীকরণ সাধারণ পরিস্থিতিতে সবসময় ব্যক্তিদের সম্মতি অর্জন করতে পারে না। অনেক কারণেই দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিদ্যালয়ের ও ঘরের মধ্যে, ঘর এবং সমবয়সী গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখতে গেলে সামাজিকীকরণ হল একটি বিশেষ প্রণালী। এই প্রণালীর দ্বারা ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর প্রচলিত ধারা অনুসারে আচরণের ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রবণতা অর্জন করে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সকলেরই সামাজিকীকরণ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয়, সামাজিকীকরণের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি ব্যক্তি স্বাধীনতা কাকে বলে। সামাজিকীকরণের এই প্রক্রিয়ার গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে আত্মপরিচিতি এবং সতন্ত্রচিন্তা ও কাজের ক্ষমতা।

কীভাবে লিঙ্গাভেদে সামাজিকীকরণ ঘটে ? (How Gendered is Socialisation ?)

আমরা ছেলেরা বিভিন্ন কাজে রাস্তাঘাট ব্যবহার করে থাকি। যেমন, কখনও রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে গল্প করে সময় ব্যয় করি, কখনও খেলাধূলা বা দৌড়াদৌড়ি করি আবার কখনও বা দ্রুত মোটর সাইকেল চালিয়ে আনন্দ উপভোগ করি।

কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নয়, সাধারণত দেখা যায় মেয়েরা বিদ্যালয় থেকে সোজা ঘরে যায়। সেই স্বল্প রাস্তার ব্যবহারেও মেয়েরা দলবদ্ধভাবে রাস্তায় চলাফেরা করে। এইরূপ ব্যবহারের কারণ হল তাদের লাঞ্ছিত হবার ভয়।

(kumar 1986)

কাজ-১১

আমরা চারটি অধ্যায় শেষ করেছি। পরের পৃষ্ঠা মনোযোগ দিয়ে পড়ে তোমরা নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুগুলো আলোচনা করো।

- ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক এবং মেয়েটির বিদ্রোহ বয়োজেষ্ঠ্যদের বিরুদ্ধে।
- কীরূপ শহর এবং গ্রামের সংস্কৃতির পার্থক্য
- মনে কি প্রশ্ন জাগে, কেনো ব্রাহ্মণের কন্যা তার আরোপিত মর্যাদার দরুণ সে সেটি ছুঁতে পারে।
- সামাজিকীকরণেরর মাধ্যমগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ভেদ, উদা— “মনে মনে ধন্যবাদ জানাতো যে তার বিদ্যালয়ের বন্ধুদের তার এই বেশ দেখতে হয় না।’ তুমি কি এই ঘটনার সঙ্গো সংহতিপূর্ণ অন্য বাক্য বলতে পারবে।’
- লিঙ্গা = কেশ শয্যা + সহযাত্রীরক্ষী + ফুটবল না খেলা
- শাস্তি = নীরব + প্রিয়খাদ্য পেপাডামস্ এর স্পষ্টলক্ষিত অনুপস্থিতি।

আজ মেয়েটির মন ছিল উতলা। সে স্থির করে ছিল আজ সন্ধ্যায় মন্দিরে অনুপ্রবেশ করিবে। অন্যদিকে তার মধ্যাহ্ন আহারের সময় তার ও তার বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে বিতর্ক ঘটে সে বলে মন্দিরের ঘন্টা বাজাবে। "যদি থংগাম ঘণ্টা বাজাতে পারে তাহলে আমিও পারি" সে উত্তেজিত হয়ে তার যুক্তি রাখলো। তারা প্রতিবাদী কণ্ঠে বললো, 'থংগাম মন্দিরের পুরোহিতের কন্যা, তাই সে মন্দিরের ঘণ্টা ছুঁতে পারে।' সে রাগান্বিত হয়ে উত্তর দিল, থংগম প্রায়সই বিকেল বেলা লোকোচুরি খেলতে আসে। তার ব্যবহার তো ভিন্ন নয়। তার উপর সে আরও বলল, 'ঈশ্বরের চোখে আমরা সকলেই সমান।' তার মনে হয়েছিল বাড়ির বয়োজ্যষ্ঠরা কথাটি শুনেনি কেন না তারা একে একে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায় বিরক্ত হয়ে। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের পর তার কানে আসে বাড়ির বড়োরা ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, 'ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের পড়ার জন্য' — এবারে সে বুঝলো তারা কথাগুলো শুনেছিল ... মেয়েটি জানতো তার কথাগুলো বাড়ির বড়োরা গুরুত্ব দেয় না। তারা ভাবতো যখন মেয়েটির বয়স হবে, তখন সে বয়োজ্যেষ্ঠদের সকল কথার সম্মতি দেবে।

অন্যদিকে তার বাড়িতে তার ঠাকুরমা প্রতিদিন তার কেশে তেল দিয়ে বেঁধে দিত। কিন্তু মেয়েটির এই নিয়ম পছন্দ ছিল না। সে মনে মনে ধন্যবাদ জানাতো তার বিদ্যালয়ের বন্ধুদের তার এই বেশ দেখতে হয় না।

সে মনে মনে ভাবতো কেন তাকে দলবদ্ধ ভাবে ফিরে আসতে হয় বাড়িতে। কিংবা প্রায়শই তাকে বিদ্যালয় থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতো বড়োরা। এই ব্যবহারে সে তার মাকে বলতো যে, যখন ওরা শহরে থাকতো তখন সে বিদ্যালয় থেকে একাই ফিরে আসতো। ... অন্যদিকে তার চোখ পড়ে ফুটবল খেলাটি মন্দিরে চত্বরে শুরু হয়েছে। খেলা দেখে সে আনন্দ পেত এবং মন্তব্য করতো, কিন্তু কেলু নায়ার তার এই ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ করতো।

এবার মেয়েটি যখন দ্রুত মন্দিরের দিকে এলো মন্দিরে তখন বেশ ভিড়। এই ভিড়ের মাঝেই মেয়েটি মন্দিরে প্রবেশ করলো। মন্দিরের ঘণ্টাটি দেখে সে উতলা হয়ে গেল। তার মনে হয় কেলু নায়ারের ফিস্‌ফিস্ করে হুমকি দেওয়া, কিন্তু সে সকল বাধাকে এড়িয়ে মন্দিরের ঘণ্টাটি বাজালো। শব্দটির প্রতিধ্বনি হল এবং দ্রুত সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। কেলু নায়ার এত স্বল্প সময়ে কিছুই বুঝতে পারলো না।

মেয়েটি লক্ষ্য করলো মন্দিরে সকলে চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি অসংহতি লক্ষ্য করা গেল। সে বাড়ি ফিরে এলো এবং রাত্রির আহার এ তার প্রিয় খাদ্য পাপ্পাডেমসের স্পষ্টলক্ষিত অনুপস্থিতি নজরে পরল।

(From the Bell, by Gita Krishna Kutty).

শব্দকোশ

সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ : এটি সংস্কৃতির একটি তত্ত্ব যা যুক্তি দেয় যে প্রাকৃতিক প্রজাতির মতো সংস্কৃতিও বৈচিত্র এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে।

সামন্ত বা ভূমিস্বত্ব প্রথা : এই প্রথাটি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে পেশা অনুসারে প্রচলিত ছিল। এই তিন ধরনের ভূমিস্বত্ব হল — অভিজাত সম্প্রদায়, যাজক সম্প্রদায়, এবং জনসাধারণ। শেষেরটি প্রধানত পেশাদার এবং মধ্যবিত্ত মানুষ ছিল। প্রতিটি ভূমিস্বত্ত্ব বা estate নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করত। কৃষক ও শ্রমিকদের কোনো ভোটের অধিকার ছিল না।

বৃহত্তর প্রথা : যে সকল সাংস্কৃতিক প্রথা লিখিত রূপে রয়েছে এবং শিক্ষিত, মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য।

ক্ষুদ্র প্রথা : যে সকল সাংস্কৃতিক প্রথা মৌখিক রূপে রয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত।

প্রতিচ্ছবি : একজন ব্যক্তির ছবি (স্বরূপ) যখন অন্যদের চোখে ধরা পরে, সেটিই হচ্ছে প্রতিচ্ছবি।

সামাজিক ভূমিকা : একটি ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদার মধ্য দিয়ে যে সকল অধিকার ও দায়িত্ব এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই সামাজিক ভূমিকা।

সামাজিকীকরণ : যে পদ্ধতিতে একজন শিশুর সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো উন্মোচিত হয় ও সেগুলো বিকশিত হয় তার ব্যক্তিত্ব সুগঠিত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সামাজিকীকরণ।

উপ-সংস্কৃতি : একটি বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রধান একটি সংস্কৃতি বর্তমান। আবার ওই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা সংগঠনের নিজস্ব স্বতন্ত্র যে সংস্কৃতি দেখা যায়, তা হল উপসংস্কৃতি।

অনুশীলনী

১) সমাজবিজ্ঞানের 'সংস্কৃতির' সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যবহারিক শব্দ সংস্কৃতির পার্থক্যগুলো কী?

২) তুমি কী করে বুঝবে যে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলো সমাজে অবস্থান করছে?

৩) তোমার জানা দুটি সংস্কৃতির তুলনা করো। গোঁড়া না হওয়া কি খুব কঠিন?

৪) সংস্কৃতির পরিবর্তনের দুটো পদ্ধতির আলোচনা করো।

৫) বিশ্বজনিন কি আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত? তোমার চারপাশে লক্ষ্য করে উদাহরণ দাও গোঁড়ামির।

৬) তোমাদের প্রজন্মে সামাজিকীকরণের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ব মাধ্যম কী? উক্ত সামাজিকীকরণের সঙ্গে পূর্বের সামাজিকীকরণের মাধ্যমটির কী পার্থক্য আছে বলে তুমি মনে করো?

READINGS

ARMILLAS, PEDRO. 1968. 'The concept of civilisation', in SILLS, DAVID. ed. *The International Encyclopedia of Social Science.* Free Press-Macmillan, New York.

BERGER, P.L. 1963. *Invitation to Sociology : A Humanistic Perspective.* Penguin, Harmondsworth.

GEERTZ, CLIFFORD. 1973. *The Interpretation of Cultures.* Basic Books, New York.

GIDDENS, ANTHONY. 2001. *Sociology.* Polity Press, Cambridge.

Indira Gandhi National Open University (IGNOU), Unit 9, *Agencies of Socialisation.*

Indira Gandhi National Open University (IGNOU), Unit 8, *Nature of Socialisation.*

KOTTAK, CONRAD P. 1994. *Anthropology : The Exploration of Human Diversity.* Sixth Edition, McGraw-Hill, New York.

KUMAR, KRISHNA. 1986. 'Growing up Male', in *Seminar.* No. 318, February.

LARKIN, BRIAN. 2002. 'Indian Films and Nigeria Lovers, Media and the Creation of Parallel Modernities', in ed. XAVIER, JONATHAN. and ROSALDO, RENATO. *The Anthropology of Globalisation : A Reader.* Blackwell, Malden.

MALINOWSKI, BRONISLAW. 1931. 'Culture', in SELIGMAN. ed. *Encyclopedia of the Social Sciences.* Macmillan, New York.

MUKHERJI, D.P. 1948/1979. *Sociology of Indian Culture.* Rawat Publications, Jaipur.

TYLOR, EDWARD B. 1871/1958. *Primitive Culture : Researches onto the Development of Mythology, Philosophy Religion, Art and Custom.* 2 volumes. Volume 1: *Origins of Culture.* Volume 2. *Religion in Primitive Culture.* Gloucester, Mass, Smith.

VOGT, EVON Z. 1968. 'Culture Change', in SILLS, DAVID. ed. *The International Encyclopedia of Social Science.* Free Press-Macmillan, New York.

WILLIAMS, RAYMOND. 1976. *Keywords : A Vocabulary of Culture and Society.* Fontana/Croom Helm, London.

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজতত্ত্বে করণীয় ঃ গবেষণা পদ্ধতিসমূহ

DOING SOCIOLOGY : RESEARCH METHODS

I

ভূমিকা :

তোমরা কি কখনও অবাক হয়েছো এটা ভেবে যে সমাজতত্ত্বের মতো একটি বিষয়কে কেন সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়? অন্য যে কোনও শাখার তুলনায় সমাজতত্ত্ব সেই বিষয়গুলিকে নিয়েই আলোচনা করে যেগুলো ইতোমধ্যেই বেশিরভাগ মানুষের পরিচিত। আমরা সবাই সমাজে বাস করি এবং আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই আমরা সমাজতত্ত্বের বিষয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানি যেমন সামাজিক শ্রেণি, প্রতিষ্ঠান, নিয়ম-নীতি, সম্পর্ক এবং আরও অনেক। তাহলে এটা জিজ্ঞেস করা উচিত কী করে সমাজতত্ত্ববিদগণকে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের থেকে আলাদা করা হয়। কেন তাকে সমাজ বিজ্ঞানী বলা উচিত?

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো এখানেও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পদ্ধতি-যার মাধ্যমে জ্ঞান সংগৃহীত হয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীরা দাবি করতে পারেন তারা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা, কিন্তু তারা কতটা জানেন এবং কী জানেন সেটার জন্য নয়, বরং কীভাবে তারা তাদের জ্ঞান অর্জন করেন সেটার জন্য। সমাজতত্ত্বে পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্বের এটি একটি কারণ।

তোমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছো যে সমাজতত্ত্ব মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী। উদাহরণ স্বরূপ-যখন সামাজিক ঘটনা অধ্যয়ন করা হয় যেমন বন্ধুত্ব বা ধর্ম বা বাজারের দরাদরি, সমাজতত্ত্ববিদ তখন কেবল দর্শকের মতো কি পর্যবেক্ষণযোগ্য তা জানতে চান না বরং জড়িত ব্যক্তির মতামত ও অনুভূতিও জানতে চান। সমাজতত্ত্ববিদরা যাদের অধ্যয়ন করেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন ও তাদের চোখে বিশ্বকে দেখতে চান। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের কাছে বন্ধুত্বের মানে কী? একজন ধার্মিক ব্যক্তি কী করছেন মনে করেন যখন তিনি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করেন? কীভাবে দোকানদার এবং গ্রাহক দরকষাকষির সময় একে অপরের শব্দ এবং অঙ্গাভঙ্গি ব্যাখ্যা করে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে জড়িত অংশগ্রহণকারী অভিনেতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর সেখানেই সমাজতত্ত্বের বিশেষ আগ্রহ। সেই জন্য বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণদের দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ই বোঝা প্রয়োজন আর সেটাই হল সমাজতত্ত্বে পদ্ধতির গুরুত্বের আর একটা কারণ।

II

কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা
(Some Methodological Issues)

যদিও এটি প্রায়শই 'পদ্ধতি'র বিকল্প (বা সমার্থক শব্দ) হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাস্তবে 'প্রণালী বিজ্ঞান' (Methodology) শব্দটি আসলে পদ্ধতিগুলির অধ্যয়ণকে বোঝায়। পদ্ধতিগত সমস্যা বা প্রশ্ন এটাই যা--সাধারন সমস্যা সম্পর্কে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-সংগ্রহে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, কৌশল বা কার্যপ্রণালীকে অতিক্রম করে যায়। আমরা শুরু করছি সমাজতত্ত্ববিদগণের দেখানো জ্ঞান উৎপাদন করার পথগুলি দিয়ে যা বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ার দাবি করে।

সমজাতত্ত্বে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং আত্মনিষ্টা
(Objectivity and Subjectivity in Sociology)

দৈনন্দিন জীবনে 'নৈর্ব্যক্তিক' (Objective) শব্দের অর্থ পক্ষপাতশূন্য, নিরপেক্ষ বা শুধুমাত্র ঘটনার উপর নির্ভর করে। কোনো কিছু সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক হতে গেলে সেই জিনিস সম্পর্কে নিজস্ব অনুভূতি ও মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত। অন্যদিকে 'আত্মনিষ্ট' (Subjective) মানে কোনো কিছু যা ব্যক্তিগত মান এবং পছন্দের উপর নির্ভর করে। তোমরা ইতিমধ্যেই শিখে নিয়েছো যে সম্পূর্ণরূপে ঘটনার উপর ভিত্তি করে পক্ষপাতশূন্য জ্ঞান উৎপাদন করতে প্রতিটি বিজ্ঞানকেই নৈর্ব্যক্তিক (Objective) হতে হবে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি অনেক কঠিন।

উদাহরণ স্বরূপ, যখন একজন ভূতত্ত্ববিদ পাথর নিয়ে গবেষণা করেন, অথবা একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী গাছপালা নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের সতর্ক হতে হবে যাতে তাদের ব্যক্তিগত পক্ষপাত বা পছন্দ তাদের কাজকে প্রভাবিক করতে না পারে। তারা অবশ্যই ঘটনা বা তথ্যের ভিত্তিতেই তাদের প্রতিবেদন জমা করবেন। তাদের গবেষণার ফলাফল (উদাহরণস্বরূপ) যেন তাদের পছন্দের নির্দিষ্ট কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অথবা তাত্ত্বিক দ্বারা প্রভাবিত না হয়। যাহোক, ভূতত্ত্ববিদ এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানী সেই জগতের অংশ নয় যেটা তারা অধ্যয়ন করেন, যেমন পাথরের পৃথিবী অথবা গাছপালা। অন্যদিকে, সমাজ বিজ্ঞানীরা সেটাই অধ্যয়ন করেন যেখানে তারা নিজেরাই বসবাস করেন—মানব সম্পর্কের সামাজিক বিশ্ব। এটা সমাজতত্ত্বের মতো সামাজিক বিজ্ঞানে নৈর্ব্যক্তিকতার (Objectivity) বিশেষ সমস্যা তৈরি করে।

সর্ব প্রথমে, এখানে পক্ষপাতের সুস্পষ্ট সমস্যা আছে কারণ সমাজতত্ত্ববিদরাও এই সমাজের সদস্য, তাদেরও অন্যান্য সদস্যদের মতো স্বাভাবিক পছন্দ এবং অপছন্দ আছে। যে সমাজতত্ত্ববিদ পারিবারিক সম্পর্ককে অধ্যয়ন করছেন তিনি নিজেও একটি পরিবারের সদস্য এবং তার অভিজ্ঞতাগুলো তার কাজকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার এও দেখা যায় যখন একজন সমাজতাত্ত্বিকের অধ্যয়নরত শ্রেণি সম্পর্কে সরাসরি ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না, তখনও নিজের সামাজিক প্রেক্ষাপটের মূল্য এবং সংস্কারের বশে তার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন তার নিজের ছাড়া অন্য একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যয়ন করে। তার নিজের অতীত বা বর্তমান সামাজিক--সম্প্রদায়ের—প্রচলিত পরিবেশ সম্পর্কে মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কীভাবে সমাজতত্ত্ববিদরা এই বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক হবে? একটি পদ্ধতি হল কঠোরভাবে এবং একটানা গবেষণার বিষয় সম্পর্কে নিজের ধারণা এবং অনুভূতি পরীক্ষা করা। সাধারণত, সমাজতত্ত্ববিদ —অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তার নিজের কাজ করতে চেষ্টা করে— সে নিজেকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। এই কৌশলকে বলা হয় 'স্ব-প্রতিক্রিয়াশীলতা' (Self

reflexitivity), অথবা কখনও কখনও শুধু 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' ।

সমাজতত্ত্ববিদ প্রতিনিয়ত নিজের মনোভাব এবং মতামত যাচাই করতে থাকেন নিজের আত্মপরীক্ষার জন্য। তিনি ক্রমাগত অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে যারা তার গবেষণার বিষয়।

প্রতিক্রিয়াশীলতার বাস্তব দিকগুলোর মধ্যে একটি হল সাবধানতার সাথে তার নিজের তথ্য ব্যবহার করা। গবেষণা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের অংশ হিসাবে সঠিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং প্রমাণের উৎসের আনুষ্ঠানিক উদ্ধৃতিকে দাবি করা হয়। এটি আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি একটি নির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছাতে তা অনুসরণ করতে অন্যদের নিশ্চিত করে এবং নিজেরাও সঠিক কি না সেটা যাচাই করে। এটি আমাদের– নিজস্ব চিন্তাধারা বা যুক্তিধারাকে পরীক্ষা এবং পুন:পরীক্ষা করতে সাহায্য করে।

কিন্তু যাইহোক, সমাজতত্ত্ববিদ যতই স্ব-প্রতিক্রিয়াশীল (Self reflexive) হতে চেষ্টা করে, সেখানে সর্বদা অনবহিত বা অচেতন পক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনা মোকাবেলা করতে, সমাজতত্ত্ববিদ স্পষ্টতই তাদের নিজস্ব সামাজিক পটভূমির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেন যা গবেষণা বিষয়ে বিষয়টির পক্ষপাতের সম্ভাব্য উৎস হিসাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এটা পাঠকদের পক্ষপাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এবং তাদের মানসিকভাবে ‘‘ভারসাম্য বজায়’’(Compensate) রাখার সুবিধা দেয় যখন তারা গবেষণা সম্পর্কে অধ্যয়ন করে। (তোমরা প্রথম অধ্যায়ে ফিরে যেতে পার এবং সেখানে সাধারণ জ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা পুনরায় পড়ে দেখতে পার।)

সমাজতত্ত্বে নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)র অন্য যে সমস্যা রয়েছে সেটার কারণ সাধারণত সামাজিক জীবনে তথ্যের (truth) অনেক ধরনের বর্ণনা। ভিন্ন ভিন্ন সুবিধাজনক অবস্থান থেকে ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার চিত্র দেখা যায় এবং তাই সামাজিক জীবনে সাধারণত বাস্তবতার অনেক প্রতিযোগিতামূলক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা জড়িত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি দোকানদার ও গ্রাহকের সঠিক মূল্য (good price) সম্পর্কে খুব ভিন্ন ধরনের ধারণা থাকতে পারে, একটি অল্প বয়স্ক ব্যক্তি এবং একজন বয়স্ক ব্যক্তির 'ভাল খাবার' (good food) ধারণা ভিন্ন ভিন্ন থাকতে পারে এবং আরও অনেক। কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা সত্য বা আরও সঠিক কি না বিচার করার কোন সহজ উপায় নেই, এবং এইভাবে চিন্তা করলে এটি প্রায়ই অসম্পূর্ণ বা অকেজো। আসলে সমাজতত্ত্ব এইভাবে বিচার করার চেষ্টা করে না কারণ সমাজতত্ত্বের সত্যিকারের আগ্রহ হল মানুষ কী ভাবছে এবং যেটা ভাবছে সেটা নিয়ে কেন ভাবছে?

কাজ - ১

তুমি কি নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে পার – যেভাবে তুমি অন্যদের পর্যবেক্ষণ কর। তোমার নিজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখো :-(ক) তোমার ভালো বন্ধু, (খ) তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী, (৩) তোমার শিক্ষক এর দৃষ্টিকোণ থেকে। তোমার নিজেকে অন্যদের জায়গায় কল্পনা করতে হবে এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। মনে রাখবে নিজেকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করতে হবে যেমন 'সে', না কি 'আমি'। এরপর, তুমি তোমার সহপাঠীদের লেখা একই বর্ণনা দেখে নিতে পার। প্রত্যেকে নিজের নিজের বর্ণনা আলোচনা করো কতটা সঠিক এবং আকর্ষণীয়ভাবে তাদের–খুঁজতে পেরেছ? এই বর্ণনায় কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার আছে কি?

আরও জটিলতা দেখা দেয় সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্বও একটি 'বহুদৃষ্টান্তমূলক বিজ্ঞান। এর অর্থ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পারস্পরিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাধারা সমান্তরালভাবে এই শাখায় বিদ্যমান (সমাজের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনাটি মনে করে দেখ)।

এই সব কিছু সমাজতত্ত্বে নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) কে একটি খুব কঠিন এবং জটিল বিষয় করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)-র পুরনো ধারণাকে ব্যাপকভাবে অপ্রচলিত দৃষ্টিকোণ হিসাবে গণ্য করা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা আর বিশ্বাস করে না সমাজ বিজ্ঞানের ঐতিহ্যগত এই ' নৈর্ব্যক্তিক, নির্লিপ্ত' (Objective, disinterested) ধারণাকে গ্রহণযোগ্য বলে, আসলে এমন ধরনের আদর্শ বিভ্রান্তিকর হতে পারে। তার মানে এই নয় যে সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে কোন দরকারি জ্ঞান প্রাপ্ত করা যায় না, অথবা 'নৈর্ব্যক্তিকতা' (Objectivity) একটি নিরর্থক ধারণা। তার মানে হল নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) কে অর্জিত শেষ ফলাফলের পরিবর্তে ক্রমাগত, চলমান প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা।

একাধিক পদ্ধতি এবং পদ্ধতির পছন্দ (Multiple Methods and Choice of Methods)

যেহেতু সমাজতত্ত্বে একাধিক তত্ত্ব এবং দৃষ্টিকোণ আছে তাই এটা খুব আশ্চর্যজনক নয় যে সেখানে অনেক পদ্ধতিও আছে। সমাজতাত্ত্বিক সত্যের কোনো একক রাস্তা নেই। অবশ্যই, বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রশ্নের মোকাবেলার জন্য কম বেশি উপযুক্ত। উপরন্তু, প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। তাই বিভিন্ন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ন্যূনতা নিয়ে তর্ক করা অর্থহীন প্রয়োজন হল, যে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য সঠিক পদ্ধতির নির্বাচন।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ আগ্রহী হয় এটা নির্ণয় করতে যে ভারতের অধিকাংশ পরিবার কি এখনও 'যৌথ পরিবার', সেখানে আদমসুমারী/জনগণনা (Census) অথবা সমীক্ষামূলক/নিরীক্ষামূলক গবেষণা (Survey) হচ্ছে উপযুক্ত পদ্ধতি। আবার যদি কেউ তুলনামূলক বিচার করতে চান যৌথ পরিবার ও একক পরিবারে নারীর মর্যাদা নিয়ে, তখন সাক্ষাৎকার (interview), কেস স্টাডি (Case study) অথবা অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি।

সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো সমাজতাত্ত্বিকরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ, পরিমাণগত (Quantitative) এবং গুণগত (Qualitative) পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য খুবই প্রচলিত, যেমন গণনাকৃত এবং পরিমাপযোগ্য চলকের (variable) (যেমন অনুপাত,গড় ইত্যাদি) ক্ষেত্রে পরিমাণগত (quanti - tative) পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়, অপরদিকে বিমূর্ত (abstract) এবং পরিমাপ করা কঠিন এমন ঘটনা যেমন মানবীয় আচার-আচরণ, আবেগ ইত্যাদি বিশ্লেষণে গুণগত (qualitative) পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। দুটি পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্কগত পার্থক্য হল পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ (observable behaviour) এবং অপর্যবেক্ষনযোগ্য যেমন অর্থ (meanings) মূল্য (values) এবং অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক বিষয়গুলির অধ্যয়ন।

পদ্ধতির শ্রেণিবিভাজনের অন্য আর একটি উপায় হল তথ্য সংগ্রহের পার্থক্য, যেমন পরোক্ষ তথ্য (secondary data) যা ইতিমধ্যে বিদ্যমান তথ্য (সরকারি নথিপত্র, অন্যের প্রতিবেদন এবং শিল্পকর্ম) অথবা যে তথ্য নূতনভাবে সংগ্রহ করা হয় বা প্রাথমিক তথ্য (primary date)। এভাবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) সাধারণত নির্ভর করে পরোক্ষ

উপাদানের উপর যেগুলো নথিপত্রে পাওয়া যায় এবং সাক্ষাৎকার (interview) প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ তথ্য উৎঘাটন করে।

এছাড়াও শ্রেণি বিভাজনের আর একটি উপায় হল 'ব্যক্তিগত (micro) থেকে 'সমষ্টিগত'(macro) পদ্ধতিকে আলাদা করা। প্রথম পদ্ধতিটি সাধারণত পরিকল্পনা করা হয় যখন একক গবেষক ছোটো এবং পরিচিত পরিবেশে অধ্যয়ন করেন; এখানে সাক্ষাৎকার (interview), অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (participant observation) কে মাইক্রো /ব্যক্তিগত পদ্ধতি হিসাবে ধরা হয়। অনেক বড় ধরণের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যেখানে বহুল সংখ্যক উত্তরদাতা (respondents) এবং অবেক্ষক (investigator) জড়িত থাকেন, সেক্ষেত্রে ম্যাক্রো সমষ্টিগত (macro) পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

সমীক্ষা অনুসন্ধান হচ্ছে ম্যাক্রো সমষ্টিগত পদ্ধতির একটি সাধারণ উদাহরণ যদিও কিছু ঐতিহাসিক পদ্ধতিও কোন কোন ক্ষেত্রে ম্যাক্রো সমষ্টিগত অধ্যয়নে ব্যবহার করা হয়।

শ্রেণিবিভাজনের ধরণ যেটাই হোক না কেন, এটা মনে রাখা আবশ্যক যে এটা একটি প্রচলিত রীতি। বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির মধ্যেকার বিভাজন রেখা খুব তীব্র হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা প্রায়ই সম্ভব যে একটি পদ্ধতি অপর একটি পদ্ধতিতে বদলে যায়, অথবা একে অপরের সম্পূরক হিসাবে কাজ করে।

পদ্ধতির পছন্দ সাধারণত গবেষণাকৃত প্রশ্নের প্রকৃতি, অনুসন্ধানকারীর পছন্দ, সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে। সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান ধারা হল বহুবিধ পদ্ধতিকে একই সঙ্গে নিজের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে একই অনুসন্ধান প্রশ্নের জন্য প্রয়োগ করা। এটাকে কখনও কখনও 'ত্রিভুজন'(triangulation) বলা হয় অর্থাৎ কোন কিছুকে বিভিন্ন অবস্থান থেকে দেখা অথবা পুনর্ব্যক্ত করা। এইভাবে, একে অপরের দেখা সহায়তার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যাতে একটি মাত্র পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনায় আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।

যেহেতু সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিগুলি স্বতন্ত্র্য এবং 'প্রাথমিক' তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ডিজাইন (design) করা হয়, তাই এখানে এটার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। আবার ক্ষেত্র অধ্যয়ন (field work) এর শ্রেণির উপর আধারিত পদ্ধতিগুলির মধ্যেও, আমরা তোমাদের পরিচয় করাবো শুধুমাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যেমন সমীক্ষা পদ্ধতি (survey), সাক্ষাৎকার(interview) এবং অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (participant observation) সম্পর্কে।

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (participant observation)

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সমাজতত্ত্বে বিশেষ করে সামাজিক নৃতত্ত্বে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যয়নরত সমাজ, তার সংস্কৃতি এবং জনগণ সম্পর্কে জানতে পারেন, (প্রথম অধ্যায়ে সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক নৃতত্ত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা মনে করো)। এই পদ্ধতিটি অন্য পদ্ধতিগুলির থেকে নানা ভাবে আলাদা ।

ক্ষেত্র গবেষণায় দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধানরত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকতে হয় যা প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতি যেমন সমীক্ষা পদ্ধতি অথবা সাক্ষাৎকার থেকে আলাদা। সাধারণত সমাজতত্ত্ববিদ বা নৃতত্ত্ববিদ ব্যয় করেন অনেক মাস-সচরাচর, এক বছর বা কখনও কখনও তার থেকেও বেশি ঐ লোকজনদের মধ্যে ওদেরই একজন হয়ে থাকেন যাদের উনি অধ্যয়ন করেন। একজন অস্থানীয় 'বাইরের' লোক হওয়ার কারণে, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদকে 'স্থানীয়' সংস্কৃতিতে মগ্ন হতে হয়-তাদের-ভাষা শিখে এবং

ওদের দৈনন্দিন জীবনে ঘনিষ্টভাবে অংশগ্রহণ করে-সব স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টায় এবং দক্ষতা অর্জনে যা 'ভেতরের' লোকেদের থাকে। যদিও সমাজতত্ত্ববিদ অথবা নৃতত্ত্ববিদের পছন্দের কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থাকে, অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে ক্ষেত্র গবেষণার সামগ্রিক লক্ষ্য হল একটি সম্প্রদায়ের 'জীবনের সমগ্র পথ'(whole way of life) সম্পর্কে জানা। বাস্তবে এটা একটা শিশুর উদাহরণের মতো যেখানে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদগণের কাছে আশা করা হচ্ছে যেন তারা তাদের গৃহীত সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রত্যেকটি ঘটনা সেইভাবেই শিখে নেন যেমনটি একটি ছোটো শিশু এই বিশ্ব সম্পর্কে শিখে।

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণকে প্রায়ই 'ক্ষেত্র কার্য' (field work) বলা হয়। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল বিশেষভাবে উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্বের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে। এই বিষয়গুলিতে, বৈজ্ঞানিক শুধুমাত্র পরীক্ষাগারেই কাজ করেন না, নিজের বিষয় সম্পর্কে (যেমন, শিলা, পোকা-মাকড় বা গাছপালা) জানতে তাদেরকে প্রায়ই ক্ষেত্র (field)- তে যেতে হয়।

III

সামাজিক নৃতত্ত্বে ক্ষেত্র কার্য
(field work in social Anthropology)

একটি কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাহে ক্ষেত্র কার্য নৃতত্ত্ববিদ্যাকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। প্রারম্ভিক নৃতত্ত্ববিদরা অপেশাদার উৎসাহী ছিলেন এবং বিদেশি আদিম সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তারা আরামকেদারা পন্ডিত (armchair scholar) ছিলেন যারা দূরবর্তী সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং সংগঠিত করতেন (যেখানে তারা কখনও যাননি), যাত্রী, মিশনারী, ঔপনিবেশিক, প্রশাসক, সৈন্য এবং অন্যান্য লোক যারা এইসব জায়গায় গিয়েছেন, তাদের লিখিত প্রতিবেদন এবং বিবরণ থেকে। উদাহরণ স্বরূপ, জেমস্ ফ্রেজার-এর প্রসিদ্ধ বই 'দি গোল্ডেন বো' (The Golden Bough) যা অনেক নৃতত্ত্ববিদকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যেটা পুরোপুরি দ্বিতীয় শ্রেণির বিবরণের উপর ভিত্তি করে ছিল। এইভাবে এমাইল ডুরখেইম এর আদিম ধর্মের উপর কাজও দ্বিতীয় শ্রেণির বিবরণের উপর ভিত্তি করেই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকে বহু প্রারম্ভিক নৃতত্ত্ববিদ, যাদের মধ্যে পেশাজীবী প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা ছিলেন, তারা নিয়মিত নিরীক্ষণ এবং প্রথম শ্রেণির পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেছিলেন- উপজাতি ভাষা, প্রথা, রীতিনীতি এবং বিশ্বাসের। এভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির পর্যবেক্ষণকে অবিদ্বানসুলভ (unscholarly) মনে হতে শুরু হল এবং প্রথম শ্রেণির পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ভাল ফলাফল (এই ক্রমবর্ধমান পূর্ব ধারণাকে) সংযুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। (পরের পাতায় দেওয়া ছকে দেখ)।

১৯২০ সন থেকে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ বা ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণকে সামাজিক নৃতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জ্ঞান উৎপাদনের একটি প্রধান পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রায় সব প্রভাবশালী বিদ্বানরা নিজের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষেত্র কার্য বা field work করেছেন বাস্তবে- অনেক সম্প্রদায় বা ভৌগলিক স্থান ক্ষেত্র কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তের সাথে এই শাখায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ক্ষেত্র কার্য করার সময় কী করে থাকেন? সাধারণত, তিনি অধ্যয়নরত সম্প্রদায়ের জনগণনা দিয়ে তারা কাজ শুরু করেন। এটাতে জড়িত থাকে প্রত্যেকটি লোকের তথ্য যারা এই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, যেমন-তাদের লিঙ্গ, বয়সের শ্রেণি এবং পরিবার সম্পর্কে। এইসঙ্গে গ্রাম তথা বাসস্থানের প্রাকৃতিক মানচিত্র বানানো যেতে পারে, যাতে থাকবে ঘরের এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সামাজিক স্থানের অবস্থান। নৃতত্ত্ববিদের ব্যবহারের কৌশলগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রের

Bronislaw Malinowski এবং ক্ষেত্র কার্যের উদ্ভাবন
(Bronislaw Malinowski and the 'Invention' of field work)

যদিও উনি প্রথম ব্যক্তি নন যিনি এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন-অন্যান্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্নরূপে চেস্টা করা হয়ে গেছিল। ব্রিটেনের বসতি স্থাপনকারী পোলিশ নৃতত্ত্ববিদ ব্রোনিসল ম্যালিনোস্কিকে সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে ক্ষেত্র কাজ (field work) কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়। 1914 সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ম্যালিনোস্কি অস্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করেন, যা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজের অংশ ছিল। কারণ যুদ্ধে পোলান্ড জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, এটি ব্রিটেনের দ্বারা একটি শত্রু দেশ ঘোষিত হয়েছিল এবং পোলান্ডের নাগরিক হওয়ার জন্য ম্যালিনোস্কি টেকনিক্যালি একজন 'শত্রু পক্ষ' (enemy alien) হয়ে উঠেন। উনি অবশ্যই, লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্সের (London School of Economics) একজন সম্মানিত অধ্যাপক ছিলেন এবং ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যেহেতু উনি টেকনিক্যালি একজন শত্রুপক্ষ (enemy alien) ছিলেন, তাই আইন অনুসারে উনাকে, 'অন্তবর্তী' (interned) বা নির্দিস্ট স্থানে সীমিত রাখা প্রয়োজনীয় ছিল।

ম্যালিনোস্কি উনার নিজের নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য অস্ট্রেলিয়ার অনেক জায়গায় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে যেতে চেয়েছিলেন। তাই উনি আধিকারীকদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যাতে উনাকে 'অন্তবর্তী' (interned) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রোবিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জে গবেষণা করার অনুমতি দেওয়া হয় যা ব্রিটিশ অস্ট্রেলিয়ার দখলে ছিল। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাতে সহমত প্রদান করেছিল এবং উনার যাত্রার জন্য অর্থসহায়তাও দিয়েছিল, ম্যালিনোস্কি ট্রোবিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জে (Trobiand Islands) দেড় বছর সময় অতিবাহিত করেছিলেন। উনি স্থানীয় গ্রামে একটি তাঁবুতে বসবাস করতেন, স্থানীয় ভাষা শিখেছিলেন এবং ওদের সংস্কৃতি শেখার জন্য এখানকার 'মূল নিবাসী' (Native) দের সাথে ঘনিস্ট ভাবে মেলামেশা করেছিলেন। উনি খুব সাবধানে এবং বিস্তারিতভাবে নিজের পর্যবেক্ষণের রেকর্ড রেখেছিলেন এবং দৈনিক ডায়েরীও রেখেছিলেন। পরে উনি এই ক্ষেত্র নোটগুলি (field notes) এবং ডায়েরীর ভিত্তিতে ট্রোবিয়ান্ড সংস্কৃতির (Trobiand Culture) উপর বই লিখেছিলেন; এই বইগুলি শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল এবং আজও এগুলিকে ক্লাসিক্স (Classics) বিবেচনা করা হয়।

উনার ট্রোবিয়ান্ড অভিজ্ঞতার পূর্বেও, ম্যালিনোস্কি বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন যে নৃতত্ত্বের ভবিষ্যৎ নৃতত্ত্ববিদ এবং মূল সংস্কৃতির মধ্যে সরাসরি এবং মধ্যস্থতাকারী বিহীন আন্তঃক্রিয়ার (interaction) উপর আধারিত। তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে এই শাখা (discipline) বুদ্ধিজীবী শখের অবস্থা থেকে অগ্রগতি লাভ করবে না যতক্ষণ না তার অনুশীলনকারীরা (practitioners) ভাষাকে নিবিড়ভাবে শেখে নিজেকে রীতিবদ্ধভাবে এবং সরাসরি জড়িত করবে। এই পর্যবেক্ষণ নির্দিস্ট প্রসঙ্গে (context)ই করতে হবে অর্থাৎ নৃতত্ত্ববিদকে এই উদ্দেশ্যে শহরে বা বাইরে অধিবাসীদের ডেকে এনে সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরিবর্তে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেভাবে ঘটেছে ঠিক সেইভাবেই। দোভাষী (interpreter)-র ব্যবহারও এড়িয়ে চলতে হবে-এটা তখনই সম্ভব হবে যখন নৃতত্ত্ববিদ নিজে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা সরাসরি বলবেন যাতে ওদের সংস্কৃতি একটি সত্য এবং খাঁটি - প্রামাণিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

Lonclon School of Economics-এ উনার প্রভাবশালী অবস্থান এবং ট্রোবিয়ান্ডে (Trobiand) উনার কাজের খ্যাতি ম্যালিনোস্কিকে (Malinowski) নৃতত্ত্বের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি বাধ্যতামূলক অংশ হিসাবে ক্ষেত্র কার্য (field work)-র প্রতিষ্ঠানীকীকরণ (institutionalisation) প্রচারণা চালাতে সহায়তা করে। এটি শাখাকে (discipline) একটি কঠোর বিজ্ঞান হিসাবে পান্ডিত্বপূর্ণ সম্মান (scholarly respect) পাওয়ার যোগ্য হতে সাহায্য করেছিল।

কাজের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের একটি বংশবৃতান্ত গঠন করা হয়। এটি জনসংখ্যা প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে হতে পারে, তবে এটি আরও বিস্তৃত হয়ে যায় যেহেতু এটা জড়িত প্রত্যেক সদস্যের একটি করে 'বংশ বৃক্ষ' (family tree) তৈরি করতে এবং যতদূর সম্ভব পেছন থেকে আরও প্রসারিত করতে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট পরিবার বা ঘরের প্রধানকে তার নিজের প্রজন্মের মধ্যে তার আত্মীয়-ভাই, বোন, খোড়তুতো ভাই বোন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে; তারপর তার মাতা পিতার প্রজন্মের সম্পর্কে-যেমন পিতা, মাতা, তাদের ভাই ও বোন ইত্যাদি তারপর পিতামহ-পিতামহী এবং তাদের ভাই বোন সম্পর্কে এবং এইভাবে আরও। এটা করা যেতে পারে একজন মানুষ যে প্রজন্ম পর্যন্ত মনে করতে পারে ততদূর পর্যন্ত। একজন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা পাশাপাশিভাবে যাচাই করা হতে পারে তার অন্য আত্মীয়দের কাছে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং নিশ্চিত হওয়ার পর খুব বিস্তারিত বংশ বৃক্ষ তৈরি করা যেতে পারে। এই অনুশীলনটি সামাজিক নৃতত্ত্ববিদকে একটি
সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার পদ্ধতিকে বুঝতে সাহায্য করে-একজন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন আত্মীয়ের ভূমিকা কী এবং এই সম্পর্কগুলি কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ (বাঁচিয়ে রাখা) করা হয়।

এই বংশতালিকা একজন নৃতত্ত্ববিদকে একটি সম্প্রদায়ের কাঠামোর সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে এবং বাস্তব অর্থে তাকে জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে সক্ষম করে। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে, নৃতত্ত্ববিদকে ক্রমাগত সম্প্রদায়ের ভাষা শিখতে হয়। তিনি সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং একটি বিস্তৃত নোট তৈরি করেন যেখানে সাম্প্রদায়িক জীবনের মহত্বপূর্ণ দিকগুলির বর্ণনা থাকে। উৎসব, ধর্মীয় অথবা অন্য যৌথ ঘটনা, জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি, পারিবারিক সম্পর্ক, শিশুর পালন পদ্ধতি এইগুলি হচ্ছে কিছু উদাহরণ যে ধরনের বিষয়গুলিতে নৃতত্ত্ববিদরা সাধারণত আগ্রহী হয়ে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তাদের চর্চা সম্পর্কে জানতে নৃতত্ত্ববিদকে অবিরাম প্রশ্ন করতে হয় সে বিষয়ে যে বিষয়গুলিকে সম্প্রদায়ের সদস্যরা কোনো গুরুত্ব দেয় না। এই অর্থে একজন নৃতত্ত্ববিদকে একটি শিশুর মতো হতে হবে, সবসময় জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন, কী এবং এমন আরও অনেক। এই কাজ করতে নৃতত্ত্ববিদ সাধারণত এক বা দু'জনের উপর নির্ভর করে থাকেন। এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বলা হয় 'সংবাদদাতা' (informants) বা 'প্রধান সংবাদ দাতা' (principal informants); আগের দিনে তাদেরকে 'স্থানীয় সংবাদদাতা' (native informants) ও বলা হত। একজন 'সংবাদ দাতা' (informants) নৃতত্ত্ববিদের শিক্ষকের কাজ করে থাকে এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সমগ্র প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করে থাকে। এইভাবে সমান

কাজ -২

ক্ষেত্র কার্যের কিছু বিখ্যাত উদাহরণ হল ঃ আন্দামান নিকোবর দ্বীপে রেডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown);সুদান-এ 'ন্যুর' এর উপর ইভান প্রিচার্ড (Evans Pritchard); আমেরিকাতে বিভিন্ন স্থানীয় আমেরিকানদের উপর ফ্রান্জ বোয়াজ (Franz Boas); সামোয়াতে মার্গারেট মিড (Margaret Mead); বালী ক্লীফোর্ড গীডজ্ (Clifford Geertz) ইত্যাদি।

বিশ্বমানচিত্রে এই জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করো। এই জায়গাগুলির মধ্যে সাদৃশ্যতা কীসে? একজন নৃতত্ত্ববিদের জন্য এইসব 'অপরিচিত' (Strange) সংস্কৃতিতে থাকা কেমন ছিল? উনাকে কী কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

গুরুত্বপূর্ণ হল ক্ষেত্র নোট (field notes) যা একজন নৃতত্ত্ববিদ ক্ষেত্র কার্যের সময় করে রাখেন; এই নোট কোনো ব্যর্থতা ছাড়া প্রতিদিন লিখে রাখতে হবে এবং এটা দৈনিক ডায়েরীর সম্পূরক হিসাবে, বা দৈনিক ডায়েরী হিসাবেও লিখা যেতে পারে।

IV

সমাজতত্ত্বে ক্ষেত্র কার্য
(Field work in Sociology)

সমাজতত্ত্ববিদরা ক্ষেত্র কার্যের সময় সাধারণতঃ কম বেশি একই ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকেন। সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র কার্যে তার বিষয়বস্তু (content) খুব একটা আলাদা হয় না অথবা ক্ষেত্র কার্যে কী করা হল সেটাতেও কোনো আলাদা কিছু নেই। কিন্তু, এটার প্রসঙ্গে (context), কোথায় এটা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা বিষয়ের বিবরণের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে আলাদা হয়। এইভাবে, একজন সমাজতত্ত্ববিদও একটি সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত এবং 'ভিতরের সদস্য' (insider) হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। তথাপি, একজন নৃতত্ত্ববিদ যে ক্ষেত্র কার্য করার জন্য নিবিড় উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে চলে যান, অন্যদিকে সমাজতত্ত্ববিদ নিজের ক্ষেত্র কার্য সকল প্রকার সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই করে থাকেন। তাছাড়া, সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র কার্যে 'ক্ষেত্র তে' (living in) থাকা আবশ্যক হয় না, যদিও তাকে নিজের অধিকাংশ সময় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে কাটাতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, উইলিয়াম ফুট হোয়াইট (William Foote Whyte), একজন আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ নিজের ক্ষেত্র কার্য একটি বড়ো শহরের ইটালিয়ান আমেরিকান নোংরা বস্তির গলিতে থাকা সদস্যদের 'gang' নিয়ে করেছিলেন এবং নিজের প্রসিদ্ধ বই 'স্ট্রিট কর্ণার সোসাইটি' (Street Cornner Society) লিখেছিলেন। তিনি মোটামুটি সাড়ে তিন বছর এই এলাকাতে 'ঘোরা ফেরা' করতে থাকেন—

নিজের সময় শুধুমাত্র gang অথবা দলের সদস্যদের সাথে কাটাতেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অত্যন্ত

> **সমাজতত্ত্বে ক্ষেত্র কার্য-কিছু অসুবিধা**
>
> *বিশ্বের দূর দূরান্তের এলাকায় আদিম উপজাতি সম্পর্কে অধ্যয়নরত নৃতত্ত্ববিদের তুলনায় আধুনিক আমেরিকান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত; তাকে শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। এটা নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে কিছু লোক, এবং হয়ত বা অনেক লোক, তার অনুসন্ধান প্রতিবেদনকে পড়বে। আমি যেমন করেছিলাম, যদি সেও এমনভাবে ঐ জেলার নাম, যেখানে সে বাস্তব অধ্যয়ন করেছিল সেটা পাল্টে দেয় তাহলে অনেক বাইরের লোকেরা এটা বুঝতে পারবে না যে অধ্যয়নটা আসলে কোথায় করা হয়েছিল ... ঐ জেলার লোকেরা নিশ্চয়ই জানবে যে এটা তাদের সম্পর্কে এবং নামের পরিবর্তন ও ওদের কাছে ব্যক্তির পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারে না। তারা অনুসন্ধানকারীকে জানে এবং উনি কাদের সাথে সম্পর্কিত সেটা জানে এবং এটাও যথেষ্টভাবে জানে যে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে কোনো কোনো ব্যক্তি ছিল যেখানে ত্রুটির সম্ভাবনা খুব কম।*
>
> *এই ধরনের অবস্থায় অনুসন্ধানকারী একটি গুরু দায়িত্ব বহন করেন। উনি অবশ্যই চাইবেন যে উনার বই থেকে ওই জেলার লোকেরা কিছু সহায়তা পাবে; কমপক্ষে, উনি অবশ্যই কিছু পদক্ষেপ নিতে চাইবেন যাতে কোনো ধরনের ক্ষতির আশংকা কমে যায়, সম্পূর্ণরূপে এই সম্ভাবনাকে জেনেও যে কিছু লোক এই প্রকাশনার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।*
>
> *-William Foote Whyte, Street Corner Society,p-342*

গরিব, বেকার যুবা, তারা প্রবাসী সম্প্রদায়ের আমেরিকাতে জন্ম নেওয়া প্রথম প্রজন্ম ছিল। যেখানে সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র কার্যের এই উদাহরণটি নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্র কার্যের খুব পাশাপাশি, তথাপি তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান রয়েছে (বাক্সে/ ছকে দেখো)। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র কার্য শুধুমাত্র এভাবে হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অন্য আর একজন আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ মিশেল বুরাও (Michael Buraoy)-র কাজের মধ্যে করা হয়েছে, যিনি শিকাগো কারখানাতে অনেক মাস পর্যন্ত কারিগর হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছিলেন।

ভারতীয় সমাজতত্ত্বে, যে ভাবে গ্রামীণ অধ্যয়নের সময় ক্ষেত্র কার্যের পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ১৯৫০ সনে, অনেক ভারতীয় এবং বিদেশী সমাজতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ গ্রামীণ জীবন এবং সমাজের উপর কাজ করতে শুরু করেছিলেন। এখানে গ্রাম বা গ্রামীণ জীবন পূর্ববর্তী নৃতত্ত্ববিদগণের দ্বারা অধ্যয়নরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমতুল্য হিসেবে কাজ করছিল।

এটাও একটি ‘আবদ্ধ সম্প্রদায়’ (bounded community) ছিল এবং যথেষ্ট ছোট ছিল যা অধ্যয়ন করতে একজন লোকই যথেষ্ট ছিল অর্থাৎ সমাজতত্ত্ববিদ গ্রামের প্রত্যেক সদস্যকে জানতে পারতেন এবং তাদের জীবনশৈলীকে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন। তাছাড়া, নৃতত্ত্ব এতটা জনপ্রিয় ছিল না ঔপনিবেশিক ভারতের জাতীয়তাবাদীদের কাছে কারণ আদিম সমাজের সঙ্গে সেটার অত্যাধিক সম্পর্ক ছিল। অনেক শিক্ষিত ভারতীয়রা মনে করতেন যে নৃতত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক পক্ষপাত জড়িত আছে কারণ তারা উপনিবেশবাদ সমাজের বিকাশাত্মক বা ইতিবাচক দিকের পরিবর্তে তাদের অ-আধুনিক দিককে জোর দেয়। এইজন্য সমাজতত্ত্বে শুধু উপজাতি অধ্যয়ণের পরিবর্তে গ্রাম এবং গ্রামীণ জনপদের অধ্যয়ণকে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত বলে মনে হয়। প্রারম্ভিক নৃতত্ত্ব এবং উপনেবিশবাদ এর সম্পর্কের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছিল। সর্বোপরি, ম্যালিনোস্কি (Malinowski) ইবান্স প্রিচার্ড (Evans pritchard) এবং অন্য অনেকের করা ক্ষেত্র কার্যকে ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে কারণ যেখানে ক্ষেত্র কার্য করা হয়েছিল ওই স্থান এবং লোকজন উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং ঐসব দেশ দ্বারা শাসিত ছিল যেখান থেকে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদরা এসেছিলেন।

কাজ -৩

যদি তুমি গ্রামে বাস করো : *তোমার গ্রামের বর্ণনা এমন একজনের কাছে করার চেষ্টা করো যে কখনও সেখানে যায়নি। গ্রামে তোমার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী যাতে তুমি প্রাধান্য দিতে চাইবে? তুমি সিনেমা বা টেলিভিশনে প্রদর্শিত গ্রামগুলিকে অবশ্যই দেখে থাকবে। তুমি ওই গ্রামগুলি সম্পর্কে কী ভাব এবং এইগুলি তোমার গ্রাম থেকে কিভাবে ভিন্ন? সিনেমা বা টেলিভিশনে দেখানো শহর সম্পর্কেও চিন্তা করো : তুমি কি সেখানে বাস করতে চাও? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।*

যদি তুমি কোনো শহরে বাস করো : *তোমার আশপাশ সম্পর্কে একজনের কাছে বর্ণনা করার চেষ্টা করো যে কখনও সেখানে যায়নি। শহুরে জীবনে তোমার আশপাশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী -যাতে তুমি প্রাধান্য দিতে চাইবে? সিনেমা বা টেলিভিশনে প্রদর্শিত শহরের পরিবেশের সঙ্গে তোমার আশপাশের কী পার্থক্য (বা সাদৃশ্য) আছে? তুমি সিনেমা বা টেলিভিশনে প্রদর্শিত গ্রামগুলিকে অবশ্যই দেখে থাকবে : তুমি কি সেখানে বাস করতে চাও? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।*

যাহোক,পদ্ধতিগত কারণের চেয়ে, গ্রামের অধ্যয়ন এইজন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তা ভারতীয় সমাজতত্ত্বে এমন একটি বিষয় প্রদান করেছিল যা নূতন স্বাধীন ভারতে অত্যন্ত আকর্ষণের বিষয় ছিল।
সরকার গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের জন্য মনোযোগী ছিল। জাতীয় আন্দোলন এবং বিশেষভাবে, মহাত্মা গান্ধি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন 'গ্রাম উন্নয়ন' প্রকল্পের সঙ্গে। এমনকি শহরের শিক্ষিত ভারতীয়রাও গ্রামীণ জীবন নিয়ে খুব আকর্ষিত ছিলেন, কারণ তাদের অনেকেরই পারিবারিক বা ঐতিহাসিক সম্বন্ধ গ্রামের সঙ্গেই ছিল। সর্বোপরি, গ্রাম এমন একটি জায়গা ছিল অধিকাংশ ভারতীয় যেখানে বাস করতো (এবং এখনও করছে)। এইসব কারণে গ্রামের অধ্যয়ন ভারতীয় সমাজতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, এবং গ্রামীণ সমাজের অধ্যয়নের জন্য ক্ষেত্র কার্য (field work) পদ্ধতিটি অত্যন্ত উপযুক্ত ছিল।

গ্রাম অধ্যয়ণের বিভিন্ন শৈলী

1950 এবং 1960 এর দশকে গ্রামের অধ্যয়ন সমাজতত্ত্বের প্রধান উদ্দীপনা হয়ে উঠে। কিন্তু, এই সময়ের অনেক আগেই একটি খুব সুপরিচিত গ্রাম অধ্যয়ন, Behind Mud Walls লিখেছিলেন উইলিয়াম এবং চার্লোট উইজার (William and Charlotte Wiser) নামে এক মিশনারি দম্পতি যাঁরা পাঁচ বছর ধরে উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামে বসবাস করেছিলেন। উইজারের বইটি তাদের মিশনারি কাজের একটি উপজাত (by-product) ছিল, যদিও উইলিয়াম উইজার সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন এবং পূর্বেই 'যজমানি' (jajmani) ব্যবস্থার উপর অধ্যয়ন বিষয়ক একটি বই লিখেছিলেন।

1950 সালের গ্রামীণ অধ্যয়ন খুব ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি বিভিন্ন উপায়ে করা হয়েছিল। প্রাথমিক/ শাস্ত্রীয় সামাজিক নৃতাত্ত্বিক শৈলী (Classical Social anthropological style) মুখ্য ছিল, তথা গ্রামটি 'উপজাতি' (tirbe) বা 'সীমিত সম্প্রদায়'(bounded community) এর জন্য প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল। সম্ভবত এই ধরনের ক্ষেত্র কার্যের (field work) সেরা পরিচিত উদাহরণ পাওয়া যায়- M.N. Srinivans এর বিখ্যাত 'The Remembered Village'-বই এ। Srinivas এক বছর মহীশূর (Mysore) এর কাছে একটি গ্রামে কাটিয়েছিলেন যাকে তিনি রামপুরা (Rampura) নাম দিয়েছিলেন। তাঁর বইয়ের শিরোনাম (title)-টির কারণ হল শ্রীনিবাসের (Srinivan's) ক্ষেত্র নোটগুলি (field notes) আগুনে পুড়ে যায় এবং উনাকে নিজের স্মরণ (memory) থেকে গ্রাম সম্পর্কে লিখতে হয়েছিল।

1950-এর দশকের আর একটি বিখ্যাত গ্রামীণ অধ্যয়ন ছিল এস.সি. দুবের (S.C.Dube) "ইন্ডিয়ান ভিলেজ" (Indian Village)। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (Osmania University) সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে, দুবে (Dube) একটি বহুবিষয়ক দলের (Multidisciplinaty team) সদস্য ছিলেন-যার মধ্যে কৃষি বিজ্ঞান বিভাগ, অর্থনীতি, পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান ও ঔষধ বিভাগ শামিল ছিল; তাঁরা সেকেন্দ্রাবাদের কাছে শমীরপেট (Shamirpet) নামক একটি গ্রামে অধ্যয়ন করেছিলেন। এই বৃহৎ সমষ্টিগত প্রকল্পটি শুধুমাত্র গ্রাম অধ্যয়ন করার জন্যই নয় বরং এটির বিকাশের জন্যও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটার উদ্দেশ্য ছিল শমীরপেট (Shamirpet) কে এই ধরনের একটি পরীক্ষাগার বানানো যেখানে গ্রামীণ উন্নয়নের কার্যক্রমগুলির নক্শা (designing rural development programmes) পরীক্ষা করা যেতে পারে।

গ্রাম অধ্যয়নের আর একটি শৈলী দেখা যায় 1950 দশকের Cornell Village Study Project-এ। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়(Cornell University) দ্বারা শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি আমেরিকান সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ, মনোবৈজ্ঞানিক এবং ভাষাবিদ্দের একটি গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিল, ভারতের পূর্ব উত্তর প্রদেশের একই অঞ্চলের অনেকগুলি গ্রামের অধ্যয়ন করার জন্য। এটি গ্রামের সমাজও সংস্কৃতির বহু বিষয়ক অধ্যয়ন করার একটি উচ্চাভিলাষী শৈক্ষিক প্রকল্প (ambitious academic Project) ছিল। এই প্রকল্পটির সঙ্গে কিছু ভারতীয় পণ্ডিত (Scholar) জড়িত ছিলেন, যা অনেক আমেরিকানকে প্রশিক্ষণের জন্য সাহায্য করেছিল যাঁরা পরে ভারতীয় সমাজের সুপরিচিত পণ্ডিত (Well known scholar) হয়ে উঠেছিলেন।

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের কিছু সীমাবদ্ধতা (Some limitations of Participant Observation)

তোমরা ইতোমধ্যে দেখে নিয়েছো যে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ কী করতে পারে-এটার মূল শক্তি হল যে এটি 'অভ্যন্তরীণ' (insider) দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বিস্তারিত ছবি সরবরাহ করে। এটাই হচ্ছে সেই 'অভ্যন্তরীণ' দৃষ্টিকোণ যা ক্ষেত্র কার্যের (field work) সময় এবং প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয়। বেশিরভাগ অন্য গবেষণা পদ্ধতিগুলি মোটামুটি দীর্ঘ সময়ের পরেও 'ক্ষেত্র' (field)-র বিশদ জ্ঞানের দাবি করতে পারে না এইগুলি সাধারণত একটি সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত ক্ষেত্র পরিদর্শন (field visit) এর উপর ভিত্তি করে হয়। ক্ষেত্র কার্য (field work) প্রাথমিক প্রভাবগুলোর সংশোধন করার অনুমতি দেয়, যা প্রায়ই ভুল বা পক্ষপাতযুক্ত হতে পারে। এটি গবেষককে আগ্রহের বিষয়ের পরিবর্তনগুলি জানার অনুমতি দেয় এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রসঙ্গগুলির প্রভাবও দেখতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ভালো ফসলের বছর এবং কোনো খারাপ ফসলের বছর সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি জানা যেতে পারে, চাকুরিরত বা বেকার ব্যক্তির ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ইত্যাদি। যেহেতু তিনি ক্ষেত্রে 'পূর্ণ সময়' (full time) প্রবৃদ্ধিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন, সেক্ষেত্রে সমীক্ষা/সার্ভে, প্রশ্নাবলি বা স্বল্প সময়ের পর্যবেক্ষণের ত্রুটিগুলো অবশ্যই অনিবার্যভাবে এড়িয়ে চলতে পারেন।

কিন্তু সব গবেষণা পদ্ধতির মতো, ক্ষেত্র কার্যেরও (field work) কিন্তু দুর্বলতা আছে- অন্যথায় সব সামাজিক বিজ্ঞানীরা একা এই পদ্ধতিটিরই ব্যবহার করতেন।

প্রকৃতিগত ভাবে ক্ষেত্র কার্যে (field work) দীর্ঘ সময় ধরে চলা, একা এবং একক গবেষকের দ্বারা করা গভীর অনুসন্ধান জড়িত থাকে। যেমন, এটি বিশ্বের একটি খুব ছোটো অংশকে অনুসন্ধানে সামিল করতে পারে সাধারণত একটি গ্রাম বা ছোটো সম্প্রদায়। আমরা কখনও নিশ্চিত হতে পারি না যে নৃতত্ত্ববিদ বা সমাজতত্ত্ববিদ দ্বারা ক্ষেত্র কার্যের (field work) সময় করা পর্যবেক্ষণ বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে (অর্থাৎ, অন্য গ্রাম, অঞ্চল অথবা দেশে) খুব সাধারণ অথবা ব্যতিক্রমী কিনা। সম্ভবত এটি ক্ষেত্র কার্যের (field work) বৃহত্তম অসুবিধা।

ক্ষেত্র কার্য (field work) পদ্ধতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল, আমরা কখনও নিশ্চিত হতে পারি না যে এটা কি আসলে নৃতত্ত্ববিদের ভাষা নাকি অধ্যয়নরত মানুষদের। বাস্তবে, এটার উদ্দেশ্য হলো অধ্যয়ণরত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা, কিন্তু এটাও সব সময় সম্ভব যে নৃতত্ত্ববিদ সচেতন ভাবে বা অজ্ঞানভাবে তার নোটগুলিতে কী লেখা হবে তা নির্বাচন করেন এবং কীভাবে এটি বই বা নিবন্ধ হিসাবে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করা হবে। যেহেতু নৃতত্ত্ববিদ্ ব্যতীত আমাদের কাছে কোনও সংস্করণ পাওয়া যায় না, তাই সব সময় পক্ষপাত বা ত্রুটির সুযোগ রয়েছে। তবে, এই ঝুঁকি অধিকাংশ গবেষণা পদ্ধতিতে উপস্থিত থাকে।

আরও সাধারণভাবে, ক্ষেত্র ভিত্তিক পদ্ধতিগুলির (field work methods) সমালোচনার কারণ হল এক-পার্শ্বযুক্ত সম্পর্ক (one sided relationship) যার উপর এটার ভিত্তি। নৃতত্ত্ববিদ/সমাজতত্ত্ববিদ্ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন এবং উত্তর প্রস্তুত করেন এবং 'মানুষের জন্য' কথা বলেন। এটার বিরুদ্ধে (মোকাবেলা করার জন্য) কিছু পণ্ডিতেরা আরও 'সংবাদীয়' পদ্ধতির (dialogic format) পরামর্শ দিয়েছেন– অর্থাৎ, ক্ষেত্র কার্যের ফলাফল (field work results) উপস্থাপন করার উপায়গুলো যেখানে উত্তরদাতারা এবং জনতা সরাসরি নিযুক্ত হতে পারে। বাস্তবিকভাবে, এটাতে জড়িত থাকে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষাতে পণ্ডিত ব্যক্তির (scholar) কাজের অনুবাদ করা এবং এই বিষয়ে তাদের মতামত জিজ্ঞেস করা এবং প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করা। যখন অনুসন্ধানকারী

এবং অনুসন্ধানকৃত ব্যক্তির মধ্যেকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরত্ব বা ফাঁক কম প্রশস্ত হয়, তখন এটার সম্ভাবনা আরও বৃহত্তর হয়ে যায় যে পণ্ডিত ব্যক্তির (Scholar) সংস্করণটি প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, মেনে নেওয়া হবে বা ব্যক্তিদের নিজেদের দ্বারা এটাকে সংশোধন করে নেওয়া হবে। এটা অবশ্যই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে আরো বিতর্কিত এবং আরও কঠিন করবে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য এটি শুধুমাত্র একটি ভাল জিনিস হতে পারে কারণ এটি সামাজিক বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে এবং আরও সাম্রাজ্যবাদী করতে সাহায্য করবে, এইভাবে আরও অনেক মানুষকে 'জ্ঞান' (knowledge) উৎপাদন করতে এবং সমালোচকদের সাথে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দেবে।

সমীক্ষা নিরীক্ষণ (Surveys) :

সমীক্ষা বা নিরীক্ষণ সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি, যা এখন আধুনিক জনজীবনের একটি বিশেষ অংশ হয়ে উঠেছে যাতে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। আজ সারা বিশ্বে সব ধরণের প্রসঙ্গে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে তথা এই ধারণা সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গের বাইরে চলে গেছে। ভারতেও আমরা বিভিন্ন অ-শৈক্ষিক (Non-academic) উদ্দেশ্যে নিরীক্ষণের ব্যবহার বৃদ্ধি দেখেছি, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন নির্বাচনী ফলাফলের পূর্বাভাস, পণ্য বিক্রির বিপণন কৌশল তৈরি এবং বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রিয় মতামত যাচাই করা।

শব্দ থেকেই ধারণা করা যায় যে, নিরীক্ষণ/সমীক্ষা সম্পূর্ণ তথ্যের উপর আলোপাত করার একটি প্রচেষ্টা। এটি কোনো একটি বিষয়ের উপর সাবধানে নির্বাচিত প্রতিনিধি সমুদয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ব্যাপক বা বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ। এই ধরনের প্রতিনিধি সমুদয়কে সাধারণত 'উত্তরদাতা'(respondents) হিসাবে উল্লেখ করা হয়-তারা গবেষকদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। নিরীক্ষণ গবেষণা (survey research) সাধারণত বড়ো দল দ্বারা সম্পন্ন করা হয় যারা অধ্যয়ণের পরিকল্পনা এবং ডিজাইন গঠন করেন গবেষক (researcher) এবং তাদের সহযোগী এবং সহায়করা (যাদের 'অন্বেষী' বা 'গবেষণা সহায়ক' বলা হয়)। নিরীক্ষণের প্রশ্ন (survey questions) বিভিন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে এবং তার উত্তরও বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রায়শই ব্যক্তিগত পরিদর্শনকালে অন্বেষীদের (investigators) দ্বারা মৌখিক ভাবে এবং কখনও কখনও টেলিফোন কথোপকথনের মাধ্যমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। অন্বেষীদের (investigators) দ্বারা আনা অথবা ডাকযোগে প্রাপ্ত 'প্রশ্নপত্র' বা 'প্রশ্নাবলি' (questionnaires)র মাধ্যমে লিখিতভাবে উত্তর চাওয়া হতে পারে। পরিশেষে কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি (telecommunication)র উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য, আজকের দিনে বৈদ্যুতিন ভাবেও সমীক্ষা/নিরীক্ষণ করা সম্ভব পর হয়ে গেছে। এই পদ্ধতিতে (format), উত্তরদাতা ই-মেল, ইন্টারনেট বা এই ধরনের বৈদ্যুতিন মাধ্যমের (electronic medium) দ্বারা প্রশ্ন প্রাপ্ত করে এবং উত্তর প্রদান করে।

সামাজিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরূপে নিরীক্ষণের/সমীক্ষার (survey) প্রধান সুবিধা হল যে এটার দ্বারা জনসংখ্যার একটি ছোটো অংশে নিরীক্ষণ/ সমীক্ষা (survey) করে এটার ফলাফল বৃহৎ জনসংখ্যার উপর সাধারণ ধারণা হিসাবে গঠন করা যায়। এইভাবে, সীমিত সময় প্রচেস্টা এবং অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা নিরীক্ষণ/ সমীক্ষা (survey) বৃহৎ জনসংখ্যার অধ্যয়নকে সম্ভবপর করে তোলে। এই কারণেই এটি সামাজিক বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি।

পরিসংখ্যানের একটি শাখা, নমুনা তত্ত্ব (sampling theroy) আবিষ্কারের সুবিধা গ্রহণ করে নির্বাচন স্বত্ত্বেও নমুনা নিরীক্ষণ (sample survey) ফলাফলের সাম্যানীকরণ প্রদান করতে সক্ষম হয়। এই 'সরল উপায়' (short cut) কে সক্ষম করার মূল উপাদানটি

জনসংখ্যা এবং জাতীয় নমুনা নিরীক্ষণ সংস্থা
(The Census and the National Sample Survey Organisation)

প্রতি ১০ বছরে পরিচালিত ভারতের জনসংখ্যার নিরীক্ষণ (আদমশুমারি) বিশ্বের বৃহত্তম আদমশুমারি (চিন, বৃহত্তর জনসংখ্যার একমাত্র দেশ যে নিয়মিত জনসংখ্যা পরিচালনা করে না)। এতে আক্ষরিক অর্থে লাখ লাখ অন্বেষক (investigator) এবং বিপুল পরিমাণ যৌক্তিক সংস্থা (logistical Organisation) ছাড়াও জড়িত রয়েছে ভারত সরকারের বিশাল রাশির অর্থ ব্যয়। যাইহোক, এই ব্যয়ের বিনিময়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক নিরীক্ষণ/সমীক্ষা করি যাতে ভারতের প্রত্যেকটি পরিবার এবং ভারতের এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের মধ্যে প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত। স্পষ্টতই এই ধরনের একটি বিশাল জরিপ (নিরীক্ষণ) প্রায়ই পরিচালনা করা সম্ভব নয়; আসলে, অনেক উন্নতদেশ এখন আর একটি পূর্ণ আদমশুমারি পরিচালনা করে না; পরিবর্তে তারা তাদের জনসংখ্যার ডেটার (data) জন্য নমুনা নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করে, কারণ এই ধরণের নিরীক্ষণকে খুব সঠিক হিসাবে পাওয়া গেছে। ভারতে ন্যাশনেল সেম্পল সার্ভে আর্গেনাইজেশন (National Sample Survey Organisation, NSSO) প্রতিবছর দারিদ্র্য ও বেকারত্বের (এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর) মাত্রার নমুনা নিরীক্ষণ (Sample Survey) পরিচালনা করে থাকে। প্রতি ৫ বছরে এটি একটি বৃহত্তর নিরীক্ষণ পরিচালনা করে যার মধ্যে প্রায় ১.২ লক্ষ বাড়ি এবং সারা ভারতের ৬ লক্ষেরও বেশি লোককে সংযুক্ত করে। বাস্তবে, এটি একটি বড়ো নমুনা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং NSSO দ্বারা পরিচালিত সার্ভেগুলি বিশ্বের বৃহত্তম নিয়মিত সার্ভেগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু, ভারতের মোট জনসংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি, তুমি দেখতে পারো যে NSSO এর পাঁচ বছরের সমীক্ষার একটি নমুনা রয়েছে যাতে কেবলমাত্র ০.০৬ শতাংশ বা এক শতাংশের ২০ ভাগের একভাগ থেকে একটু বেশি ভারতীয় জনসংখ্যা শামিল। কিন্তু সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার কারণে NSSO-র নমুনা এই ক্ষুদ্র অনুপাতের উপর ভিত্তি করেও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলি অনুমান করতে সক্ষম।

হল নমুনার উপস্থাপকতা (representativeness of the sample)। একটি প্রদত্ত জনসংখ্যা থেকে কীভাবে আমরা একটি প্রতিনিধি নমুনা (representative sample) নির্বাচন করব? বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়া দুটি প্রধান নীতির উপর নির্ভর করে।

প্রথম নীতি হচ্ছে জনসংখ্যার মধ্যে সমস্ত সংশ্লিষ্ট উপগোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করা এবং ওদের নমুনা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া। অধিকতর বড়ো জনসংখ্যা কখনও সমতুল্য হয় না, তাদের মধ্যেও স্পষ্ট উপ শ্রেণি(Sub-category) দেখা যায়। এটাকে স্তরবিন্যাস বলা হয়। (মনে রাখবে স্তরবিন্যাসের এই পরিসংখ্যানগত ধারণা, সমাজতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যা তোমরা অধ্যায়-৪-এ পড়েছ। উদাহরণস্বরূপ, যখন ভারতীয় জনসংখ্যাকে বিবেচনা করা হয়, তখন আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই জনসংখ্যা গ্রামীণ (rural) এবং শহুরে (urban) দুটি ভাগে বিভক্ত যা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যখন গ্রামীণ জনসংখ্যা বিবেচনা করা হয় কোনো একটি রাজ্যের, তখন আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে এই জনসংখ্যা বিভিন্ন (ছোটো/বড়ো) আকারের গ্রামে বসবাস করে থাকে। ঠিক একইভাবে, কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রামের জনসংখ্যাও শ্রেণি, জাতি/বর্ণ,লিঙ্গ,বয়স, ধর্ম বা অন্য কোন মানদণ্ডে স্তরীকৃত হতে পারে। সংক্ষিপ্তভাবে, স্তরবিন্যাসের ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নমুনা (sample) তে

প্রতিনিধিত্ব করা সকল সদস্য স্তরের বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়। কোনো ধরণের স্তরকে প্রাসঙ্গিক মানা হবে সেটা নির্ভর করে গবেষণা অধ্যয়নের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর। উদাহরণ স্বরূপ, যখন ধর্মের প্রতি মনোভাব নিয়ে গবেষণা করা হয়, তখন সব ধর্মের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন শ্রমিক সমিতির প্রতি মনোভাবের উপর গবেষণা বা অধ্যয়ন করা হয়, তখন শ্রমিক, পরিচালক (Manager) এবং শিল্পপতি (industrialists) সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।

নমুনা নির্বাচনের দ্বিতীয় নীতি হল প্রকৃত একক (actual unit) অর্থাৎ ব্যক্তি বা গ্রাম বা ঘরের নির্বাচন বিশুদ্ধভাবে সুযোগ নির্ভর করতে হবে। এটাকে randomisation বলা হয়, যা নিজেই সম্ভাব্যতার ধারণার উপর নির্ভরশীল। তোমরা নিশ্চয়তই তোমাদের গণিত পাঠ্যক্রমে সম্ভাব্যতার ধারণা সম্পর্কে পড়ে থাকবে। সম্ভাবনা বলতে বুঝায় ঘটনা ঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা (বা অদ্ভুত/অযুগ্ম)। উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা একটি মুদ্রা উর্দ্ধে নিক্ষেপ (toss) করি, তখন সেটা চিৎ হয়ে অথবা পাট হয়ে পড়ে। সাধারণ মুদ্রাতে চিৎ অথবা পাট হওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা ঠিক সমান সমান থাকে মানে ৫০ শতাংশ উভয় ক্ষেত্রেই। বাস্তবে তুমি যখন মুদ্রাকে নিক্ষেপ কর (toss), তখন কোনো ঘটনা হয় অর্থাৎ চিৎ হয়ে পড়ে না পাট হয়ে পড়ে এটা পুরোপুরি সুযোগের উপর নির্ভর করে এবং অন্য কোনো ভাবে হয় না। এই ধরনের ঘটনাকে random বা এলোমেলো ঘটনা বলা হয়।

আমরা এই একই ধারণাকে নমুনা নির্বাচনের সময় ব্যবহার করি। আমরা এটা নিশ্চিন্ত হতে চেস্টা করি যে নমুনাতে নির্বাচিত ব্যক্তি বা ঘর বা গ্রাম যেন পুরোপুরিভাবে সুযোগ দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং অন্য কোনোভাবে নয়। এইভাবে, নমুনা হিসাবে নির্বাচিত হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার, লটারীতে টাকা জেতার মতো। এটা তখনই সম্ভব যখন নমুনা একটা সত্যিকারের প্রতিনিধি নমুনা হবে (representative sample)। যদি কোনো নিরীক্ষণ দল (survey team) তাদের নমুনা হিসাবে শুধুমাত্র সেই গ্রামগুলিকে বেছে নেন, যেগুলি হাইওয়ের (highway) বা বড়ো সড়কের কাছে, তখন এই ধরনের নমুনা (random) এলোমেলো অথবা সম্ভাবনা নমুনা হয়ে একটি পক্ষপাতদুষ্ট (biased) নমুনা হয়। এইভাবে, যদি আমরা শুধু মধ্যবিত্ত পরিবার বা আমাদের পরিচিতি পরিবারগুলোকে নির্বাচন করি, তখন এই নমুনাটিও আবার পক্ষপাতদুস্ট হয়ে যায়। এখানে মুখ্য বিষয় হল যে জনসংখ্যা থেকে প্রাসঙ্গিক স্তরকে নির্দিষ্ট করার পর, সত্যিকারের নমুনা ঘর (sample households) বা উত্তরদাতার নির্বাচন বিশুদ্ধভাবে সুযোগ নির্ভর হওয়া উচিত। এটা বিভিন্ন উপায়ে নিশ্চিত করা যায়। এটা অর্জন করতে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়, সাধারণ কিছু হচ্ছে লটারী করা, পাশা ছোঁড়া (rolling of dice), এলোমেলো ভাবে বানানো নম্বর প্লেট বিশেষভাবে এই কাজের জন্য বানানো এবং অতি সম্প্রতি, কম্পিউটার বা ক্যালকুলেটার দ্বারা বানানো এলোমেলো (random) নম্বর।

একটি নিরীক্ষণ নমুনা (survey sample) কীভাবে নির্বাচন করা হয়, সেটা বোঝার জন্য আমরা একটি বাস্তব উদাহরণ দেখি। মনে করো, আমরা একটি পরিকল্পনা পরীক্ষা করতে চাইছি যেখানে এটা বলা হয়েছে যে ছোট, নিজেদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্প্রদায় বড়, নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিক আন্ত:সাম্প্রদায়িক সমন্বয় (inter community harmony) এর সৃষ্টি করে। সরলভাবে বুঝার জন্য, আমরা মেনে নিলাম যে আমরা ভারতের যে কোন রাজ্যের একটি গ্রামীণ অঞ্চল সম্পর্কে আগ্রহী। নমুনা সংগ্রহের সব থেকে সহজ পদ্ধতি হল রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রামের গ্রামবাসীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা (এই ধরনের তালিকা জনগণনা ডেটা (data) থেকে পেতে

পারি)। তারপর আমরা 'ছোটো' অথবা 'বড়ো' গ্রাম নির্ধারণের জন্য মানদণ্ডের সিদ্ধান্ত নেব। গ্রামের মূল তালিকা থেকে এখন আমরা সব 'মধ্যম' গ্রাম অর্থাৎ যেগুলো বড়োও না আবার ছোটোও না, তাদের বাদ দিয়ে দেবো। এখন আমাদের কাছে গ্রামের আকার অনুসারে সংশোধিত একটি তালিকা আছে। আমাদের গবেষণা সম্বন্ধিত প্রশ্ন অনুসারে আমরা প্রত্যেক– স্তরকে অর্থাৎ ছোটো অথবা বড়ো গ্রামকে সমান গুরুত্ব দিতে চাই, এইজন্য আমরা প্রত্যেক স্তর থেকে ১০ টি গ্রামকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই কাজের জন্য, আমরা বড়ো এবং ছোটো গ্রামের তালিকাতে নম্বর প্রদান করব এবং প্রত্যেক তালিকা থেকে লটারীর মাধ্যমে ১০টি করে গ্রামের নির্বাচন এলোমেলো (random selection) নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা করব। এখন আমাদের কাছে রাজ্যের ১০টি বড়ো এবং ১০ টি ছোটো গ্রাম নমুনা হিসাবে আছে; এবং আমরা এই গ্রামগুলির অধ্যয়ন শুরু করতে পারি এটা জানার জন্য যে আমাদের প্রাথমিক অনুমান (initial hypothesis) সত্য বা মিথ্যা ছিল।

বাস্তবিকভাবে এটা একটা অমি সরল নকশা, প্রকৃত গবেষণা অধ্যয়নে আরও জটিল নকশা জড়িত থাকে যেখানে নমুনা নির্বাচন অনেকগুলো ধাপে বিভক্ত এবং তাতে অনেক স্তর অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মূল নীতি সমান থাকে-একটি ছোটো নমুনা সাবধানতা পূর্বক নির্বাচন করা হয় যাতে এটা সম্পূর্ণ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তারপর নমুনা অধ্যয়ন করা হয় এবং সেটা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে সাধারণীকরণের (Generalisation) মাধ্যমে সম্পূর্ণ জনসংখ্যার উপর প্রয়োগ করা হয়। বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্বাচিত নমুনার পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে যে নমুনার বৈশিষ্ট্যগুলি জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ঘনিষ্টভাবে অনুরূপ, যে জনসংখ্যা থেকে তাদের নির্বাচন করা হয়েছে। সেখানে সূক্ষ পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এই ধরনের বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে নির্ণয় করা যেতে পারে। এটাকে ত্রুটির মার্জিন (margin of error) বা নমুনা ত্রুটি বলে জানা যায়। এটা অনুসন্ধানকারী বা গবেষকের ভুলের জন্য হয় না, এটা হয় কারণ আমরা অনেক বড়ো জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ছোটো নমুনা প্রয়োগ করছি তাই। নমুনা নিরীক্ষণের ফলাফলের প্রতিবেদনে লিখার সময়, অনুসন্ধানকারীকে নিজের নমুনার আকার এবং নকশা এবং নিজের ত্রুটির ব্যাপারে (margin of error) অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

নিরীক্ষণ/ সমীক্ষা পদ্ধতির মুখ্য বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটার দ্বারা কম সময় এবং টাকার বিনিময়ে বৃহৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব হয়। নমুনা যত বড়ো হবে, সত্যিকার প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ আরও বেড়ে যাবে; এখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে জনগণনা যাতে সমগ্র জনসংখ্যা জড়িত।

কাজ-৪

তোমরা নিজেদের মধ্যে কিছু নিরীক্ষণ (Survey) সম্পর্কে আলোচনা করো যেগুলো তোমরা জানো। এটা নির্বাচন নিরীক্ষণ (election survey)ও হতে পারে অথবা সমাচারপত্র বা টেলিভিশন মাধ্যমের দ্বারা করা অন্য ছোটো আকারের নিরীক্ষণ। যখন নিরীক্ষণের ফলাফল প্রতিবেদন করা হয়েছিল, তখন কি ত্রুটির (margin of error) ব্যাপারেও বলা হয়েছিল? নিরীক্ষণের/ সমীক্ষার নমুনার আকার এবং কীভাবে এগুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে কি? যেখানে অনুসন্ধান পদ্ধতির এই অংশগুলিকে পরিস্কারভাবে দেওয়া হয় না সেখানে এই ধরনের নিরীক্ষণ/ সমীক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত কেন না নিরীক্ষণের এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি যেখানে পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকে না, নিরীক্ষণের ফলাফল পূর্ণরূপে যাচাই করা সম্ভবপর হয় না। নিরীক্ষণ পদ্ধতিগুলির (survey methods) প্রায়ই অপব্যবহার করা হয় জনপ্রিয় মাধ্যমে: পক্ষপাতদুস্ট এবং অপ্রতিনিধিত্ব নমুনার উপর নির্ভর করে বড় বড় দাবি করা হয়। তোমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নির্দিস্ট নিরীক্ষণের, যেগুলোর সম্পর্কে তোমরা জেনে এসেছ, তার আলোচনা করতে পারো।

কাজ - ৫

যদি তোমাকে সমীক্ষা/নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয় তাহলে তুমি তোমার বিদ্যালয়ের সকল বিদ্যার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নমুনা নির্বাচন কীভাবে করবে—

(ক) যে বিদ্যার্থীদের অনেক ভাইবোন আছে, তারা অন্যদের তুলনায় যাদের এক ভাই বা বোন (বা কেউ নেই) আছে, পড়াশুনাতে ভাল অথবা খারাপ?

(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ১ থেকে ৫) মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ৬ থেকে ৮), উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৯ থেকে ১০) এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কক্ষ ১১ থেকে ১২) এর মধ্যে বিরতির সময় বিদ্যার্থীদের মধ্যে সব থেকে পছন্দমূলক কাজ কী কী?

(গ) কোনো বিদ্যার্থীর প্রিয় বিষয়টি কি সেটাই যেটা তার প্রিয় শিক্ষক ক্লাসে পড়ান? ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে এই সম্পর্কে কিছু পার্থক্য আছে কি?

(নোট: প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য আলাদা আলাদা নমুনা নক্শা (Sample design) বানাও।

সমষ্টি পরিসংখ্যান : লিঙ্গ অনুপাতের তীব্র পতন
(Aggregate Statistics : The Alarming Decline in the sex Ration)

তোমরা তৃতীয় অধ্যায়ে লিঙ্গ অনুপাতের তীব্র পতন সম্পর্কে পড়েছ। বর্তমান দশকে, ছেলেদের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম সংখ্যায় মেয়েদের জন্ম হয় এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি এবং হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে এই সমস্যা উদ্বেগজনক স্তরে পৌঁছে গেছে। লিঙ্গানুপাত (যুবক অথবা শিশু) ০-৬ বৎসর পর্যন্ত বয়সে। ১০০০ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা ব্যক্ত করে। এই অনুপাত সমগ্র ভারতে এবং কিছু নির্দিষ্ট রাজ্যে, দশক ধরে, তীব্রতার সঙ্গে কমছে। এখানে ভারতের এবং কিছু নির্দিষ্ট রাজ্যের ১৯৯১. ২০০১ এবং ২০১১-র জনগণনার রেকর্ড অনুযায়ী কিশোর লিঙ্গ অনুপাত (Juvenile sex ratio) দেওয়া হল।

০-৬ বৎসর, গ্রুপে প্রতি ১০০০ ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা, ২০১১ সালের হিসাবে

	১৯৯১	২০০১	২০১১
ভারত	৯৪৫	৯২৭	৯১৪
পাঞ্জাব	৮৭৫	৭৯৮	৮৪৬
হরিয়ানা	৮৭৯	৮১৯	৮৩০
দিল্লি	৯১৫	৮৬৮	৮৬৬
গুজরাট	৯২৮	৮৮৩	৮৯০
হিমাচল প্রদেশ	৯৫১	৮৯৬	৯০৬

https://updateox.com/india/child-sex-ratio-in-india-state-wise data/ *(এই সূত্র সুরক্ষিত)*

শিশু লিঙ্গানুপাত হচ্ছে এমন একটি সমষ্টিগত (বা সমগ্র) চল (variable) যা তখনই দেখা যায় যখন একটি বড়ো জনসংখ্যার ক্রমসজ্জিত প্রতিসংখ্যান মিলানো (এক জায়গায় করা) হয়। আমরা একটি পরিবারকে দেখে বলতে পারি না যে এখানে সমস্যা কত তীব্র। কোনো একটি পরিবারে ছেলে এবং মেয়ের আপেক্ষিক অনুপাতের ক্ষতিপূরণ করা হয় অন্য পরিবারের বিভিন্ন অনুপাতের সঙ্গে তুলনা করে যেগুলোকে আমরা কখনও দেখিনি। শুধুমাত্র জনগণনার মতো পদ্ধতির প্রয়োগ অথবা বড়ো মাপের নিরীক্ষণ/সমীক্ষা দ্বারাই পুরো সম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুপাতের গণনা করা যেতে পারে এবং সমস্যাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তুমি কি এমন আর কোনও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে পার যা শুধুমাত্র সমীক্ষা বা জনগণনা দ্বারাই অধ্যয়ন করা সম্ভব?

ব্যবহারিক ভাবে, নমুনার আকার ৩০-৪০ থেকে শুরু করে অনেক হাজারও হতে পারে (National Sample Survey)-এর বাক্স/ ছকে দেখ)। কেবল নমুনার আকারই এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়; ইহার নির্বাচন প্রণালী আরও গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই, নমুনা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত প্রায়ই– ব্যবহারিক বিবেচনার উপরভিত্তি করে করা হয়।

যেসব পরিস্থিতিতে, জনগণনার প্রয়োগ ব্যবহারিক ভাবে করা যায় না, সেই সব পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ জনসংখ্যার অধ্যয়নের জন্য শুধুমাত্র উপলব্ধ উপায় হচ্ছে নিরীক্ষণ/সমীক্ষা/নিরীক্ষণের অনন্য সুবিধা হচ্ছে যে এটি একটি সমষ্টিগত ছবি প্রদান করে অর্থাৎ একক ব্যক্তির পরিবর্তে সামগ্রিকতার উপর নির্ভর করে। অনেক সামাজিক সমস্যা এবং বিচার্য বিষয়গুলি শুধুমাত্র এই সমষ্টিগত পর্যায়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠে এইগুলিকে তদন্তের খুব সূক্ষ (micro) স্তরে চিহ্নিত করা যায় না। তথাপি, অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির মতো, নিরীক্ষণ ((survey)-এর ও কিছু অসুবিধা রয়েছে। যদিও ইহা ব্যাপক বিস্তৃতির সুযোগ দেয়, তথাপি এটি বিস্তৃতির গভীরতার মূল্যের উপর প্রাপ্ত হয়। বৃহত্তর নিরীক্ষণে/সমীক্ষায়, অংশ হিসাবে উত্তরদাতার কাছ থেকে গভীরতার তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। বিপুল সংখ্যক উত্তরদাতা হওয়ার কারণে, প্রত্যেকের উপর ব্যয় করা সময় সীমিত হয়। অধিকন্তু, সমীক্ষা প্রশ্নপত্রে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে উত্তর তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর সংখ্যক অন্বেষীর/অন্বেষকের ((investigator)) দ্বারা নেওয়া হয়, তাই এটা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে যে কোন প্রশ্নগুলি জটিল বা কোন প্রশ্নগুলিতে বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন, সবগুলিকে ঠিক একইভাবে জিজ্ঞেস করা হয়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং উত্তর রেকর্ড করার ধরনে পার্থক্য থাকার জন্য সমীক্ষায় ((survey) ত্রুটি হতে পারে। সেই কারণে সমীক্ষার প্রশ্নপত্র (কখনও কখনও একটি 'সমীক্ষা যন্ত্র', (survey instrument বলা হয়) খুব যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা দরকার যেহেতু এটির প্রয়োগ অনুসন্ধানকারী ছাড়াও অন্য ব্যক্তির দ্বারাও করা হবে, তাই এটির ব্যবহারের সময় সংশোধন বা পরিবর্তনের সামান্যই সুযোগ থাকে।

অন্বেষক (investigator) ও উত্তরদাতার মধ্যে যেহেতু কোন দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক থাকে না তাই এখানে কোনো পরিচিতি বা বিশ্বাসও থাকে না। কোনো একটি নিরীক্ষণে/সমীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা প্রশ্ন এমন হতে হবে যা অপরিচিতের মধ্যে জিজ্ঞাসা করা যায় এবং উত্তর দেওয়া যায়। কোনো ব্যক্তিগত বা সংবেদনশীল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে না, অথবা যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সত্যতার পরিবর্তে 'নিরাপদে' ((safely) উত্তর দিতে হবে। এই ধরনের অসুবিধাকে কখনও কখনও 'Non-sampling errors' বলা হয়, অর্থাৎ এই ত্রুটিগুলি নিরীক্ষণের পদ্ধতির জন্য নয় গবেষণার নকশা বা প্রয়োগের ধরনের ত্রুটির জন্য ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত: এগুলির মধ্যে কিছু ত্রুটির পূর্বাভাস পাওয়া কঠিন এবং এর হাত থেকে বাঁচাও কঠিন, এই কারণে নিরীক্ষণে ভুল হওয়া এবং জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভ্রমিত বা ভুল তত্ত্ব অনুমান করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে নিরীক্ষণের সব থেকে বড়ো বাধা হল যে এটাকে সফলভাবে পুরা করার জন্য, কঠোরভাবে গঠিত প্রশ্নাবলির উপর নির্ভর করতে হবে। উপরন্তু প্রশ্নাবলির গঠন যত ভালই হোক না কেনো, এটার সফলতা শেষপর্যন্ত নির্ভর করে অন্বেষী (investigator) এবং উত্তরদাতার (respondents) আন্ত:ক্রীড়ার (interaction) প্রকৃতির উপর এবং বিশেষ করে, উত্তর দাতার সদ্‌ভাবনা এবং সহযোগিতার উপর।

সাক্ষাৎকার (Interview)

সাক্ষাৎকার মূলত: অনুসন্ধানকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে নির্দেশিত কথোপকথনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যদিও এটার সঙ্গে কিছু প্রযুক্তিগত দিক জুড়ে আছে, বিন্যাসের সরলতা (simplicity of the format) বিভ্রান্তিকর হতে পারে কারণ---একজন ভাল সাক্ষাৎকারক (interviewer) হতে গেলে ব্যাপক অনুশীলন এবং দক্ষতার প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার, সমীক্ষায় প্রয়োগ করা গঠনমূলক প্রশ্নাবলি এবং সম্পূর্ণ মুক্তপ্রান্ত (Open-eded) আন্তঃক্রীয়া যা অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, তার মাঝখানে জায়গা দখল করে। সাক্ষাৎকারের সব থেকে বড়ো সুবিধা হল বিন্যাসের চরম নমনীয়তা (extreme flexibility of the format)। প্রশ্নকে পুনরায় তৈরি করা যেতে পারে অথবা অন্যভাবেও জিজ্ঞেস করা যেতে পারে; কথোপকথনের উন্নতির উপর (অথবা উন্নতি কম হলে) বিষয় অথবা প্রশ্নের ক্রম বদলানো যেতে পারে; যে বিষয়ের উপর ভালো উপাদান পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে প্রসারিত করা যেতে পারে এবং সে বিষয়ে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তাকে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে অথবা পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত রাখা যেতে পারে এবং এই সবকিছু সাক্ষাৎকার চলাকালীন সময়েই করা যেতে পারে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধান পদ্ধতি হিসাবে সাক্ষাৎকারের সুবিধার সঙ্গে অনেক অসুবিধাও আছে। এটার এই ধরনের নমনীয়তা (flexibility) উত্তরদাতার মানসিকতা পাল্টে যাওয়ার কারণ অথবা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর একাগ্রতার অভাব হওয়ার কারণ, যা সাক্ষাৎকারকে দুর্বল করে দেয়। এটার অর্থ হল এটি একটি পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত বিন্যাস (unstable and unpredictable format) যখন সফল হয় তখন খুব ভালো ভাবে সফল হয় এবং যখন অসফল হয় তখন খুব খারাপভাবে অসফল হয়।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনেক শৈলী আছে এবং ইহার সম্পর্কে মতামত এবং অভিজ্ঞতা সুবিধা অনুসারে বদলাতে থাকে। কিছু ব্যক্তি অত্যন্ত শিথিল বিন্যাসকে (loosely structured format) পছন্দ করে যেখানে বাস্তব প্রশ্নের জায়গায় শুধুমাত্র বিষয়ের তালিকা সূচি থাকে; অন্যরা গঠনমূলক রূপকে বেশি গুরুত্ব দেয় যেখানে সকল উত্তরদাতাকে নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। পরিস্থিতি এবং পছন্দের উপর নির্ভর করে সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার পদ্ধতিও আলাদা আলাদা হয় যেখানে যথার্থ ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং, সাক্ষাৎকারের সময় নেওয়া বিস্তৃত নোট অথবা স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করা এবং সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার পর সেটাকে লিখে নেওয়া ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত থাকে। রেকর্ডার এবং এটার মতো অন্য উপকরণের বার বার প্রয়োগ করাতে উত্তরদাতা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অনুভব করতে পারে এবং কথোপকথনের মধ্যে বেশি মাত্রায় লৌকিকতার সূচনা হয়। অন্যদিকে, যখন কম ব্যাপক রেকর্ডিং পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়, তখন কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ সূচনাতে মনযোগ দেওয়া হয় না অথবা রেকর্ডও করা হয় না। কখনও কখনও সাক্ষাৎকারের ভৌতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির উপর রেকর্ডিং এর মাধ্যম নির্ভর করে। যে পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারকে পরে প্রকাশনার জন্য লিখা হয় বা অনুসন্ধান প্রতিবেদন লিখা হয় সেটাও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিছু অনুসন্ধানকারী প্রতিবেদনকে সম্পাদিত করতে এবং এটাকে 'স্পষ্ট' (cleaned up)নিয়মিত বর্ণনাত্মক রূপে প্রস্তুত করতে পছন্দ করেন; যেখানে অন্যরা মূল কথোপকথনকে এবং সমস্ত সহজাত অবান্তরতাকে (asides and digressions) যথাসম্ভব একইভাবে রাখার চেষ্টা করেন।

সাক্ষাৎকারকে প্রায়ই অন্য পদ্ধতির সঙ্গে অথবা সম্পূরক পদ্ধতি (supplement method) হিসাবে ব্যবহার করা হয়,বিশেষ করে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (participant observation) এবং সমীক্ষা/ নিরীক্ষণ (Surveys) এর সঙ্গে। 'মূল তত্ত্বদাতা' (Key informants) -র (অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের মূল তথ্য দাতা) সঙ্গে লম্বা কথোপকথনে প্রায়ই অনন্য বিবরণের প্রাপ্তি হয় যা সহগামী উপাদান (accompanying material) কে স্পষ্ট করে এবং উপযুক্ত জায়গা প্রদান করে। এইভাবে, নিবিড় সাক্ষাৎকার (intensive interview) নিরীক্ষণের ফলাফলকে আরও গভীরতা এবং ব্যাপকতা প্রদান করে। যদিও পদ্ধতি হিসাবে, সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগত উপলব্দি এবং উত্তরদাতা ও অনুসন্ধানকারীর মধ্যে সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

শব্দকোশ

আদমশুমারি/জনগণনা (Census) ঃ একটি জনসংখ্যার প্রতিটি সদস্যের একটি ব্যাপক নিরীক্ষণ।

বংশাবলি (Genealogy) ঃ একটি বিস্তৃত পারিবারিক বৃক্ষ যা বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ককে দেখায়।

অ-নমুনা ত্রুটি (Nonsampling error) ঃ পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ এবং নকশার কারণে পর্যবেক্ষণে হওয়া ত্রুটি।

জনসংখ্যা (Population) ঃ পরিসংখ্যাণের ভাষায়, একটি বড়ো অংশ (ব্যক্তির, গ্রামের, ঘরের ইত্যাদি) যার মধ্য থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয়।

সম্ভাবনা (Probability) ঃ (পরিসংখ্যানের ভাষায়) কোন ঘটনার ঘটিত হওয়া বা না হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রশ্নাবলি (Questionnaire) ঃ সাক্ষাৎকার বা নিরীক্ষণে/সমীক্ষায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের লিখিত সূচি।

রেন্ডোমাইজেশন (Randomisation) ঃ এইটা কোনো ঘটনাকে (যেমন কোনো নমুনা থেকে একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে নির্বাচন করা) সুনিশ্চিত করে যা শুধুমাত্র সুযোগের উপর নির্ভরশীল, অন্য কোনো কিছুর উপর নয়।

প্রতিবিম্বিতা (Reflexivity) ঃ অনুসন্ধানকারীর নিজেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা।

নমুনা (Sample) ঃ একটি বড়ো জনসংখ্যা থেকে নেওয়া উপভাগ বা নির্বাচিত অংশ, যা ঐ বড়ো জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।

নমুনা ত্রুটি (Sampling error) ঃ এই ধরনের ত্রুটি নিরীক্ষণের ফলাফল থেকে কোনোভাবেই এড়ানো যায় না কারণ এটা সম্পূর্ণ জনসংখ্যার উপর আধারিত হওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র একটি ছোটো নমুনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর আধারিত।

স্তরবিন্যাস (statification) ঃ পরিসংখ্যানের ভাষায়, প্রাসঙ্গিক মানদণ্ডের (যেমন লিঙ্গা, স্থান, ধর্ম, বয়স ইত্যাদি) উপর স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর জনসংখ্যার উপবিভাগ।

অনুশীলনী

১. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রশ্ন বিশেষ করে, সমাজতত্ত্বে কেন গুরুত্বপূর্ণ?
২. সামাজিক বিজ্ঞানে বিশেষ করে সমাজতত্ত্বের মতো বিষয়ে ‘নৈব্যক্তিকতা’ (objectivity)র অধিক জটিলতার কারণ কী?
৩. নৈর্ব্যক্তিকতা প্রাপ্তির জন্য সমাজতত্ত্ববিদদের কী ধরনের সমস্যা এবং চেষ্টার মধ্য দিয়ে যেতে হয়?
৪. ‘প্রতিবিম্বিতা’র তাৎপর্য কী এবং এটা সমাজতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৫. অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের সময় সমাজতত্ত্ববিদ এবং মানববিজ্ঞানী (ethnographer) কী কাজ করে থাকেন?
৬. একটি পদ্ধতি হিসাবে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের সুবিধা এবং অসুবিধা গুলি কী কী?
৭. নিরীক্ষণ/সমীক্ষা পদ্ধতির মৌলিক উপাদান গুলি কী কী? এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা কী?
৮. প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা (representative sample) নির্বাচন করার কিছু মানদণ্ডের বর্ণনা দাও।
৯. নিরীক্ষণ/সমীক্ষা পদ্ধতির কিছু দুর্বলতার বর্ণনা দাও।
১০. অনুসন্ধান পদ্ধতি হিসাবে সাক্ষাৎকারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

Readings

Bauman, Zygmunt. 1990. *Thinking Sociologically.* Basil Blackwell, Oxford University Press, New Delhi.

Becker, Howard S. 1970. *Sociological Work : Method and Substance.* The Penguin Press, Allen Lane.

Beteille, Andre and Madan, T.N. ed. 1975. *Encounter and experience : Personal Accounts of Fieldwork.* Vikas Publishing House, Delhi.

Burgess, Robert G. ed. 1982. *Field Research : A Sourcebook and Field Manual.* George Allen and Unwin, London.

Coser, Lewis. Rhea, A.B. Steffan, P.A. and Nock, S.L. 1983. *Introduction to Sociology.* Harcourt Brace Johanovich, New York.

Srinivas. M.N. Shah, A.M. and Ramaswamy, E.A. ed. 2002. *The fieldworker and the Field : Problems and Challenges in Sociological Investigation.* 2nd Edition, Oxford University Press, New Delhi.